সিক্রেটস অব অলিম্পিক ভিলেজ

সুসান অ্যাশলে



শুধুমাত্র পরিনত বয়সের পাঠকের জন্য...

প্রাপ্তবয়স্ক

অলিম্পিক উপন্যাস

সাড়া জাগানো

মনোদৈহিক উপন্যাস

শুধুমাত্র পরিণত বয়সের পাঠকের জন্য

সিক্রেটস অব অলিম্পিক ভিলেজ

সুসান অ্যাশলে

অনুবাদ
প্রফেসর মকবুল হোসেন

দি স্কাই পাবলিশার্স
৩৮/২ক বাংলাবাজার (মান্নান মার্কেট/তৃতীয় তলা)
ঢাকা-১১০০



ইংরেজি © সুসান অ্যাশলে ● জে. উড
বাংলা © প্রফেসর মকবুল হোসেন

প্রকাশকাল ● বইমেলা ২০০৪

প্রকাশক ● মিজানুর রহমান ● দি স্কাই পাবলিশার্স ৩৮/২-ক বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
অক্ষরবিন্যাস ● সজল কমপিউটার ৩৮/৫-ক(১) বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
মুদ্রণ ● মেহেরা প্রিন্টার্স ২৭ শ্রীশদাস লেন বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ ● শিশির

মূল্য ● ১৫০ টাকা মাত্র

ISBN 984-826-014-5

সিক্রেটস্ অব অলিম্পিক ভিলেজ

সুসান অ্যাশলে

ডেবি উইলির চমকিত মনের পর্দায় তখন একটি ছবি, একটিই দৃশ্য : ছেলেটির সুইমিং কস্ট্যুমের নিচে কি বিশাল এক অস্তিত্ব। ভেজা কাপড়ের টুকরো থেকে কিছু একটা যেন ফেটে বেরিয়ে আসবে!

তবে পরিষ্কারভাবে বেশিক্ষণ ধরে লক্ষ্য করা সম্ভব ছিল না, কারণ ডেবি দাঁড়িয়েছিল মাঝখানে। তখন অলিম্পিক প্রস্তুতির ফাইনাল পর্যায়। তাই চারপাশে উত্তেজনা আর উন্মাদনা।

সুইমিং পুলটা তিনকোণা। সাঁতারুদের শরীরগুলো পর পর ঝাঁপ দিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এই প্র্যাকটিসের গুরুত্ব অসাধারণ, এর ওপরে ফাইনাল নির্বাচনের বিষয়টা নির্ভর করে, এবং জয়-পরাজয়ও। এখন পর্যন্ত প্রায় এক ডজন প্রতিযোগী উঠে এসেছে। কোচেরাও এদিক-ওদিক ব্যস্ত। একদিকে চিৎকার করে উৎসাহ দান চলছে, সাথে সাথে বুকের কাছে 'স্টপ-ওয়াচ' আঁকড়ে টাইম দেখতে হচ্ছে, অনেকটা যেমন মুমূর্ষু লোক বুকের ওপর বাইবেল ধরে থাকে।

কিন্তু ডেবির মন এখন উদ্ভ্রান্ত। সে চারপাশের সবকিছু ভুলে গেছে। কোনও উত্তেজনাই তাকে আর ছুঁতে পারছে না, কারণ এখন তার নিজস্ব উত্তেজনা একটাই, সেই ফুলে ওঠা সুইমিং কস্ট্যুমের অবিশ্বাস্য আকৃতি। সাদামাটা চেহারার তরুণটির তলপেটের নিচে পুরুষাঙ্গর প্রকৃত রূপটি কি! ওপর থেকে যেটুকু বোঝা যাচ্ছে—অতি ভয়ংকর!

অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে শুরু করল ডেবি। সে নিজেও জানে না কোথায় যাচ্ছে। পুলের ধার ঘেঁষে সে ধীরে ধীরে সাঁতারুদের ভিড় থেকে নিজেকে মুক্ত করে একটা ফাঁকা জায়গায় এসে চেয়ারে বসল। পাশেই টেবিলে 'স্পোর্টস্ ইলাস্ট্রেটেড'-এর কপি। এই ম্যাগাজিনটার পাতা উল্টে দেখার প্রয়োজনীয়তা কোনওদিন বোধ করেনি সে।

সকলেই জানে, ডেবি উইলি খুব শিগগির আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা পেতে চলেছে। অর্থাৎ মিউনিক অলিম্পিকে তার জয়লাভ আর কয়েক মাস দূরে। তাই—

রোয়েনা গোল্ডস্টেইন মেয়েটা জল ছেড়ে উঠে পুলের পাশে বসে দম ছাড়ছিল।

—হ্যালো কোচ, আর পারছি না, ভীষণ ক্লান্ত লাগছে।

রোয়েনার কথায় ডেবির দিবাস্বপ্ন কেটে যায়। রোয়েনার দিকে তাকাল সে, যা চিরকাল দেখে এসেছে সেই দৃশ্য। ১৯৭২-এর সুন্দর বসন্তকাল থেকেই ডেবিকে বুঝতে হয়েছে—এই প্র্যাকটিস কি কঠিন পরিশ্রমের ব্যাপার। এর জন্য মেয়েগুলোকে অনেক মূল্য দিতে হয়।

রোয়েনার এখন যা বয়েস, এই বয়েসে তার সারা দেহ এখন ফুলের মতো ফুটে ওঠার কথা। কিন্তু রোয়েনার ক্ষেত্রে তা হয়নি। তার শরীর এখন অনেকটা সমুদ্রের জেলেদের মতো কঠিন ও পেটানো।

কঠিন সাঁতার অভ্যাসের ফলে রোয়েনার কাঁধ, বুকের খাঁচা এত চওড়া হয়ে গেছে, যে তাকে প্রায় সমতল বুকের মেয়ে মনে হয়। অথচ তার দুই স্তনের প্রকৃত আকৃতি মোটামুটি ভালই, সাধারণ মাপের ঊর্ধ্বে। কিন্তু পাঁজরের ওপরে পেশি তার বুকের টিস্যুর মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। ফলে তার বুকে এখন মনে হয় দুটি ছড়ানো 'প্যানকেক', যেখানে আসলে সুগোল সুন্দর উচ্চতা থাকার কথা।

ডেবি এবার রোয়েনার পায়ের দিকে তাকাল। এখানে সেই মাসল্-এর বাহুল্য। হাজার মাইলব্যাপী জলে পদ-প্রেক্ষালন তার দুই উরু আর পায়ের ডিমকে লোহার মতো করে দিয়েছে।

ডেবি এদের কোচ। উত্তর দিল—প্র্যাকটিসের সময় হাড়ে ব্যথা হবেই, কিছু করার নেই। হাত ধরে রোয়েনাকে দাঁড়াতে সাহায্য করল ডেবি।

—শোন, মন্ট্রিলে যখন ওরা তোমার গলায় সোনার মেডেল ঝুলিয়ে দেবে, তখন এই সব ক্লান্তির কথা একবার মনে করো। যাও, এখন শাওয়ারের তলায় ভাল করে স্নান সেরে নাও। রাতে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বে কিন্তু!

রোয়েনা লকার রুমের দিকে এগোল। আচ্ছা, এই রকম চেহারার মেয়ের কি কোনও দিন পুরুষমানুষ জুটবে! ডেবি ভাবল।

হঠাৎ বিশাল জলবাষ্পের 'ছলাৎ' তার চিন্তাধারাকে অন্য পথ থেকে আবার স্বস্থানে নিয়ে এলো। ফিরে দাঁড়িয়ে ডেবি দেখল ডাইভিং বোর্ডে কেউ নেই। কিন্তু এক দ্বিধাগ্রস্ত তরুণ অসাধারণ 'ব্যাক-ফ্লিপ' দিয়েছে। ডেবি সেটা দেখতে পায়নি, অবশ্য দেখার প্রয়োজনও নেই। জলে ঝাঁপের শব্দটাই তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে—অসাধারণ ডাইভ দিয়েছে ছেলেটা!

এবার ছেলেটা পুলের পাশ ধরে হেঁটে আসছে। ডেবি চট্ করে চারপাশটা দেখে নিল। দলের অন্যান্যরা এখন শাওয়ার নিতে যাচ্ছে। তাই ঠিক এই জায়গাটায় এখন ওরা দু'জন—শুধুমাত্র দু'জন। ডেবি বুঝল— হ্যাঁ, এটা একটা সুবর্ণ সুযোগ।

—আরে, শোন, এদিকে এসো—

ডেবি চিৎকার করে তাকে ডাকল। এমনকি নিজেই খুশি মনে এগিয়ে গেল খানিকটা। তার পুরন্ত দুই ঠোঁটে এখন অদ্ভুত হাসি।

ছেলেটি সাড়া দিল—হ্যালো!

সুন্দর ভঙ্গিতে হেঁটে আসছে সে। ডেবি লক্ষ্য করল, ছেলেটির পাঁজরের কাছে আর দুই বাহুতে পেশি সুগঠিত, যেন নাচছে। বোঝা যাচ্ছে, বেশ শক্তিসম্পন্ন পুরুষ, যাকে প্রথমে সাদামাটা মনে হয়েছিল। ডেবির মনটা এবার কেমন বেড়ালের মতো সজাগ হয়ে উঠল।

—আমি ডেবি উইলি, আমি ছিলাম—

—আমি জানি। কর্তারা মনে করছেন অবস্থা ভাল নয়। তাই একজন ডাইভারকে সাহায্য করার জন্য এক অভিজ্ঞ সুইমিং কোচকে নিয়োগ করছেন। তাই না?

ছেলেটি নিস্পৃহভাবে ডেবিকে দেখল, এতটাই আগ্রহহীন যে ডেবির ইচ্ছে হলো সেই মুহূর্তেই সরে যায়। আর কোনও কথার দরকার নেই।

এর আগের দৃশ্যটা সত্যিই ভোলা যায় না।

সুইমিং কস্ট্যুমের নিচে ওই 'অদ্ভুত বিশালতা' দেখে ডেবি নিঃসন্দেহ হবার জন্য ছেলেটির কাছে আগেই একবার এগিয়ে গিয়েছিল। পাতলা নীল আবরণের নিচে ছেলেটির পুরুষাঙ্গ পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ জুড়ে রয়েছে। তবু সুইমিং সুটের মধ্যে তার পুরো আকৃতিটা বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। সাঁতারের ছোট্ট জাঙ্গিয়া—একটা নামমাত্র আবরণ—এমনভাবে ফুলে-ফেঁপে আছে, যে সন্দেহ হতে পারে, কাপড়ের তলায় কেউ মেটাল সিলিন্ডার গুঁজে দিয়েছে।

ডেবি তখন ভাবছিল—হায় ভগবান, পুরুষদেহের এমন মাংসল প্রত্যঙ্গ কি সম্ভব! সুন্দর অ্যাথলিটটির দিকে তাকিয়ে এখন সে তার অন্তরতম প্রদেশে শিহরণ অনুভব করল। 'ক্লিটরিচ' দপদপ করছে।

আঠারো বছরের মধ্যে গত পাঁচ বছর ধরে ডেবি সুইমিং পুলে হাজারো মানুষ দেখেছে। পুরুষ হলে প্রথমেই সে তাদের দুই উরুর মধ্যদেশ লক্ষ্য করত। কিন্তু কোনও দিন সে এমন কিছু দেখেনি যা এই ছেলেটির অদ্ভুত সম্পদের ধারেকাছে আসতে পারে।

তখন ডেবি কল্পনা করার চেষ্টা করেছিল—এই পুরুষাঙ্গ কতখানি দীর্ঘ হতে পারে!

ডেবির অভিজ্ঞতা বলে—অনেক সময় এক জোড়া বৃহদাকৃতি অণ্ডকোষ ফুলে উঠে সাধারণ আকৃতির পুরুষাঙ্গকে ভুল করে বিশাল বলে ধাঁধার সৃষ্টি করতে পারে। তখন স্নানের পোশাকের তলায় সাধারণ-সাইজের যৌনাঙ্গকে ভ্রমবশত মনে হবে—বোধহয় অতি দীর্ঘ। ডেবি এও জানে সাঁতার কাটলে যৌনাঙ্গের আকৃতি বৃদ্ধি পায়, আর ডাইভাররা তো সর্বক্ষণ জলে থাকে—জলচর প্রাণীর মতো।

ডেবির তখন থেকেই চিন্তা—এর প্রকৃত রহস্য কি করে উদ্ঘাটন করা যায়। সত্যিই কি ওপর থেকে যা দেখাচ্ছে, আসল বস্তুটিও তাই!

ডেবি তখন চিৎকার শুনেছিল—টাইম্!

দূর!

হতাশায় গলারুদ্ধ ডেবির। দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে। হ্যাঁ, এতক্ষণ বাকি সকল সাঁতারুর কথা সে ভুলে গিয়েছিল। সময় হয়ে এসেছে—খেয়াল ছিল না। তার দুই পরিপূর্ণ বুকের মাঝখানে 'স্টপ-ওয়াচ' ঝুলছিল। সময় দেখে ডেবি চিৎকার করল—এখন আটটা চৌত্রিশ!

স্তিমিত গতিতে তার নিচের গ্রুপের দিকে হাঁটা দিল ডেবি।

একটি দীর্ঘকায় কিন্তু সমতল বুকের মেয়ে জিজ্ঞেস করল—কেমন হয়েছে!

—মন্দ নয়, এতক্ষণ ধরে প্র্যাকটিস করছো!

ডেবি উৎসাহ দিল।

এই হচ্ছে ষোল বছরের ছাত্রী রোয়েনা গোল্ডস্টেইন। মন্ট্রিল অলিম্পিকে আমেরিকার সবচেয়ে বড় ভরসা সাঁতারের স্বর্ণপদকের বিষয়ে। আর ১৯৭২ মিউনিক অলিম্পিকে ডেবি উইলি ছিল আমেরিকার বিশাল প্রত্যাশা। তখন ডেবির বয়েস মাত্র চৌদ্দ!

হ্যাঁ, মাত্র চার বছর আগেকার কথা।

মনে পড়ে যায়, তখন খবরের কাগজের পাতায় কি কি হেডলাইন বেরিয়েছিল। বাবা-মা কত যত্ন করে সেগুলো কেটে রাখত—ফ্যামিলি অ্যালবামে লাগানো থাকত:

'আমেরিকা ডেবিকে ভালবাসে।
তার সাঁতারের প্রতিটি স্ট্রোক! ডেবি
পারবে তো! ফিফটি মিলিয়ন ফ্যানের
আশা ব্যর্থ হতে পারে না। এই
গোল্ডেন গ্লাইডার—স্বর্ণময়ী জলপক্ষী
আমাদের সবচেয়ে বড় আশা—দেশে
স্বর্ণপদক নিয়ে এসো—আরও, আরও, আরও!'

'স্বর্ণময়ী জলপরী!' হ্যাঁ, সাংবাদিকরা এই উপাধিতে ভূষিত করেছিল ডেবিকে। কিশোরী স্বর্ণাভকেশী জলকন্যা, সেই কেশরাশি পিঠের মাঝখানে এসে পড়ত। সুন্দর!

সত্যিই ডেবি ছিল যাকে বলা যায় 'ক্লাসিক নর্ডিক বিউটি'। সুন্দর চিবুক, জ্বলজ্বলে চোখের নীল তারা, উন্নত নাসিকা, রক্তাভ ঠোঁট, স্বর্ণবর্ণ দুই সুগঠিত পা, সুগোল-সুউন্নত দুই স্তন বুকের প্রমাণ সাইজ, কৈশোরের ফ্রেশনেস সর্বাঙ্গে। ডেবির মনে পড়ে, ১৯৭২-এর আনন্দের বসন্তে, তার সবকিছুর প্রাচুর্য ছিল—যৌবন, সৌন্দর্য, সকলের স্নেহ-ভালবাসা, জনপ্রিয়তা, সুনাম। সমস্ত ম্যাগাজিন, জার্নালে তার ছবি, প্রশংসা—মিউনিক অলিম্পিক আর বেশি দূরে নয়। কিন্তু...

যাই হোক, এখন এই ছেলেটির ব্যবহার ভাল লাগেনি, তাই ডেবি হাঁটা দিয়েছিল।

কিন্তু তার একমুহূর্ত আগে যথারীতি সুইমিং কস্ট্যুমের নিচে সেই মারাত্মক আকৃতির অঙ্গদেশ ডেবির চোখ এড়ায়নি। জলে চপচপ করছে কস্ট্যুম। কাপড়ের এই আবরণ অঙ্গে আটকে আছে—যেন সেকেন্ড স্কিন। ডেবি ভাবল—এখন পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগে যে চক্রাকৃতি মুখ থাকে, জলে ভেজা পাতলা আবরণের অন্তরালে সেই লিঙ্গমুখের দাগ স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বোঝা যাবে, আকৃতি শুরু কোথা থেকে। নরম অবস্থাতেই দৈর্ঘ্য অন্তত ছয়-সাত ইঞ্চি হবেই—ডেবি কল্পনা করে।

ডেবির কৌতূহল তীব্র! একটা বড় শ্বাস নিয়ে সে নিজের স্নায়ুকে শান্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা করল। ঘুরে দাঁড়িয়ে ছেলেটির চোখের দিকে তাকাল। ডেবি চায় না, ছেলেটি বুঝুক ডেবির আসল নজর কোন দিকে।

—শোন, আমায় কেউ কোথাও পাঠায়নি। আমি তোমায় লক্ষ্য করছিলাম। ডাইভিং বোর্ডের ধারে দাঁড়িয়ে তুমি অনেকক্ষণ দ্বিধাগ্রস্ত ছিলে। যেন নিজের ওপর ঠিক বিশ্বাস রাখতে পারছ না। তারপরেই আমি ডাইভিং-এর শব্দ শুনতে পেলাম। শব্দটা ভাল শোনায়নি। মনে হলো, তোমার কিছু সাহায্যের দরকার। যদি তা না হয়, ফরগেট ইট্।

ছেলেটি ঘুরে দাঁড়াল। পশ্চাদদেশের সুঠাম আকৃতি এবার সুস্পষ্ট। ছেলেটি অবশ্যই বেশ বিভ্রান্ত, উতলা।

—আমার কোনও সাহায্যের দরকার নেই। আমি দল থেকে বিদায় নেব।

—কেন?

ছেলেটি এবার রাগত—আমার পারফরম্যান্স লোকে মনে করছে বরাতজোরে হয়েছে। মানে, এই স্পেশাল ডাইভটা। আমার বয়েস সতেরো। আমি র‍্যাংক পাইনি। তবে আজ সারাদিন আমি যা করেছি, আমি মনে করি ফ্যান্টাস্টিক! লাখে এমন একটাই হয়।

ডেবি চুপ।

ছেলেটি বলতে থাকল—তুমি তো জানো, নির্বাচন পদ্ধতি কি অদ্ভুত! বেস্ট ডাইভারের দেখবে—শোনা যাবে—ট্রায়ালের দিনে অ্যাপেন্ডিসাইটিস হয়েছে, তাই তাকে সরিয়ে হাসপাতালে পাঠানো হবে। আর সবচেয়ে খারাপ ডাইভার—বরাতজোরে সে সেদিন কোনও মতে থার্ড হলো। এবং সেই মস্ট্রিলে যাবে। তাই না?

ডেবি চুপ করে শুনছে।

—মনে হয়, আমি দেশের সবচেয়ে খারাপ ডাইভার, সাঁতারের কিছুই জানি না।

এই তরুণের রাগান্বিত উচ্ছ্বাস ডেবিকে মনে করিয়ে দিল—হ্যাঁ, আমেরিকার বিচার পদ্ধতি বহু সুদক্ষ অ্যাথলেটের সম্ভাবনা নষ্ট করে দিয়েছে। এর ফলে দুর্বল টিম তৈরি হয়েছে। কিন্তু যারা অলিম্পিকের নির্বাচন পদ্ধতির এই ভুল নিয়েই আঁকড়ে থাকে, তারা কিছুতেই স্বীকার করবে না। তারা ব্যাখ্যাও দেবে না কেন তারা এমন অন্যায় সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। সত্যি, এই ছেলেটির ক্ষোভের কারণ যথার্থ!

—তোমার নাম কি?

—ডন, ডন কিংসলে! কিন্তু নাম দিয়ে কি হবে! নামটা মনে রাখার কোনও প্রয়োজন নেই। এই নাম কাগজের হেডলাইন হবে না। কোনও দিন না।

ডেবির গলায় এবার উৎসাহের সুর।

—বেশ, ডন কিংসলে! অনেক হয়েছে। এখন চলো তো, আমরা আরেকবার ডাইভিং বোর্ডে যাই। এখনই ধরে নিও না তোমার নামে কাগজের হেডলাইন হবে না। এ-ও তো হতে পারে, তোমার সুইমিং কোচ তোমাকে সে পথে এগিয়ে দিল! আশ্চর্য কি!

ডেবির মিষ্টি হাসিতে ডন কিংসলে যেন কিছুটা আশ্বস্ত হলো। দু'জনে হেঁটে গিয়ে বোর্ডের মাঝখানে দাঁড়াল। সিঁড়ির কাছে এসে ডেবিকে সে আগে উঠতে বলল। তাকাবে না মনে করেও ডন কিন্তু বাধ্য হলো ডেবির সুগঠিত পায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করতে।

ওরা দু'জনে এবার প্ল্যাটফর্মে। ডেবি নির্দেশ দিল, ডন এগিয়ে গিয়ে বোর্ডের প্রান্তে এসে থামল। জলের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াল ডন। এবারের 'ফ্লিপ্'টা আরও ভাল হতে হবে।

ডেবি বলল—দাঁড়াও।...শোন, তোমার দুটো সমস্যা। প্রথমটা এইখানে।

ডেবি এগিয়ে এসে সুন্দর আঙুল দিয়ে ছেলেটার কপালের দু'পাশ ম্যাসেজ করতে থাকল, ধীরে ধীরে, আঙুলের ম্যাজিক দিয়ে।

—হ্যাঁ, এইখানেই অনেকটা প্রবলেম জমাট বেঁধে আছে। তোমার মাথার মধ্যে সেটা ঢুকছে। শিগগির সব আশংকা ঝেড়ে ফেল। নিজেকে ছোট মনে করবে না। তোমার বিরাট গুণ আছে!

আবার মধুর হাসি, ঠাট্টা, মজার সুর।

আরেকটু কাছে এলো ডেবি, যাতে ভালভাবে ম্যাসেজ করা যায়। কিন্তু তার ফলে যা হলো তাতে চূড়ান্ত বিস্ময়ে তার দম বন্ধ হয়ে এলো।

ডেবির তলপেট সহসা স্পর্শ করল ছেলেটির কস্ট্যুমের পাতলা আবরণে ঢাকা পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ। আশ্চর্য, ডেবি ওর কাছ থেকে অন্তত আধ ফুট দূরে, অথচ তার লিঙ্গমূল ডেবিকে সুস্পষ্টভাবে আঘাত করল। আলতো স্পর্শের শিহরন জাগানো আঘাত।

নিজেকে কোনও মতে সামলে নিল ডেবি।

—এখন চোখ বুজে ভাবো, তুমি খুব সুন্দর একটি 'ব্যাকফ্লিপ্' দিতে যাচ্ছ।

একটু পিছিয়ে গেল ডেবি। স্পর্শ থেকে দূরে।

—হ্যাঁ চোখ বোজ, রিল্যাক্স। কল্পনা করো সিনেমায় স্লো মোশনের মতো, নিজেকে শূন্যে তুলে জলে ঝাঁপ দিচ্ছ, জলে একটুও ঢেউ জাগবে না কিন্তু। ভাবার পরেই ডাইভ দাও, সেইভাবেই। তুমি নিজেই বুঝবে, কখন তুমি ঠিকমতো প্রস্তুত।

ডেবি ম্যাসেজ থামাল। কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে ডনকে লক্ষ্য করা দরকার—তার কৌশল কতখানি কাজ দিয়েছে।

এবার চকিতে ডেবি ডনের তলপেটের নিচে দৃষ্টিনিক্ষেপ করল। ডন এখন চোখ বুজে আছে। তাই ডেবির এখন ধরা পড়ার ভয় নেই, সে বেশ মনোযোগ দিয়ে তার দর্শনীয় বস্তু দেখতে থাকল।

বাঃ, দোদুল্যমান ইন্দ্রিয় এখন সেই আকৃতি, প্রথম দর্শনে যেমন ছিল। তবে আরেকটু ভাল করে লক্ষ্য করায় বোঝা গেল—না, প্রথম দর্শনের আকৃতির চেয়ে আরও কিছু দীর্ঘ। এবং শুধু দীর্ঘ নয়, স্থূলতা বা থিকনেসও কম নয়। ভেজা কাপড় এর গায়ে লেপটে থাকায় চিত্রটা পরিষ্কার হচ্ছে। না, এ কোনও ক্ষুদ্র লিঙ্গ নয় যা অণ্ডকোষের সাথে জুড়ে গিয়ে আবরণের আড়ালে বৃহৎ বলে মনে হয়। এ অদ্ভুত ভীষণাকৃতি, ডেবি যা আগে কখনও দেখেনি।

ডনের উরুর মাসল্ এবার শক্ত হয়ে উঠেছে। সে ডাইভের জন্য প্রস্তুত। শূন্যে লাফ দিয়ে সে বাতাসের মধ্যেই এক পাক খেল, এবং পরক্ষণেই তীরের মতো সোজা ভঙ্গিতে জলে গিয়ে পড়ল।

হ্যাঁ, সুন্দর ডাইভ! যদিও মস্ট্রিলে যাবার মতো উন্নতমানের নয়, তবে আগের চেয়ে অনেক ভাল। ডন জল থেকে মুখ তুলে ডেবির দিকে তাকিয়ে সরলভাবে হাসল।

—তুমি দারুণ কোচ!

ডন ডেবির প্রতি কৃতজ্ঞ। ডাইভটা যে ভাল হয়েছে, সে নিজেও বুঝতে পেরেছে, এখন প্রশ্ন—কতটা ভাল!

উত্তরে ডেবির মুখে প্রসন্ন হাসি, এইবার সেও পিঠ আর্চ করে ডাইভ দিল। রাজহংসীর মতো সুন্দর—সোয়ান ডাইভ। আজ সারাদিন সে জলে নামেনি। তাই জলের উষ্ণ স্পর্শ তার শরীরে এখন আরামপ্রদ। ডন পুলের পাশে উঠে বসেছে, ডেবি সাঁতরে ওর কাছে এলো।

ডন এখন বেশ রিল্যাক্সড। মুখে প্রিয়বন্ধুর হাসি। বলল, তুমি বলেছিলে আমার দুটো সমস্যা আছে। একটা তো বুঝলাম, আরেকটা কি?

ডেবির চোখ আবার সেই তলপেটের মাংসল উচ্চাকৃতির দিকে। চুম্বকের মতো টানছে তার চোখকে, নিজেকে সংযত রাখা মুস্কিল। ডন এবার এগিয়ে এসেছে, কথায় আন্তরিক সুর। ডেবিও কৃতার্থ।

শান্ত হাসির উত্তর ডেবির—চলো, একবার আমার অফিসরুমে চলো। সেখানে বসে তোমার দ্বিতীয় সমস্যা নিয়ে কথা হবে, তার সমাধানের উপায়ও বের করতে হবে।

সিঁড়ি বেয়ে জল থেকে উঠে এলো ডেবি। এবার ডনের বিস্মিত হবার পালা। সত্যি এক জলকন্যা! আশ্চর্য সুন্দর! সারা শরীরের ভাঁজে ভাঁজে, বাঁকে বাঁকে জলবিন্দু মুক্তার মতো ছিটিয়ে আছে। মনে হচ্ছে গ্রীক রূপকথার সেই জলপরী ডনের চোখের সামনে।

পাশাপাশি হেঁটে ওরা এক্সিট গেট-এর দিকে এগোলো। লম্বা করিডর দিয়ে চলতে চলতে একটি ঘরের দরজার সামনে এসে থামল। দরজায় নেমপ্লেট : ডেবোরা উইলি, অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ, ইউ. এস. অলিম্পিক সুইমিং টিম।

দুই বুকের মাঝখানে আঙুল দিয়ে ডেবি চাবি বের করল। দরজার লক খুলে দু'জনের প্রবেশ, এবং একটু সংগোপনে দরজা আবার লক করল ডেবি। ডন টের পায়নি।

২

ঘরে ঢুকেই সরল মনে ডেবির দিকে ফিরে ডনের প্রশ্ন—ও. কে কোচ, এবার বলো তো, হোয়াট ইজ মাই সেকেন্ড প্রবলেম?

ডেবির চোখ আবার সেই বিশাল দণ্ডের দিকে। কস্ট্যুমের আড়ালে এবারে এত স্পষ্ট। ডেবি ভাবছে—ছেলেটা কি টের পাচ্ছে না, এত কাছে দাঁড়ালে তার বিশাল পুরুষাঙ্গ কিঞ্চিত উত্থিত অবস্থায় যে কোনও লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই।

—দ্বিতীয় সমস্যাটা ওইখানে।

বলেই এবার সুস্পষ্টভাবে ডনের পুরুষাঙ্গের দিকে তাকাল ডেবি।

—কোনখানে?

ডন একটু বিভ্রান্ত। ডেবি সেটা বুঝল। সে স্থির করল—সবচেয়ে ভাল বিষয়টার সোজাসুজি মোকাবিলা। দৃশ্যটা পরিষ্কার হোক এবং প্রকৃত অর্থে ডেবি এখন ডনকে 'সিডিউস' করাই উচিৎ মনে করল।

তবু একটু ভূমিকা প্রয়োজন।

কিন্তু ওই বৃহৎ-দীর্ঘ পুরুষাঙ্গের আকর্ষণ তাকে সুস্থভাবে চিন্তা করতে দিচ্ছে না। হ্যাঁ, এখন ডেবিকে ডেয়ারিং কিছু করতেই হবে, তাতে ডন যদি শক পায়, তবুও।

হাঁটু গেড়ে ডনের আসনে বসল ডেবি। তার সুন্দর মুখের থেকে ডনের বৃহৎ অঙ্গ মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে।

সহসা হাত বাড়িয়ে ডনের সেই পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করল ডেবি—এইখানে! তোমার দ্বিতীয় সমস্যা এইখানে। ঠিক এই জায়গায়।

ডেবির আঙুল যেন পরম শ্রদ্ধাভরে প্রথমে কাপড়ের ওপর দিয়েই ডনের লিঙ্গ পরীক্ষা করল, কণ্ঠস্বর ফিসফিস। ডেবির আঙুল এখন এই অঙ্গের সর্বত্র ঘুরে ফিরে এর গঠন, প্রকৃতি, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সবকিছুর পরীক্ষা শুরু করল চিকিৎসকের মতো, তবে পেশাদারী চিকিৎসক নয়, এক আন্তরিক প্রেমমুগ্ধ চিকিৎসক। অথবা যেন এক অন্ধ মানুষ, যে শুধু স্পর্শ করে বস্তুর পরিচয় জানতে চায়।

হ্যাঁ, পুরো স্ফীতিটাই জননেন্দ্রিয়, কোনও সন্দেহ নেই। সামনে অণ্ডকোষ নেই। সম্পূর্ণটাই মাংসল বৃহৎ দীর্ঘকায় স্ফীতি। অকৃত্রিম!

ডন আরও বিভ্রান্ত—আরে, কি করছো তুমি? আমি তো—মানে—

—ডন, আমি বুঝি, তোমার এই বয়েসে এইখানে তোমার অসহ্য উত্তেজনা জমাট বেঁধে রয়েছে। এটা তোমার জীবনে একটা প্রধান সমস্যা হয়ে উঠতে পারে। এবং তার থেকে তোমার অন্য সমস্যাগুলোও জটিল হয়ে উঠবে।

ডন বিমূঢ়।

ডেবি প্রশ্ন করে—ডন, এই টেনশন থেকে মুক্ত হবার কোনও উপায় তোমার জানা আছে?

ডেবি মুখ তুলে তাকায়। তার মুখে এখন নরম আন্তরিকতাভরা উৎকণ্ঠা। তার মুখে এই প্রথম সে ডনের বিশেষ অঙ্গ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে তার মুখের দিকে ভাল করে তাকাল। মানে, অফিসরুমে প্রবেশের পর এই প্রথম।

ডনও লক্ষ্য করল ডেবির দুই বুকের মাঝখানে 'ট্যানড্' চিহ্ন। ডেবি হাঁটু গেড়ে বসা, মাথা পেছনে, সংক্ষিপ্ত পোশাকের মধ্যে তার স্তনযুগল এবার স্পষ্ট দৃশ্যমান। ডন এখন পর্যন্ত কোনও মেয়ের প্রায় নগ্ন বুক এত কাছ থেকে দেখেনি। অধিকন্তু, তার পুরুষাঙ্গে এক নারীর হাতের স্পর্শ ও আদর তাকে এবার উন্মাদ করে তুলল।

ধৈর্য হারাল ডন। নিচু হয়ে ডেবির ট্যাংক সুটের 'জিপার'-এ হাত দিল সে। কম্পিত আনাড়ি হাতের টানে সে ডেবির কাঁধের স্ট্র্যাপ দুটো বাহুর উপর নামিয়ে দিন। সোনালি অঙ্গ, ঝলমল করে উঠল ডেবি।

অধৈর্য ডন এবার ডেবির পোশাকের ঊর্ধ্বাংশ প্রায় ছিঁড়ে ফেলল। দুই পুরুষ্ট বুক লাফিয়ে এগিয়ে এলো, পোশাকের বাঁধন মুক্ত হয়ে পুরুষের হাতের বাঁধনে ধরা পড়ার জন্য।

ডেবির বক্ষসৌন্দর্যে ডন এখন রুদ্ধশ্বাস!

ডেবির দুই স্তন দুই বিশাল 'পয়েন্টেড গ্লোব'—বাদামি 'ট্যান্' ছেয়ে আছে। বোঁটা দুটির মধ্যে সামান্য চেরা দাগ, গর্বিতভাবে ফুটে উঠেছে।

ডেবি বলল, ডন, তোমার এত অধৈর্য টানাটানির কোনও দরকার নেই। আমি তোমাকে, তোমার সামনে নিজেকে মেলে ধরছি।

ডন কি বলবে বুঝে উঠতে পারছে না।

ডেবি বলল, আসলে তুমি যা চাইবে আমি তাই করবো, যা বলবে—

আবার সেই পুরুষাঙ্গের প্রতি দৃষ্টি ফেরাল ডেবি। এবার দুই হাতের মুঠোয় ধৃত ডনের বৃহৎ-অঙ্গ। ডেবির আদর এবার কৌশলি, সামনে-পিছনে অঙ্গ সঞ্চালনে রত তার দুই করতল।

এইবার স্পর্শের যাদুতে নতুন সাড়া জাগছে। বৃহৎ-অঙ্গ আরও বৃহৎ হচ্ছে।

ডেবি ফিসফিস করল—ডন, তুমি কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর এখনও দাওনি।

—প্রশ্ন? কি প্রশ্ন?

ডেবির দুই হাত এখন ডনের পুরুষাঙ্গ নিয়ে আগ্রহভরে পরীক্ষায় রত। ডনের সারা শরীরে শিহরন ছড়িয়ে পড়ছে।

—তোমার সেই টেনশনের ব্যাপারটা। ডন, সেই টেনশন থেকে মুক্তি পাবার কোনও পথ কি তোমার জানা আছে?

ডন চমকিত, তার গলা এবার শুকিয়ে এসেছে। এমন যৌন অভিজ্ঞতা তার আগে ছিল না।

ডন বলল, টেনশন বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছ ?

ডেবি এবার ডনের পুরুষাঙ্গ মুঠোর মধ্যে ধরে দলিত-মথিত করতে চাইছে।

—এই তো, এইখানে তুমি কি অনুভব করছ? আমার হাতের মধ্যে তোমার এই বিশাল অস্ত্র, এখানে কেমন লাগছে এখন?

—আঃ, হ্যাঁ, আমি নিজের হাতেই মাঝে মাঝে এমন করে থাকি।

—তার মানে?

—আমি এইভাবে একে ধরি, আদর করি।

ডেবি হাসল—তার মানে তুমি এর থেকে ভেতরের রস নিংড়ে বের করে দাও, নিজের হাতে ? আই মিন, জার্কিং!

ডেবির কথার ভাষায় ডন আরও বিস্মিত হচ্ছে। কোনও মেয়ের মুখে এমন কথা সে আগে শোনেনি। কিছুক্ষণ কোনও ভাষা এলো না ডনের মুখে।

ডেবি আরও উৎসাহভরে পুরুষাঙ্গ নিয়ে খেলা করতে করতে ডনের মনে সাহস সঞ্চারের চেষ্টা করল।

—বলো, সব খুলে বলো। তুমি 'থারটি নাইন' অভ্যেস করো, তাই না?

—থারটি নাইন!

—হ্যাঁ, থারটি নাইন। আরবের লোকে নিজের শরীরের রস নিংড়ে ফেলাকে এই কথায় প্রকাশ করে। তার মানে তারা বোঝাতে চায়, স্বাভাবিক সাধারণ যৌনসঙ্গমের চেয়ে এটা থারটি নাইন টাইমস্ বেশি পরিশ্রমের, ক্লান্তির। তা যদি সত্যি হয়, তবে এই 'জার্কিং' বিষয়টা অ্যাথলেটদের পক্ষে ভাল নয়, বুঝেছ ডন ?

—অ্যাঁ, আমি, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

ডেবি অনুভব করল, তার নিজের যোনির অভ্যন্তরে 'ক্লিট'—সবচেয়ে স্পর্শকাতর বিন্দুটা শক্ত হয়ে উঠেছে। ডনের মনকে শান্ত করতে গিয়ে সে নিজেও কম উত্তেজিত হয়ে পড়েনি, কিন্তু ডনের স্নানের পোশাক থেকে সে হাত সরাতে পারছে না।

—ডন, বলো, তোমার এই মাংসখণ্ড নিয়ে তুমি কখন, কতবার এমন করে নিজেকে বার করো?

—তা, ধরো...আই জার্ক অফ টোয়াইস আ ডে। দিনে দু'বার।

ডনের গলায় এবার লজ্জা, অস্বস্তি।

—কখন, কেমনভাবে?

—সাধারণত সকালে একবার, বিকেলে একবার।

—তখন তোমার মনে কি ঘটে? কি চিন্তা করো?

—চিন্তা?

—হ্যাঁ, তুমি কি তখন কল্পনা করো না যে তুমি নয়, একটি সুন্দরী মেয়ে তোমার এই পুরুষাঙ্গ নিয়ে এমন খেলা করছে?

ডন স্বীকার করে—হ্যাঁ, আমি সেইরকমই কল্পনা করি।

ডেবি আবার বাঁ হাত নিচে নামিয়ে ডনের দুই অণ্ডকোষ মুঠোয় নিয়ে ম্যাসেজ শুরু করে, আর ডান হাতে আগের কাজই অব্যাহত থাকে। তার স্পঞ্জের মতো লিঙ্গ এবার আগাগোড়া পরীক্ষিত হতে থাকে।

—বেশ, মনে করো, একটি সুন্দরী মেয়ে তোমার এই কঠিন দণ্ড নিয়ে খেলা করছে। ডন, এখন কল্পনা নয়, তোমার কল্পনা এখন বাস্তব। তোমার চোখে আমি কি সুন্দরী নই?

—হ্যাঁ, অবশ্যই—তুমি, মানে, আমি যত মেয়ে দেখেছি তার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর।

ডনের উত্তর অকৃত্রিম। এই সরল অকপট স্বীকৃতি ডেবিকে আরও খুশি করল।

এইবার ডেবি তার নগ্ন দুই বুক ডনের উরুসন্ধিস্থলে চেপে ধরল। নিজের ঊর্ধ্বাঙ্গ সে দু'পাশে দোলাতে লাগল। ডনের লিঙ্গমুখের সঙ্গে ডেবির দুই স্তনের ক্রমাগত ঘর্ষণ! স্নানের পোশাকের নিচে থেকে এবার ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ডেবির চোখ বন্ধ, ঠোঁটে তৃপ্তিময় হাসি!

ফিসফিস করে বলল ডেবি—ডন, এ পর্যন্ত ক'জন মেয়ে তোমার এই গোপন যন্ত্র দেখতে পেয়েছে?

কোনও উত্তর নেই। ডেবি বুঝল এতক্ষণ তার যে ধারণা ছিল, সেটাই ঠিক। ডন ভার্জিন—কুমার, এখনও নারীসঙ্গমে অনভিজ্ঞ। ডনের নিরুত্তরে ডেবি চাপ সৃষ্টি করবে না, ডনকে নতুন করে অস্বস্তি দেওয়া ঠিক নয়।

তবু ডেবি বলল, আমি জানি, যে মেয়েরা এটা দেখেছে, তারা একে ভালবেসেছে।...তাই আমিও দেখতে চাই। দেখাবে কি, প্লীজ?

—অন্য কোনও মেয়ে...ডন কথার মাঝপথে থেমে গেল।

—অন্য কোনও মেয়ে তোমার কস্ট্যমের নিচে এই মাংসল বিশালতাকে ভাল না বেসে পারবে না। আমিও না।

—কোনও মেয়ে এখনও পর্যন্ত আমাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখেনি।

ডনের গলা দিয়ে যেন আহত আর্তনাদ বের হলো।

—ওঃ, তাহলে আমি কত লাকি! আমিই প্রথম মেয়ে যে...

ডেবির আগ্রহী আঙুল এবার স্নানের পোশাকের দু'পাশ দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল। ডন কিন্তু অনিশ্চিত।

—সত্যিই তুমি আমার এই গোপন অঙ্গ দেখতে চাও?

—ও, ইয়েস।

—আমার একটা ভয় আছে।

—কিসের ভয় ?

—আমার পুরুষাঙ্গ দেখলে মেয়েরা ভয় পাবে। তারা জানে না আমার এই গোপন অঙ্গ কত বিরাট এবং কুৎসিত। পুরুষবন্ধুরা এই নিয়ে আমায় কত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। আমি লজ্জায় সকলের সামনে নগ্ন শরীরে স্নান করতে পারি না—মানে পুরুষদের সামনেও। তারা আমাকে অদ্ভুত প্রাণী বলে অপমান করে।

ডেবি ডনকে আশ্বস্ত করে—তুমি জানো না ডন, পুরুষের লিঙ্গ যত দীর্ঘ হয়, মেয়েরা তত বেশি পছন্দ করে। তোমার বন্ধুরা আসলে মনে মনে তোমায় হিংসে করে।

এইবার ডেবিও বেশি উত্তপ্ত—দেখি, তোমার বিরাট যন্ত্র আমাকে এবার দেখাও. আমার প্রতিক্রিয়াতেই বুঝতে পারবে তোমায় আমি ঠিক বলেছি কি না! লক্ষ্য করো—

ডন চিৎকার করে—ডেবি আমি কুৎসিত!

ডেবি হাসে—না, তুমি সুন্দর। অবশ্যই। আমায় দেখতে দাও।

৩

দু'পকেটে হাত দিয়ে, একটু সামনে ঝুঁকে একজন মাঠের মধ্যে চিন্তিতভাবে পায়চারি করছে। চারদিকে সুঠাম, গতিসম্পন্ন, দেহধারীদের মধ্যে এই বৃদ্ধ ভদ্রলোক যেন বেশ বেমানান।

ইনি ডাঃ স্যাম স্কেলি। কে যেন বলেছিল—আপনি বয়সের আগেই বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন! তখন ডাঃ স্কেলির বয়েস মাত্র পঁচিশ। নিজেকে অভিশাপ দিয়েছিলেন স্কেলি। এখন যদিও তাঁর বয়েস মাত্র তিরিশ, তা চেহারা দেখে মনে হবে না। তাঁকে আরও বেশি বয়স্ক মনে হয়।

তবুও স্যাম স্কেলি সর্বদা এগিয়ে গেছেন। গ্রেড স্কুলে তাঁর সম্মান ছিল মূল্যবান ডাক্তার হিসেবে। সেই সম্মান মেডিক্যাল স্কুলেও অক্ষুণ্ন ছিল।

কিন্তু মানুষ যখন বৃদ্ধ হতে শুরু করে, তখন তার দর্শনীয় দিকগুলো চাপা পড়ে যায়—ভেতরে গুণ থাকা সত্ত্বেও। যদি দশ বছর বয়সে কেউ টিনএজারের মতো কাজ করতে পারে—সে 'মূল্যবান', সবার ঈর্ষার পাত্র। যদি আঠারো বছর বয়সে তোমার কাজ ও আচরণে পঁচিশ বছর মনে হয়, তখন তুমিও প্রাপ্তবয়স্ক বলে সম্মান পাবে। কিন্তু যদি পঁচিশ বছরে তোমার আচরণ ও চেহারা পয়তাল্লিশের মতো লাগে, সবাই বলবে—তুমি বুড়িয়ে যাচ্ছ, ইউ আর ওল্ড বিফোর ইওর টাইম।

—হাই, ডাঃ স্কেলি!

কে যেন উৎসাহভরে আহ্বান জানাল যৌবনদীপ্ত কণ্ঠে—যে গুণ এখন ডাঃ স্কেলির নেই।

—আরে ডেবি!

ডাঃ স্কেলি উত্তর দিলেন। তাঁর গলার স্বরে স্বাগতমের বদলে শুষ্ক শিষ্টাচার ধ্বনিত হলো মাত্র। প্রায় চার বছর পরে ডেবিকে দেখতে পেলেন ডাঃ স্কেলি। এর মধ্যে শুধু কাগজে তার ছবি দেখেছেন। পেটে সামান্য বেদনা অনুভব করলেন স্কেলি, পাকস্থলীতে আলসারের যন্ত্রণা, এই অসুখে তাঁর বয়েস যেন আরও বেড়ে গেছে।

—হাউ আর ইউ!—ডেবি জিজ্ঞেস করল। সূর্যের কিরণ আকাশে হাসছে, নিচে মাটিতে ডেবির হাসি মুখ। সে এক মূর্তিমান প্রিয়তা, আ ভিশন অব্ লাভলিনেস্! পূর্ণ যৌবনা! তবে শেষ যখন তাদের দেখা হয়েছিল, তখন ডেবি এক কিশোরী।

মনে পড়ে—

কিন্তু মনোরম ছিল সেই কিশোরী শরীর। চিকিৎসক হিসেবে তাকে তিনি নগ্ন অবস্থায় দেখেছিলেন। হোয়াট আ বডি! এ পর্যন্ত পরীক্ষা ও চিকিৎসার জন্য তিনি যত বুক মর্দন করেছেন, যত স্ত্রীঅঙ্গের অভ্যন্তর মন্থন করেছেন তাঁর রাবার গ্লাভস পরা হাত ও আঙুল দিয়ে,—তিনি ডেবি উইলির মতো কোনও দেহ দেখতে পাননি। ডাক্তার হওয়া

সত্ত্বেও তাঁর মনে অন্য ধরনের অনুভূতির সঞ্চার হতো। তা একমাত্র এই ডেবি উইলির দ্বারাই সম্ভব হয়েছে।

মনে পড়ে—

সেদিনও—অতীতে—ডাঃ স্যাম স্কেলি অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছিলেন কিশোরী ডেবিকে। সেটা ছিল এক গ্রীষ্মের সকাল। ডেবি উইলি সোজাসুজি এসেছিল তার অফিসে। ঠিক মিউনিক গেমসের পরেই।

প্রথমে ডেবি ছিল একটু আদুরে ভঙ্গির মেয়ে। বলা যায় একটু 'ককেটিশ্', তবু লাজুক টাইপ! চামড়ায় ঢাকা পরীক্ষার টেবিলের ওপর নখ দিয়ে আঁচড় কাটতো।

ঘরে ঢুকেই ডেবি বলেছিল—আমার এখনই দরকার। আমাকে ভাল করে পরীক্ষা করে মত দিন। আপনি কি আমার শরীর আগে দেখেছেন? আমার মা সবসময় আমাকে লেডি ডাক্তারদের কাছে পাঠায়! কিন্তু আমি আপনাকে চাই, সবসময় চাই।

কথা শেষ করে স্নানের পোশাক ঢিলে করেছিল ডেবি। সেই বুক জোড়া এখনও মনে আছে। সুন্দর টাটকা কচি অথচ সঠিক মাপের দুই স্তন। মনে হয় দুই বুকে শিশিরকণা ছড়িয়ে আছে। কোমরের নিচ স্বর্ণবর্ণ, আর সোনালি লোমের রেখা নাভির নিচ দিয়ে নেমে গেছে।

ডাঃ স্কেলি এগিয়ে গিয়ে তার বেদিং সুট আরও নিচে নামিয়ে দিয়েছিলেন, কাঁধের স্ট্র্যাপ সরিয়ে বুকের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে পরীক্ষা করলেন। তখনই সে দুষ্টু কিশোরী থেকে একেবারে অশান্ত শিশু হয়ে উঠল। প্রায় চিৎকার করে বলল, আঃ, আমার লাগছে, জামা ছিঁড়ে যাবে, আমি সদ্য সাঁতার সেরে এসেছি। পোশাক ছিঁড়ে গেলে বেরোব কি করে? আপনি দেখেননি—ওখানে অন্য মেয়েরাও রয়েছে। এক একটা শরীর ট্রাকের মতো, শক্ত মাসল্ ওদের, লোহার মতো শরীর। ওদের বাবা-মা ওইভাবে ওদের শরীর তৈরি করিয়েছে। জলে দু'বছর সাঁতার কেটেই সুন্দর মেয়েগুলো সব বানরী হয়ে গেছে। আমি তা চাই না, কিছুতেই না, আমি এমন শরীর তৈরি করব না।

কথা বলার সময় ডেবি উইলির বুক নড়ছিল। এবার বোঝা গেল, গোটা শরীরের মাপ ধরলে ডেবির বুক জোড়া একটু বড়—কিন্তু সুগোল সুন্দর। কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছিল ডেবি।

কিন্তু ডাঃ স্কেলির কাছে কি চায় ডেবি?

উত্তরে ডেবি জানাল—আমি গেমস্-এর কম্পিটিশন থেকে বিদায় নেব। সব শেষ!

কিন্তু ডেবিও জানে ব্যাপারটা অত সহজ নয়। তার বাবা-মাও এমন খেয়ালি আচরণ সহ্য করবে না। অনেক জবাবদিহি করতে হবে তাকে।

জবাবদিহি? কিসের?

গেমস্-এ তার হতাশাব্যঞ্জক পারফরম্যান্স! প্র্যাকটিসের তিন মাস আগে এক লেডি ডাক্তার শক্ত ইলাস্টিক দিয়ে ডেবির বুক বাঁধতে চেয়েছিল। দুই বুক খুব শক্ত করে যাতে আটকে থাকে, কারণ এই দুই স্তনই তার দ্রুতগতি সন্তরণের পথে বাধা। কোচেরা বলেছে, এত বড় বুক নিয়ে স্পীড পাওয়া মুস্কিল। ছোট মাপের বুক দরকার—ফ্ল্যাট চেস্টেড হলে খুব ভাল, সুতরাং দুই স্তনকে চেপে ছোট করতে হবে।

কিন্তু বুক দুটো এই বয়সেই যেমন সুন্দরভাবে গড়ে উঠছিল, সুন্দর শেপে, তাই নিয়ে ডেবির আনন্দ-গর্বের সীমা ছিল না। কিন্তু যেটা তার গর্ব, কোচেদের কাছে সেটাই নিন্দনীয়। পারলে তারা যেন ওর বুক দুটো কেটে ফেলতে চায়!

না, ডেবি তা হতে দেবে না।

কিন্তু তাহলে প্রতিযোগিতার ফলাফল কি হবে!

ডেবি তবু অনড়। সেটাই সমস্যা। প্রথম দিন থেকেই তার কান্না শুরু হয়েছে। অত শক্ত ইলাস্টিকের বাঁধনে নিজেকে বাঁধতে সে রাজি নয়। কোচেরা বলছে, যদি সে ব্যাপারটা মেনে নেয়, তাহলে নানা বিশ্বরেকর্ড করবে সে—অনায়াসে, রাইট অ্যান্ড লেফট! সে একজন দক্ষ অ্যাথলেট, জন্মগত প্রতিভা। শর্ট-ডিসট্যান্স সাঁতারে সে মাত্র আঠারো মাসের অভ্যাসে নিজেকে শীর্ষে নিয়ে গেছে। কিন্তু কই, তার শরীরকে তো বিকৃত করা, তার স্বাভাবিক বেড়ে ওঠাকে রুদ্ধ করার তো কোনও প্রয়োজন হয়নি। না, সে তার শরীরকে কুৎসিত পেশি দিয়ে ভরে তুলবে না।

ডেবি শপথ করেছে নিজেকে সুন্দর রাখবে। এই পর্যায় শেষ হলে, অর্থাৎ লেডি ডাক্তারদের হাত থেকে মুক্তি পেলে সে নিজেই ফিজিওলজির বই পড়বে। ইতোমধ্যে পড়েও ফেলেছে কিছু বই। সে জেনেছে, শরীরের নরম স্নেহপদার্থ ধ্বংস করে মাসল্ তৈরি হয়। দীর্ঘ চর্চার পর।

সে কঠিন পোশাক ছেড়ে আরামে সাঁতার দিতে শুরু করল। কোচেরা যখন দূরে, সে সুইমিং পুলের ধারে বসে থাকতো, ট্রেনিং ছাড়াই তার উৎকর্ষ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

কিন্তু তারা আবার চাপ সৃষ্টি করছে, তাদের পদ্ধতি ডেবিকে মানতে হবে। তাই ডেবি সরে যেতে চায়। কিন্তু তারা তো ছাড়বে না। নিষ্ঠুরভাবে পেছনে লেগে থাকবে। সাংবাদিকেরা তাকে ইতোমধ্যেই মার্ক স্পিট্জ্-এর পরবর্তী সংস্করণ বলে বর্ণনা শুরু করে দিয়েছে। মার্ক স্পিট্জ্ অলিম্পিকে ব্যর্থ হয়ে দেশে ফিরে নতুন উদ্যমে নিজেকে বিশ্বের অন্যতম অ্যাথলেটে পরিণত করেছিল।

ডেবি জানে, ছেড়ে দিলে দারুণ চাপ আসবেই। তার সারা ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে, সেটা সে চায় না।

ডাঃ স্কেলি জিজ্ঞেস করলেন—বেশ, তাহলে তুমি আসলে কি চাও? বিশেষ করে আমার কাছে?

ডেবি উত্তর —আমাকে অসুস্থ করে দিন। এমন একটা কিছু আমার শরীর থেকে বের করুন যাতে আমি রিটায়ার করতে পারি। মারাত্মক কিছু করতে হবে না, শুধু এমন কিছু যা অলিম্পিক নিয়মের পক্ষে বাধাস্বরূপ। কর্তৃপক্ষ নিজেরাই আমাকে এই ভয়ংকর সাঁতার প্রতিযোগিতার জগৎ থেকে তাড়িয়ে দেবে।

ডাঃ স্কেলি হাসলেন, মেয়েটা একেবারে সাদাসিধে, সরল।

—কিন্তু সেটা যে অসম্ভব!

—প্লীজ, যা বলছি করুন। আমি আপনাকে প্রতিদান দেব। এমন কৃতজ্ঞ মূল্যবান প্রতিদান—যা আপনি জীবনে কখনও পাননি।

দুই স্তনে কম্পন তুলে ডেবি লাফ দিয়ে পরীক্ষা টেবিলে উঠে শুয়ে পড়ল। দুই পা প্রসারিত করল দু'পাশে।

—আমার কুমারীত্ব আপনাকে উৎসর্গ করব আমি। আমার 'ভার্জিনিটি' আপনার কাছেই বিসর্জন দেব।

ডাঃ স্কেলির পক্ষে সেই দৃশ্য এড়িয়ে যাওয়া কষ্টকর। তার মন বালিকার মতো, কিন্তু তার দুই স্তন ঐশ্বর্যময়ী, অসাধারণ, মুখমণ্ডল সুন্দর। ডেবি ডাঃ স্কেলিকে চরম উত্তেজিত করেছিল।

—স্যাম!

অস্ফুট কণ্ঠস্বর উদ্বিগ্ন। এই স্বর তাঁকে ১৯৭৬ থেকে বর্তমানে ফিরিয়ে আনল।

—আরে! ও, ডেবি! আই অ্যাম সরি। আমি প্রথমে খেয়াল করিনি। চার বছর পর! আমি ভালই আছি, তুমি কেমন?

—খেয়াল না রাখা বয়েস বাড়ার লক্ষণ, স্যাম। ডেবি ঠাট্টা করল।

ডাঃ স্কেলির চোখে বিদ্যুৎ খেলে গেল। হাসলেন তিনি—আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, একটা পরীক্ষা আছে। আমি নিশ্চিত, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আমাদের দু'জনের দেখা হবে।

—ইয়েস! তোমার সাথে অনেকদিন পর কথা বলতে পেরে ভাল লাগল স্যাম।

ডাঃ স্কেলি সামান্য নিচু হলেন, যেন হাত তুলে টুপি ছুঁতে চাইলেন। জানেন না, এটাও বয়োবৃদ্ধির লক্ষণ কিনা! ঋতু পরিবর্তন, বা যুগের পরিবর্তনের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন না।

ডেবি উইলিকে কিছুটা বিমূঢ় অবস্থায় ফেলে রেখে ডাঃ স্যাম স্কেলি ইন্টারন্যাশনাল হাউসের দিকে এগিয়ে গেলেন। তার কথাবার্তা পরিষ্কার নয়, যেমন তাদের দু'জনের সম্পর্কটাও অপরিষ্কার থেকে গেছে। ডাঃ স্কেলির কাছে এমন একটা গোপনীয় বিষয় থেকে গেছে যা ডেবির বর্তমান ক্যারিয়ার, গোটা পেশাদারি জীবন চূর্ণ করে দিতে পারে। এক মুহূর্তে ডেবির মডেলিং ক্যারিয়ার, টিভি শো-এ অংশগ্রহণ, সিনেমায় অভিনয়ের সুযোগ সবকিছু ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সেই রহস্য প্রকাশ পেলে ডাঃ স্কেলির পক্ষেও মারাত্মক বিপদ ঘনিয়ে আসবে। আর চিকিৎসক পেশায় টিকতে পারবেন না তিনি। তাই দু'জনে এই ব্যাপারে সমান-সমান অবস্থায়। ডাঃ স্কেলি এখন নতুন করে সামাজিক সম্পর্ক চান না, ডেবির সাথে সাক্ষাৎকার বা মেলামেশা যথেষ্ট জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে।

যাই হোক, এখন নানা বাজে চিন্তা আসছে।

ডাঃ স্কেলি অবশ্য জানেন, পুরো অলিম্পিক ব্যাপারটাই এখন ভণ্ডামি আর বিশ্বাসঘাতকতার রাজ্য। এত বড় ভণ্ডামি এবং অভিনয় যে এখানে অনায়াসেই রিচার্ড নিক্সন ও ক্লিফর্ড আরভিং একত্রে একটি 'ভাউডেভিল টিম'-এ চান্স পেতে পারে। প্রথমত, তিনি দেখতেই পাচ্ছেন, একটি মেয়ে—যে আসলে ব্যর্থ এবং ভীতিগ্রস্ত—সে এখন 'ন্যাশনাল আইডল' হয়ে আছে—একটা বিশাল মিথ্যের জন্য—চার বছর আগেকার একটা মিথ্যে। কিছুদিন বাদেই তাকে এমন কাজ করতে হয়েছে, যাতে সেই প্রজন্মের সত্যিই প্রতিভাবান এক অ্যাথলেটের ভবিষ্যৎ বিপন্ন হয়েছে, যে কখনও ডেবির মতো প্রচার ও প্রতিপত্তি লাভ করেনি। সে আড়ালে চলে গেছে, ডেবি আলোর নিচে রয়েছে। অ্যাথলেটিকসের জগতে এই রকম পরমিল ও অন্যায় একটা সহজ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ডাঃ স্কেলি এখন যাচ্ছেন একটি পরীক্ষা নিতে। রেনি ডাবলিয়ার, ছাব্বিশ বছরে ফ্রেঞ্চ ট্র্যাক চ্যাম্পিয়ন—তার গাইনোকলজিকাল পরীক্ষা। নারীত্বের সঠিক সার্টিফিকেট দিতে হবে। রেনির ক্যারিয়ার উজ্জ্বল, চমকপ্রদ। চারশো মিটারে বিশ্বরেকর্ড, মিউনিকে স্বর্ণপদক, তাই মন্ট্রিলের স্বর্ণপদকের অন্যতম ফেবারিট প্রতিযোগী। কিন্তু প্রতি অলিম্পিকের আগে সেই পুরনো প্রশ্নটা নতুন করে জাগে।

রেনি ডাবলিয়ার কি প্রকৃতপক্ষে নারী? না, অন্য কিছু?

স্যাম স্কেলির বিশ্বাস করার যুক্তি আছে—রেনি অবশ্যই নারী। এর আগেও শারীরিক অজস্র পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হয়েছে। কোনও সমস্যা হয়নি। কিন্তু প্র টি দেশের—যেখানে অলিম্পিক হয়—অধিকার আছে তাদের নিজস্ব চিকিৎসক দিয়ে পরীক্ষা নেওয়া—প্রতিটি প্রতিযোগীকে নতুন করে টেস্ট দিতে হবে, উত্তীর্ণ হলে তবেই কোয়ালিফাইড হবে সে। আমেরিকান অলিম্পিক কমিটিও দাবি করেছে রেনিকে নতুন করে পরীক্ষা দিতে হবে।

স্যাম স্কেলি জানেন, এ সব বদমাইসি। জঘন্য পলিটিক্স। তারা চাইছে রেনিকে অপদস্থ ও বিব্রত করতে যাতে তার পারফরম্যান্স খারাপ হয়। ১৯৬০ সাল থেকে ক্রীড়া জগতে আমেরিকার মান নিচে নেমে আসছে। মিউনিক অলিম্পিকে রাশিয়ার আধিপত্য আমেরিকার মাথাব্যথার বড় কারণ, তাই আন্তর্জাতিক রাজনীতি খেলার জগতকেও ছুঁয়ে ফেলেছে। কোল্ড ওয়ার এখানেও—দৌড়ের ট্র্যাকে, কুস্তির মাঠে, অ্যামেচার অ্যাথলেটিকসের প্রতিযোগিতায়—সর্বত্রই এই বিষ ছড়াচ্ছে। হাস্যকর গুজব ছড়াচ্ছে—কোনও এক 'কম্যুনিস্ট ষড়যন্ত্র' সক্রিয় হয়েছে মার্কিন দলকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য।

আমেরিকার হারানো সম্মান ফিরে পাবার জন্য তাই এই বছর একটি নিশ্চিত বিজয়ী দল তৈরি করা হচ্ছে। বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে মহিলা দলের ওপর। কারণ এই মহিলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বরাবর মার খাচ্ছে আমেরিকা, ফলে টোটাল পারফরম্যান্সের মান নিম্নগামী। সেই সতর্কতা বা শঠ-প্রস্তুতির অংশ রেনিকে নতুন করে পরীক্ষা দিতে বাধ্য করা। কারণ রেনি আমেরিকার সকল আশার পক্ষে বিশাল বাধা। এই মহিলা ফ্রেঞ্চ অ্যাথলেটকে 'ডিসকোয়ালিফাই' করতে পারলে মার্কিন দলের জয়ের স্বপ্ন সার্থক হতে পারে।

'ইন্টারন্যাশনাল হাউস'-এর কমপ্লেক্সের সিঁড়ির কাছে এসে পৌঁছলেন ডাঃ স্কেলি। খুব ধীর পদে এগোলেন। হ্যাঁ, বার্ধক্য সংক্রান্ত সব মন্তব্য সত্যি বলেই মনে হচ্ছে! একান্তে তিনি এখন চেন-স্মোকার, কিন্তু অ্যাথলেটদের সামনে ধূমপান করলে অস্বস্তিতে পড়তে হবে। যতখানি নিকোটিন প্রতিদিন তাঁর গলায় প্রবেশ করে তা মোটেই মঙ্গলজনক নয়।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলেন তিনি। হাঁপাচ্ছেন, কিন্তু কেউ যেন টের না পায়। আবার মন্তব্য হবে—বুড়ো হচ্ছেন, এইটুকু উঠেই এই অবস্থা! কিছুক্ষণ থামলেন, তারপর মেডিক্যাল সেন্টারের দিকে এগোলেন।

রিসেপশন রুমে আসতে আসতে দম ফিরে পেলেন। চারপাশে ঘুরে দেখলেন কর্তৃপক্ষের চার ব্যক্তি গম্ভীরভাবে উপবিষ্ট। তাঁরা ডাঃ স্কেলির দিকে তাকালেন। নির্বাক দৃষ্টি!

তাঁদের এড়িয়ে গেলেন স্কেলি। এইসব কাপুরুষ ষড়যন্ত্রীদের তিনি সহ্য করতে পারেন না।

একজন নার্স রিসেপশনে উপস্থিত।

ডাঃ স্কেলি জিজ্ঞেস করলেন—কোথায়?

—রুম নং ১০৭। ডান দিকে নিচে হলের কাছে।

সুইংডোর ঠেলে দীর্ঘ করিডোর দিয়ে হাঁটতে থাকলেন ডাঃ স্কেলি। শেষ প্রান্তে ঘুরতেই ১০৭ নং রুমের মুখোমুখি। আবার থামলেন, চরম বিরক্তিতে মাথা নাড়লেন, উপায় কি!

তারপর দরজার নব্ ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন তিনি। কে যেন নড়ে উঠল—দেখলেন তিনি। এক বয়স্কা ফ্রেঞ্চ নার্স, তার মুখ ভাবলেশহীন।

—সরি।

ঘরের মধ্যে এটাই স্কেলির প্রথম ও শেষ কথা।

জ্যাকেট খুলে ডাক্তারের অ্যাপ্রন গায়ে জড়ালেন। দৃষ্টি সরিয়ে দেখলেন নার্স রবার গ্লাভস্ ও পেট্রলিয়ম জেলি সাজিয়ে রেখেছে। দস্তানা হাতে পরলেন তিনি, নিজেকে কেমন চোর-চোর মনে হলো।

এবার পরীক্ষার টেবিলের সামনে। রেনি ডাবলেয়ার চুপচাপ শুয়ে আছে। হাতে একটা ফরাসী ম্যাগাজিন ধরা, তাতে মন দেবার চেষ্টা, ব্যর্থ চেষ্টা।

রেনির মুখের দিকে তাকালেন। রেনির দুই বড় বড় কালো হরিণ চোখ, সুগঠিত ওষ্ঠপুট। নাকের আকৃতি সুন্দর, কালো চুল তার কাঁধের ওপর ছড়িয়ে আছে। একটু মেকআপ নিয়েছে রেনি: রুবি লিপস্টিক, আলতো ব্লাশার, সুন্দর আইশ্যাডো। স্যাম স্কেলি মাথা নাড়লেন—মেয়েরা মুখের প্রসাধনে এত যত্ন নেয় কেন, যখন কেউ—ডাক্তার বা প্রেমিক—তার যোনিদেশের সাক্ষাৎপ্রার্থী।

টেবিলে শায়িত রেনিকে অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছে। তাঁর যা কর্তব্য, সেই কাজ করতে ডাঃ স্কেলির এখন ঘৃণা হচ্ছে।

আস্তে চাদর সরিয়ে রেনির নিম্নাঙ্গ দেখলেন তিনি এবং যা দেখলেন, তাতে তাঁর চোখ কপালে উঠল।

এত লোমশ যোনিমুখ তিনি জীবনে দেখেননি। দীর্ঘ কোঁকড়ানো ঘন লোমরাশি, যোনিমুখ থেকে নাভি পর্যন্ত উঠে গেছে। এমন কি কুঞ্চিত হয়ে দুই উরুর দেয়ালে পর্যন্ত ছেয়ে গেছে। হাঁটুর নিচে 'শেভ' করা যদিও। স্কেলি ভাবলেন এটা বোধহয় নর্থ আমেরিকান রীতি রক্ষার জন্য। তিনি জানেন—বহু ইউরোপীয়ান পুরুষ লোমশ নারী পছন্দ করে। ফ্রান্স এবং ইটালিতে পুরুষের কাছে নারীর পায়ে ও বগলের লোম অতি প্রিয়। যেমন এখানে লোমহীন শরীরের আদর বেশি। স্কেলির মনে হলো, রেনির দেহে এই লোমের আধিক্য, পেশিবহুল সারা শরীরে লোমের অস্তিত্বই রোধহয় তার নারীত্ব নিয়ে বিতর্কের সুযোগ দিয়েছে।

প্রথমে উরুর ওপর হস্ত সঞ্চালন শুরু করলেন স্কেলি—যাতে চিকিৎসকের হাতের স্পর্শের সাথে রেনির প্রাথমিক পরিচয় হয়। রেনির কোনও নেতিবাচক প্রক্রিয়া নেই। তাই এবার পরীক্ষা শুরু করলেন ডাঃ স্কেলি।

যোনিমুখের বহির্ওষ্ঠ উন্মীলিত করলেন, ওপর দিকে 'ক্লিটরিচ', মোটামুটি স্বাভাবিক আকৃতি। এখানে 'হারম্যাফ্রোডিটিজম্'-এর কোনও চিহ্ন নেই। এবার দ্রুতগতিতে মধ্যাঙ্গুলি প্রবেশ করালেন যোনিমুখ দিয়ে ভিতরের অংশে। একমুহূর্ত থামলেন, রেনিকে সুযোগ দিলেন পূর্ণ প্রবেশের আগে প্রস্তুত হতে। যোনি গহ্বরে মধ্যাঙ্গুলি দিয়ে তিনি নিজেও অনুপ্রবেশের আগে তৈরি হলেন।

এইবার এক বিশাল বিস্ময়! একি! কি বিশাল গহ্বর, কোনও তলদেশ ছুঁতে পারছে না তিনি। কোনও মাংসল বাধা নেই!

আঙুল ঘুরিয়ে চারপাশে অনুসন্ধান চালালেন তিনি। কিন্তু একই অভিজ্ঞতা। যোনি সুগভীর, অন্তহীন! শূন্য! মধ্যাঙ্গুলির সাথে এবার আরেকটি আঙুল একসাথে প্রবিষ্ট হলো। এইবার যোনির পার্শ্বদেশ সামান্য ছোঁয়া গেল। কিন্তু তবু তিনি এক বিশাল গুহায়। এ যাবৎ যত নারীর গোপনাঙ্গ পরীক্ষা করেছেন তিনি, কখনও এমন অভিজ্ঞতা হয়নি।

না, কোনও সন্দেহ নেই। এটা অস্বাভাবিক।

রেনি ডাবলিয়ারে স্ত্রীঅঙ্গ অতি সুগভীর, যার তুলনা নেই, অন্তত ডাঃ স্কেলির জীবনে। যদিও যোনিদেশের এই অতলতা ছাড়া আর কোনও কিছু অস্বাভাবিক নয়। যোনিপার্শ্ব ভেজা স্পঞ্জের মতোই, যেমন হয়ে থাকে, ভেতরের যোনিওষ্ঠ স্বাভাবিক।

না, বৃহৎ সুগভীর 'যোনিদেশ বলে রেনিকে অ-নারী বলা উচিৎ নয়।

আচ্ছা, নারীত্বের লক্ষণ কি? নারীত্ব তো নারী লক্ষণের, নারী অঙ্গের বিশালত্বে নষ্ট হতে পারে না। এই যে আমেরিকানরা বৃহৎ স্তন নিয়ে এত মাতামাতি করে, অতি বৃহৎ স্তনের নারীর নারীত্ব নিয়ে তো প্রশ্ন ওঠে না! আর যদি স্তনের আকৃতি বা বিশালত্ব দিয়ে বিচার করা হয়, তাহলে তো রেনি ডাবলিয়ার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতমা নারীদের একজন বলে গণ্য হবে। তবু এই হতভাগা কমিটি রেনির 'নারীত্বের' পরীক্ষা চায়!

স্যাম স্কেলি এবার হাত সরিয়ে নিলেন। ভাল করে লক্ষ্য করলেন রেনির নিম্নাঙ্গ। অবাক হয়ে দেখলেন ঘন গুচ্ছ গুচ্ছ রেশমি লোমের সম্ভার। গ্লাভস খুলে নার্সের দিকে ইঙ্গিত করলেন—পরীক্ষা শেষ। এইবার আমেরিকান অলিম্পিক কমিটির চিন্তাটা উদয় হলো।

এই কমিটি মানে একদল বৃদ্ধ পতাকানাড়া ক্ষুদ্রমনা মূর্খের দল। কিছু ফাকিং রিটায়ার্ড ইনসিওরেন্সের লোক আর তেল কোম্পানির অফিসার মিলে তৈরি এই দল। তারা এমন আনন্দ-উদ্দীপনার এক উৎসবকে বিকৃত রাজনীতি দিয়ে বিশাল কৌশলের খেলায় পরিণত করতে চায়। জঘন্য, নোংরা—অল বুলশিট্।

আচ্ছা, ওরা যদি জ্যান কার্টরাইটের ব্যাপারটা জানে, তাহলে কি বলবে? কার্টরাইট—এক সুন্দরী টিনএজ জিমন্যাস্ট—যাকে নিয়ে ওদের ভীষণ মাতামাতি! কিন্তু এই পেছনপাকার (অ্যাসহোলস্) দল কি তার ব্যাপারটা জানে?

জ্যান কার্টরাইট একটি চলতা-ফিরতা বোম্বশেল্ আমেরিকার প্রাঙ্গণের মধ্যেই। ডাঃ স্কেলি আজ দু'বছর ধরে চেষ্টা করেছেন এবং করছেন—জ্যানের গোপন গল্‌তিটা সকলের কাছে আড়াল রাখতে, এমন কি জ্যানের কাছ থেকেও। যদি একটি শব্দও প্রকাশ পেয়ে যায়, সেই মুহূর্তে প্রতিযোগী হিসেবে তার ক্যারিয়ার খতম। এমন কি তার জীবনের

স্বাভাবিকতাও নষ্ট হতে পারে। জ্যান সেই জানাজানির মোকাবিলা করতে পারবে না, নিজের ব্যক্তিজীবনের সংকট থেকেও নিজেকে মুক্ত করতে পারবে না। সবাই বা সে নিজে যদি একবার জানতে পারে সে স্বাভাবিক নয়, অন্য ধরনের। শী ইজ 'ডিফারেন্ট'—মেডিক্যাল ব্যাখ্যায়!

কিন্তু কমিটি সেদিকে তাকাবে না। কারণ তারা আশা করে জ্যান তিন-চারটে স্বর্ণপদক আনবেই। তাই ডাঃ স্কেলি জ্যান সম্পর্কে যে রিপোর্ট দেবেন, তারা সেটা চেপে যাবে।

স্কেলি ভাবলেন, জ্যানের ব্যাপারটাও কর্তৃপক্ষকে বলা দরকার।

ইতোমধ্যে রেনি উঠে পড়েছে। ডাঃ স্কেলির দিকে পেছন ফেরা। তার পশ্চাদদেশ সুগঠিত, বহু বছরের দৌড় অভ্যাসের ফল। কিন্তু তবুও সুন্দর এবং নারীত্বের ছন্দে ভরা। রেনি প্যান্টি, স্কার্ট পরছে, কিন্তু চোখ ফেরাতে পারছেন না স্কেলি।

স্কেলি ভাবলেন—একটা কাজ করা যায়। তোমরা যদি রেনি ডাবলিয়ারের পেছনে লাগা বন্ধ করো, তাহলে আমি জ্যান কার্টরাইটের বিষয়ে মুখ খুলব না।

রেনি মাথা নিচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। স্কেলি একটু হাসির আশা করেছিলেন, সামান্য ক্ষমা প্রার্থনার হাসি হেসে বোঝাতে চাইতেন—তিনি তাঁর কর্তব্য করেছেন মাত্র!

কিন্তু রেনি ফিরে তাকাল না।

আসলে রেনি চায় না—এই আমেরিকান ডাক্তার, ফ্রেঞ্চ নার্স বা অন্য কেউ তার চোখের জল দেখতে পাক।

দরজা খুলে বেরিয়ে গেল রেনি। করিডোরের পাশে একটা বেরবার দরজা আছে। সেটা দিয়ে রেনির প্রস্থান। লবিতে বসে থাকা আমেরিকান কর্তৃপক্ষের লোকগুলোর মুখদর্শন করতে ঘৃণাবোধ হলো তার। আর সেই শকুনগুলো—যাদের রিপোর্টার বলা হয়। রেনি তার দুঃখ নিয়ে একলা থাকতে চায় এখন।

রেনি পাশের এক্সিট দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। ভারী মেটাল দরজা তার পেছনে বন্ধ হয়ে গেল। রেনি দ্রুত হেঁটে চলল—অনেকটা ছুটে চলার মতো।

মন্ট্রিলে অ্যাথলেটদের থাকার ব্যবস্থা এক চূড়ান্ত অব্যবস্থা। সংখ্যার তুলনায় স্থান কম। টাকার জোগাড় কম হওয়াতে বাজেটে ছাঁটাই হয়েছে, এবং অ্যাথলেটদের হাউসিং-এর ওপর প্রথম কোপ পড়েছে।

কিন্তু রেনির ব্যাপারটা একটু আলাদা। ফ্রান্সের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র হিসেবে, তাকে কিছুটা মর্যাদাদানের চেষ্টা করা হয়েছে। সে নিজস্ব একটা ঘর পেয়েছে, তাই 'প্রাইভেসি' আছে। দেশের হয়ে স্বর্ণপদক জয়ের সম্ভাবনাময়ীকে আরামে থাকার ব্যবস্থা করা নেতাদের কর্তব্য। ফ্রান্সের ক্রীড়াজগতের কর্তাব্যক্তিরা রেনিকে আশ্বাস দিয়েছেন—শহরের প্রান্তে তাকে একটা বাড়িতে আলাদা স্যুট দেওয়া হবে। চেষ্টা চলছে। রেনিও আশায় আছে। এখানে আসার প্রথম দিন থেকে হৈহল্লা চলছে। প্র্যাকটিসের জগৎ থেকে অর্থাৎ অলিম্পিক ক্যাম্প থেকে এক হপ্তা বিশ্রাম পেলে খুব ভাল।

কিন্তু আর লাভ কি?

রেনি নিজের ছোট্ট একফালি ঘরটায় ঢুকে বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। চোখের জলে বালিশ ভিজে যায়। নিজেকে সামলে নিয়ে সে উঠে একটা আর্মচেয়ারে বসে। শীঘ্রই সে

এই খেলার দূষিত জগৎ থেকে বিদায় নেবে। তারপর? তারপর বাকি জীবনটা নিয়ে কি করবে সে?

অন্য মেয়েরা হয়তো বিয়ের কথা ভাবতে পারে। সংসার ও সন্তানদের কথা। অন্তত একটা পরিচ্ছন্ন প্রেম—লাভ-অ্যাফেয়ার। কিন্তু রেনির ভাগ্যে কোনওটাই সম্ভব হবে না।

সে অভিশপ্তা!

চেয়ার ছেড়ে উঠে সে আস্তে আস্তে বড় আয়নাটার সামনে এসে দাঁড়ায়। ঘরের প্রান্তে এই পূর্ণদৈর্ঘ্য আয়না।

পৃথিবীর নারীজগতের মধ্যে সে বৃহত্তম ও গভীরতম গোপন অঙ্গের আশীর্বাদধন্যা। কিন্তু সেটা আশীর্বাদ নয়, অভিশাপ। এই জন্য সারা জীবন সে ধিক্কার ও উপহাসের পাত্রী হয়েছে। তার প্রথম প্রেমিক থেকে শেষ প্রেমিক একই রকম আচরণ করেছে। তার মাঝে যত পুরুষ এসেছে তারাও। সবাই রেনিকে আবিষ্কার করা মাত্র সভয়ে পালিয়ে গেছে।

তাই কোনও প্রেমিকও জুটবে না। এটা রেনি দু'বছর আগে থেকেই কিছুটা বুঝতে পেরেছিল। আজ সেটা পুরোপুরি বোঝা গেল। আর মন ভেঙে যাবার কিছু নেই, লজ্জা নেই, পুরুষ মানুষের জগৎ নিয়ে প্রতি রাতে চিন্তা আর কান্নার কিছু নেই—এই জগতের নিষ্ঠুরতা তার সমস্ত আশা আর ভালবাসা নির্মূল করে দিয়েছে।

চুলোয় যাক ওসব! টু হেল উইথ দেম অল।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দুই পা প্রসারিত করল রেনি। কোমরে হাত রেখে, দুই দিকে দুই পা। হ্যাঁ, আমি অবশ্যই সুন্দরী, কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। ভাগ্যের পরিহাস, আমি সুন্দরী না হলে এত দুঃখ হতো না হয়তো। মুখে, বুকে আমি বহু নারীর চেয়ে বহুগুণ বেশি সুন্দরী।

কিন্তু নিম্নাঙ্গে, ওই অন্তহীন গোপনাঙ্গে? সেখানে আমি সুন্দর নই, নট বিউইন মাই লেগস—যেখানকার সৌন্দর্য মেয়েদের প্রয়োজন। আমিও সেই অঙ্গের প্রশংসার জন্য আকুল। কিন্তু তা হবার নয়।

আমিই একমাত্র লোক যে আমার ওই অঙ্গকেও—স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক যাই হোক—ভালবাসি। পৃথিবীর আর কেউ নয়।

লাল রঙের স্কার্টের জিপারে হাত রাখল রেনি। আয়নায় নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে সে স্কার্ট খুলল, পায়ের তলায় মেঝের ওপর খসে পড়ল স্কার্ট।

হ্যাঁ, আমার দুই পা সুগঠিত, শেপ্‌লি। মাসকুলার, কিন্তু শেপ্‌লি। যখন আমি পায়ে হাত বুলাই, পুলক জাগে, আমার হাত আমার এই প্রিয় অঙ্গ—যাকে আমি আদর করে 'পুসি' বলি, সেখানে চলে আসে।

রেনির হাত এবার নিজের দুই উরুর ওপর দিয়ে নিচে নামতে থাকল। এই ঘন লোম, অজস্র লোমের ঘন অরণ্য—আমার প্রিয়, আমার সম্পদ।

রেনির হাত এবার প্যান্টির কাছে।

উরুসন্ধির কাছে পৌঁছে নিজের হাতের ঘর্ষণে উত্তপ্ত হলো রেনি। কিন্তু প্যান্টির মধ্যে হাত ঢোকাবার আগেই রেনির চোখে পড়ল একটি জিনিস। আয়নার মধ্যে দিয়ে তার প্রতিফলন নজর কাড়ল।

এটা একটা মোমবাতি—সুদীর্ঘ, স্থূলাকৃতি। ডাইনিং টেবিলের মাঝখানে উন্নতশিরে শোভা পাচ্ছে।

রেনি এবার ডাইনিং টেবিলের কাছে এলো। লক্ষ্য করল, মোমবাতির গায়ে একটা স্টিকার ঝোলানো আছে। তাতে লেখা: 'Courtsey of Noth America's Nation of the Future' এই সুদীর্ঘ, পুরু মোমবাতিটা যেন জীবন্ত। রেনির চোখে এক দিব্যদৃষ্টির উদয় হলো।

মোমবাতিটা এক হাতে ধরল রেনি। উপর থেকে নিচ পর্যন্ত এর গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে থাকল—যেন এ এক সুবৃহৎ পুরুষাঙ্গ! বাতিদানের বেস্ থেকে মোমদণ্ডটি খুলে নিল রেনি।

আবার আয়নার সামনে। মোমবাতিকে আদর করছে রেনি, সেই আদরের ছায়া পড়ছে আয়নায়। আ নিউ লাভ অবজেক্ট, ভালবাসার নতুন জিনিস। সে মনে মনে মোমবাতিকে জিজ্ঞেস করল—তুমি আমায় পছন্দ করো? আমি তোমায় লাইক করি, কারণ তুমি আমার শরীর নিয়ে ব্যঙ্গ করবে না, কারণ তুমি আমাকে তৃপ্তি দেবে।

রেনি নিচু হয়ে প্যান্টি খুলে ফেলল। এইবার সোজা হয়ে আয়নায় নিজের পূর্ণাঙ্গ-প্রতিফলনের দিকে তাকাল।

অর্ধনগ্ন এই রূপের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় জায়গা দেখা যাচ্ছে ওই কালো ঘন লোমের অরণ্য। এই সুপ্রচুর ফসল তার প্রিয়। বালিকা বয়সেই এই রোমাবলী তাকে যখন ছেয়ে ফেলেছিল, সে একে সযত্নে ব্রাশ করত, কুঞ্চিত করত। আগ্রহভরে অপেক্ষা করত কবে সেই দিন আসবে যেদিন সে তার স্বামীকে এই অজস্র সম্পদ দেখিয়ে গর্বিত হবে, প্রশংসা পাবে।

মোমদণ্ডটি দিয়ে রেনি এবার যোনিমুখে ঘর্ষণ শুরু করল।

না, রেনির বালিকা বয়সের স্বপ্ন সফল হয়নি। টিনএজেই এক প্রেমিক জুটেছিল অবশ্য, প্রথম প্রেমিক। কিন্তু মেক্সিকো সিটিতে বিতর্কের সূচনা হতেই রেনি তাকে হারাল। সে প্রেমিক চলে গেল, যে মুহূর্তে তার মনে হলো রেনি 'অস্বাভাবিক'।

মোমবাতিটা এবার তার 'পুসি'-তে সোজাসুজি প্রবেশ করেছে। রেনি আরও ঠেলে এর প্রায় সবটুকু ঢুকিয়ে অনুভব করল—হ্যাঁ, এই তো তার গর্ভস্থলে এর মুখ ছুঁয়ে ফেলেছে।

মোমদণ্ডটি সে পাক দিয়ে ঘোরাতে শুরু করল, যেন মন্থন করে কোনও রন্ধন প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত রেনির দুই হাত। যোনিগহ্বর সম্পূর্ণভাবে অধিকার করেছে এই নিষ্প্রাণ মোমদণ্ড। কিন্তু কে বলে নিষ্প্রাণ?

রেনি মোমদণ্ডের নিম্ন অংশটা মুঠো করে ধরল এমন ভাবে ঘোরাতে লাগল যাতে তার যোনির পার্শ্বদেয়ালের সর্বত্র তীব্রভাবে ঘষা খায়। অন্তিম যোনিওষ্ঠেও ছোঁয়া লাগে।

তার ক্লিটরিচ এখন নরম অবস্থা থেকে দৃঢ় হচ্ছে। তলপেট জুড়ে উত্তেজনার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ছে।

আয়নার সামনে রেনির নগ্ন নিম্নাঙ্গ! তার যোনিদেশে মোমদণ্ড সম্পূর্ণ প্রবিষ্ট। এই দৃশ্যে উন্মত্ত হলো রেনি। তার মুখ রক্তবর্ণ, উরুর পেশিতে টান ধরেছে, রেনি তার স্ত্রী-অঙ্গে মোমদণ্ড সঞ্চালন করতে থাকল। বাঁ হাতে নিজের পশ্চাদদেশ টেনে ধরল রেনি,

নিজেই ঝাঁপিয়ে এলো মোমদণ্ডের ওপর। ক্ষুধার্ত মাংস—তার হাংগ্রি ফ্লেশ—মোমদণ্ডকে চেপে ধরে অসাধারণ আনন্দে অস্থির হয়ে উঠল।

রেনির মুখ হাঁ হয়ে গেছে। সারা মুখমণ্ডল চরমানন্দের পূর্বমুহূর্তে রক্তবর্ণ, সারাদেহ কাঁপছে।

সে লক্ষ্য করল তার আগমন।

শী ওয়াচড্ হারসেল্ফ কাম্।

রেনির চরমানন্দের ধারা—ভাসিয়ে দিল তার দুই উরু।

ক্লান্ত রেনি আর্ম চেয়ারে। মোমদণ্ড এখনও তার যোনিগর্ভে। তার যোনিদেশ এই লালরঙের মোমদণ্ডকে এখনও দোলা দিচ্ছে। সে একটু উঠে বসে মোমদণ্ডকে মুক্ত করল।

তপ্ত মোমদণ্ড! উষ্ণ ভালবাসার রসে পরিপূর্ণ।

কোনওমতে তাকে টেবিলের ওপর শুইয়ে রাখল রেনি। তারপর তৃপ্তির নিদ্রায় আর্ম চেয়ারে ডুবে গেল।

৪

ফ্র্যাঙ্ক মাইলস্ লং-ডিসট্যান্স রানের জন্য নিজেকে ঠিক মতো প্রস্তুত করতে পারছে না। তার এটা চল্লিশতম ল্যাপ—দশম মাইল—দৌড়ের ট্র্যাকে। দৌড়তে দৌড়তে তার বুক ওঠা-নামা করছে, মুখ দিয়ে লালা ঝরছে। নিজেকে পাগলা কুত্তা মনে করে তীব্র ঘৃণা জমে উঠছে।

তবু দৌড়ে চলল—ফ্র্যাঙ্ক যেন নিজেকে বলল—আরও দু'মাইল, তুমি ঠিক হয়ে যাবে। উই উইল বি ও. কে! আর দু'মাইল শেষ হলেই দেখবে সব যন্ত্রণা যাদুমন্ত্রে শেষ হয়ে যাচ্ছে। ফাইনাল আট মাইল তুমি সহজেই দৌড়তে পারবে।

নিজের মনে নিজের সাথে কথা বলতে বলতে ফ্র্যাঙ্ক লক্ষ্য করছিল, তার মন যেন তার এই ছুটন্ত দেহের বাইরে অন্য কোথাও ভেসে যাচ্ছে। এ এক অদ্ভুত ভয়ার্ত অনুভূতি। কিন্তু সে জানে দীর্ঘ দৌড়ের রানারদের এরকম হয়ে থাকে।

যে মুহূর্তে তুমি স্টার্টিং লাইন ছেড়ে দৌড় শুরু করেছ, তুমি এক অসমতল পথে এসে গেছ যে তোমাকে ছাড়বে না। তুমি নিজের গতিকে যতই সমান ও সুছন্দ করো না কেন, পথ তোমাকে, তোমার পায়ের তলা কাঁপাবেই। দিগন্তের দিকে তাকাও, একটা অস্পষ্ট গোল কিছু দেখবে। তোমার পায়ের নিচে মাটি নিষ্ঠুর, বুঝবে তোমার কাঁধের উত্থান-পতন, তোমার হাঁটুর জোড় যেন প্রতি পদক্ষেপে ভেঙে পড়ছে।

কিন্তু কয়েক মাইল পর, সবকিছু সমতল বলে মনে হবে। তখন তোমার দেহ এত ওঠা-নামা করবে না, দিগন্ত বিস্তৃত হয়ে যাবে। দু'পাশে মানুষ হাঁটছে, কথা বলছে, হাসাহাসি করছে—তোমার পাশে পাশে চলছে তারা।

সেটাই হচ্ছে তোমার প্রথম সফল পয়েন্ট।

তারপর কিন্তু দ্বিতীয় সমস্যা। তখন তোমার ফুসফুস ফেটে যাচ্ছে মনে হবে। তোমার গলায় জোর থাকলে তোমাকে চিৎকার করতে হবে।

ফ্র্যাঙ্ক মাইলস্ এই মুহূর্তে এই পর্যায়ে। তার লাংগস্ জ্বলে যাচ্ছে, সত্যি সত্যি জ্বলছে, শরীরের নিচ এবং পেছন থেকে পাকস্থলীর মধ্যে 'এসোফেগাস' দিয়ে তার কণ্ঠনালী পর্যন্ত সমস্তটাই যেন জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে।

আশ্চর্য, ফ্র্যাঙ্ক ভাবল—প্রথম দিকে এমন কিছু হয়নি। যেটুকু যন্ত্রণা ছিল, সেটা স্কেলিটনের মধ্যে। বুকে, পাঁজরে, পায়ে মোচড় ও ক্র্যাম্প্ কিছুটা তো থাকেই। কিন্তু তখন ফুসফুসে কোনও কষ্ট হয় না।

রানিং শুরু করার দু'বছর পর ধূমপান ছেড়েছিল ফ্র্যাঙ্ক। তখন তার বয়েস চব্বিশ, সিগারেট খেলেই অনুভব করতো ফুসফুসে উত্তেজনা আসছে, জগিং-এর পরিশ্রমটুকু পর্যন্ত সহ্য করা যাচ্ছে না।

সাধারণ লোকের মতো ফ্র্যাঙ্কেরও ধারণা ছিল ফুসফুস বোধহয় বুকের মধ্যে। বুকের যন্ত্রণা নিয়ে ডাক্তারের সাথে আলোচনার পর সে জানতে পারে—না, ফুসফুস ঠিক বুকে নয়, দুই পাঁজরের দিকে, অনেকটা পিছিয়ে—প্রায় পিঠের দিকে। দু'বছর ধরে জগিং-এর ফলে ফুসফুসের আয়তন যতটা সম্ভব বৃদ্ধি পেয়েছে। লাংগ্ টিসুগুলো বেড়ে গেছে, তার ফলে অন্যান্য প্রত্যঙ্গকে ঠেলা দিচ্ছে।

কিন্তু জ্বালাটা সব সময়েই ছিল। দীর্ঘ দৌড়ের মাঝপথে শুরু হতো, এবং প্রায় তিন-চতুর্থাংশ পথ শেষ না হওয়া পর্যন্ত থাকতো। পারসেন্টেজের দিক থেকে দেখলে, সেটা তেমন সিরিয়াস কিছু নয়, কিন্তু যখন টিসুগুলো চিড়চিড় করতো, তখন অসহ্য লাগতো। ওভার টাইম কাজ করার অবসন্নতা আসতো, যেন একটা ইঞ্জিন—বহু দূর রান করার পর যার জল ফুরিয়ে গেছে। তোমার কিন্তু শুধু লড়াই চালিয়ে যাওয়া আর ভাগ্যের প্রসন্নতার জন্য প্রার্থনা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। তবে সেই ম্যাজিক মুহূর্ত যখন আসবে, তখন আপনা থেকেই তোমার ফুসফুসের সকল যন্ত্রণা লোপ পাবে, দেখবে শ্বাসযন্ত্রের মধ্যে এতক্ষণে উন্মাদ অক্সিজেনের দাপাদাপি আর রক্তের চাপ শীতল হয়ে এসেছে।

ফ্র্যাঙ্ক মাইলস্ সেই মুহূর্তটার অপেক্ষায়। ইতোমধ্যে উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে তার চল্লিশ বার রাউন্ড শেষ হয়েছে।

ঠিক এই সময়েই তার মন ভেসে গেছে—এবং সেই উড়ন্ত মনে ছায়া পড়েছে একজনের। তাকে দেখতেও পেয়েছে ফ্র্যাঙ্ক।

এখন গোধূলি। পূর্ব-কানাডায় এই গোধূলিবেলাটা সত্যিই অপূর্ব। অস্তমিত সূর্যরশ্মি দিগন্তের সাথে যেন লড়াই চালায় টিকে থাকার জন্য। কিন্তু আগত অন্ধকারের সামনে তারা ক্রমশ পিছু হটতে থাকে। ধূসর গ্রীষ্মের আকাশে তারা মিটমিট করে।

এই দৃশ্যপটে তার উদয়। সে হেঁটে চলেছে—যেন এক স্বপ্নসুন্দরী। তার লাল চুল—ব্লন্ড হেয়ার—গোধূলির রঙের সাথে মিশে চকচক করছে। আবছা আলোয় তার স্লিম পা দুটি ভাল করে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তার সাদা শর্টস্ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অল্প আঁধারে। যেন আলো ছড়াচ্ছে। সে যেন এক অদৃশ্য নারী—অ্যান ইনভিজিবল্ উওম্যান। ট্র্যাকের পূর্বপ্রান্তে যেন শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে তার সাদা শর্টস্ আর লাল রেশমি চুল।

ফ্র্যাঙ্ক এবার চিনতে পারল—ডেবি উইলি। আর কেউ এমন হতে পারে না। একমাত্র ডেবিকে মনে হতে পারে ওপর থেকে একটি প্রচ্ছায়া নেমে এসেছে।

ফ্র্যাঙ্কের শরীরের মধ্যে একটা ভয়ের ঢেউ খেলে গেল। সে প্রথম ডেবি উইলিকে দেখে মিউনিকে—১৯৭২-এ। তখনই ডেবির সৌন্দর্য তাকে নাড়া দিয়েছিল, কিন্তু সে জানতো ডেবিকে আশা করা বৃথা। ডেবি সেই থেকে চার বছর ধরে ফ্র্যাঙ্কের কল্পজগৎ অধিকার করে বসে আছে। সেই কল্পলোকের দেবী সহসা আজ চার বছর পরে মূর্তিমতী হয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে—ফ্র্যাঙ্কের সারা দেহে শিহরন জাগল।

ফ্র্যাঙ্ক মানসচোখে এবার নিজের দিকে তাকাল। রোগা পাকানো চেহারা, যাকে বলে স্কিনী ফ্রেম, সর্বাঙ্গ স্বেদসিক্ত, মুখ লালায় ভরা। না, এই অবস্থায় সে ডেবির সামনে থামতে পারবে না। কিছুতেই না।

সে উঠে আবার দৌড় দিল। এবার দৌড়ে সে ছন্দ হারাচ্ছে, তাল নষ্ট হচ্ছে। তার সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হতে চলেছে, কিন্তু যে করেই হোক, দক্ষিণ-পূর্ব কোণা দিয়ে ট্র্যাকের উপর দৌড়ে সে ডেবিকে ছাড়িয়ে চলে যাবে, যেতেই হবে, যাতে তাকে ডেবি দেখতে না পায়।

ফ্র্যাঙ্কের গতি বাড়ল। সে সচেতন, ফেনাভরা মুখে তাকে কী হাস্যকর দেখাবে! অস্বস্তি ও বিড়ম্বনায় সে মরে যাবে। ডেবি কি তাকে চিনতে পারবে? অথবা ডেবি ধরে নেবে অর্ধোন্মাদ একটি বনমানুষ তার পাশ দিয়ে চাঁদ ধরতে ছুটেছে?

ফ্র্যাঙ্ক জোর কদমে ছুটছে। গাড়ি হলে টপ গিয়ারে বলা যেত। ডেবি ট্র্যাকের ধার দিয়ে আসছে, বোধহয় এখন সে ফ্র্যাঙ্ককে দেখতে পেয়েছে। তাই জোরে ছুটতে হবে, আরও জোরে, ডেবির চোখের আড়ালে চলে যেতে হবে।

সহসা হতভম্ব ফ্র্যাঙ্ক দাঁড়িয়ে পড়ে। ট্র্যাকে তার সামনে ডেবি উইলি। সে একেবারে সামনে এসে গেছে। তার সুঠাম শরীর ছন্দে দুলছে হাঁটার সাথে সাথে। সে হাত তুলে ইশারা করল—ডান হাতের বন্ধুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত, আঙুলগুলো যেন একগুচ্ছ তাস। তার মুখের মিষ্টি হাসি এবার সুস্পষ্ট। আ স্মাইল অব গ্রিটিং!

কিন্তু ফ্র্যাঙ্কের পাল্টা সাড়া দেবার ক্ষমতা নেই। সে ছুটে চলল। দীর্ঘ দৌড়ের রানার এখন পাগল। তাকে ভান করতে হবে যেন সে ডেবিকে দেখতে পায়নি।

সর্বশক্তিতে লাফ দিয়ে ছুটে চলল ফ্র্যাঙ্ক, অবিশ্বাস্য গতিতে। ছুটতে গিয়ে চোখে জল উপচে আসছে। এই গতি তাকে বজায় রাখতে হবে যতক্ষণ না ট্র্যাকের অপরপ্রান্তে সে পৌঁছচ্ছে। না হলে মাঠের ভেতরে আবার ডেবির মুখোমুখি হতে হবে!

ফ্র্যাঙ্ক ছুটে চলল জোরে, আরও জোরে। পঞ্চাশ সেকেন্ডের মধ্যে প্রায় সিকি মাইল দৌড়চ্ছে সে—এটাই তার ম্যাক্সিমাম! এই গতি বজায় রাখা প্রচণ্ড কঠিন।

এবার সে বাঁকের কাছে এসে পড়েছে। তার মন তার দেহের সাথে সমানভাবে ছুটছে। কি হতভাগ্যে ডেবি দর্শন দিল। আজ আট বছর ধরে সে দৌড়চ্ছে। তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, তার দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণু অলিম্পিক স্বর্ণপদকের চিন্তায় বিভোর। এই উদ্দেশ্যের কাছে টাকা, অন্য ক্যারিয়ার, নারীসম্পদ—সবকিছু তুচ্ছ করেছে সে। আজ ছ'মাস হলো কোনও নারী সম্পর্কে সে চিন্তা করার সময় পায়নি। বাস্তবে পাওয়া তো দূরের কথা।

তাহলে ভাগ্য তাকে এই চরম মুহূর্তে বাধা দিচ্ছে কেন? ডেবির এই সময় আগমন কেন—যে আগমন এক বিঘ্নবিশেষ! এতে ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই। তার কাছে ডেবির সৌন্দর্য এক প্রলোভন, এক দুর্বার আকর্ষণ!

তাছাড়া সে নিজে কখনও উপযুক্ত পুরুষ হয়ে উঠবে না। ভাবতেই তার কপালে শিরা দপদপ করতে থাকল। সেই ছোটবেলায়, আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগে, তার সৎমা একদিন খেলাচ্ছলে তার প্যান্ট খুলে নিয়েছিল। তারপরেই তার সেই কিশোর বয়সের লিঙ্গটি দেখে হেসে উঠেছিল। বলা যায়, সেদিন থেকেই ফ্র্যাঙ্কের নারী সম্বন্ধে

সকল আশা চূর্ণ হয়ে যায়। যদিও এখন তেমন কোনও অসুবিধে নেই, কিন্তু এখনও সে নারী-পুরুষ সকলের সামনে উলঙ্গ হতে ঘৃণা বোধ করে। তাই সে প্র্যাকটিসের জন্য বা বাইরের জগতে পা ফেলার জন্য অসময় বেছে নেয়, এমন সময় যখন মানুষের মুখোমুখি বিশেষ হতে হবে না। অন্যদের স্নানের লকার রুম বা শাওয়ারে তার দেখা হবে না—এমন কোনও সময়!

না, ডেবির মতো মেয়ে ফ্র্যাঙ্ককে চাইবে না। বোধহয় কোনও মেয়েই নয়।

তাই তার জীবনে একটা পথ। ছুটে চলা, দৌড়, দৌড়, দৌড়। এবং জয়। তার বেঁচে থাকার একমাত্র কারণ প্রমাণ করা যে লং ট্র্যাকের মধ্যে সে হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ।

ফ্র্যাঙ্ক এবার দৌড়ে সোজাসুজি পথের দক্ষিণ কোণে পৌঁছে গেল। এবার গতি কমিয়ে এনে সে এক জায়গায় থামল। এ জায়গাটা অন্ধকারে ঢাকা, ডেবি তাকে এখানে দেখতে পাবে না।

সে ঘুরে দেখল ডেবি দূরে চলে যাচ্ছে। ফ্র্যাঙ্কের বুক দ্রুত ওঠা-নামা করছে। ডেবির ছায়া দূরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ফ্র্যাঙ্কের হৃৎকম্পন থামেনি, যদিও ডেবি অনেক দূরে চলে গেছে। ডেবির চলে যাওয়া দেখতে গিয়ে সে হোঁচট খেল, এমন কি প্রায় উল্টে পড়ছিল। এত জোরে দৌড়ে এসে সে ক্লান্ত। ভাল করে হাঁটতেও কষ্ট হচ্ছে।

—ফ্র্যাঙ্ক!

হঠাৎ কে ডাকে? মনে হয়, একটি নারীকণ্ঠ!

—ফ্র্যাঙ্ক মাইলস্!

এটা দ্বিতীয় এক নারীকণ্ঠ! চমকিত ফ্র্যাঙ্ক ঘুরে তাকায়।

অতি কষ্টে দেখতে পায়, ট্র্যাকের পাশে ঘাসের ওপর দু'জন বসে আছে। কারা?

দ্বিতীয় কণ্ঠ আবার বলে—তুমিই তো বিখ্যাত ফ্র্যাঙ্ক মাইলস্! হ্যাঁ, ঠিক ধরেছি। তোমাকে হংকং-এ দৌড়তে দেখেছিলাম, তুমিই রেসে জিতেছিলে।

দৌড় থামিয়ে ফ্র্যাঙ্ক ঝুঁকে পড়ে। বহু কষ্টে নিঃশ্বাস স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে। তবু হাঁপাচ্ছে। অস্পষ্ট দুই ছায়ামূর্তিকে বোঝার চেষ্টা করছে। হ্যাঁ, হংকং। মনে পড়ছে, পরিষ্কার মনে আছে। সে প্রাচ্যের এক রানারকে হারিয়ে অল্পের জন্য জিতে গিয়েছিল। তার নাম নকোমুচি। কিন্তু সে তো দু'বছর আগের কথা। স্বর্ণপদক জয়ের ব্যাপারে নকোমুচি ছিল সবচেয়ে ফেবারিট।

হংকং-এর আরেকটি ব্যাপারও মনে পড়ার কথা। কিন্তু এই মুহূর্তে ফ্র্যাঙ্কের সেটা মনে আসেনি।

— তোমার একটা অটোগ্রাফ দেবে, প্লীজ!

এই অনুরোধটা শোনামাত্র ফ্র্যাঙ্কের সেই ঘটনাটা মনে পড়ে যায়। তখন দীর্ঘ দৌড়ে পূর্বের নাম বেশি পশ্চিম দুনিয়ার চেয়ে। বহু ম্যারাথন দৌড়বীর তখন স্পষ্টলাইট, খবরের কাগজের হেডলাইন। আমেরিকায় তখন কেউ নেই যে প্রথম তিনজনের মধ্যে ঠাঁই নিতে পারে। কিন্তু প্রাচ্যে অনেকেই ছিল, তাদের জীবনী লেখা হয়েছে। আমেরিকায় হ্যাংক আরোন যে সম্মান পেয়েছেন, তা প্রাচ্যের দীর্ঘ দৌড়ের তারকাদের সম্বর্ধনার তুলনায় কিছুই নয়।

—অবশ্যই! ফ্র্যাঙ্ক হাঁপাতে হাঁপাতে উত্তর দিল—বিখ্যাত ফ্র্যাঙ্ক মাইলসের অটোগ্রাফ দিয়ে আমি খুশিই হব।

এইবার একটু মজা পেল সে। অদূরে বসে থাকা দুই ছায়ামূর্তির কাছে এগিয়ে গেল। একটু লাফিয়ে সে প্রথম মেয়েটিকে দেখল—এবং যা দেখল, তাতে খুশি হবার কথা।

মেয়েটির চোখ বেশ বড়, কালো। তার নাক খুব সোজা নয়, কিন্তু ঠোঁট দুটি আকর্ষণীয়। পূর্ণ এবং লোভাতুর। যেন আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। মোটের ওপর, মেয়েটি বেশ সুন্দর।

ফ্র্যাঙ্ক কখনও ওরিয়েন্টাল মেয়ের সাথে যৌনসঙ্গম করেনি। সে ভাবল—কেমন হবে ব্যাপারটা! তারপরেই মন থেকে এই চিন্তা মুছে ফেলল।

তরুণীটি হাঁটু মুড়ে উঠে বসল, ফ্র্যাঙ্ক কাছে এসেছে। একটি প্যাড ও পেন এগিয়ে দিল সে।

—আমার নাম তামুরা—

ধীর কণ্ঠ মেয়েটির। ফ্র্যাঙ্কের অহংবোধ তৃপ্ত হলো, কারণ মেয়েটার কথায় শ্রদ্ধার ভাব রয়েছে।

প্যাড আর পেন হাতে নিয়ে ফ্র্যাঙ্ক বলল, জানো তো, স্বাক্ষর দিলে আমি চার্জ নিই। কিন্তু তোমরা দু'জনে এত ভাল, যে আমি বিনামূল্যে সই দিচ্ছি।

অন্ধকারেই কাগজের ওপর নিজের নাম লিখতে গেল সে, কিন্তু ওরা বাধা দিল।

—না, না, এভাবে নয়!—তামুরা বলে।

—তবে কি ভাবে?

—আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি—বলে অন্য মেয়েটিও হাঁটু মুড়ে তামুরার পাশে এগিয়ে বসল।

তামুরা হাসল—তুমি ওরিয়েন্টাল অটোগ্রাফ জানো না?

এ কেমন প্রশ্ন! এর মধ্যে হাসিরই বা কি আছে?

ফ্র্যাঙ্ক দেখল—দুটো সুন্দর মুখ তার তলপেটের নিচের অংশ থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে। বেশ অস্বস্তি হলো।

—না, আমি ওরিয়েন্টাল অটোগ্রাফ জানি না।

—আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি—সেই দ্বিতীয় মেয়েটি বলল।

মুহূর্তের মধ্যে মেয়েটি হাত বাড়িয়ে ফ্র্যাঙ্কের শর্টস্ টেনে হাঁটুর কাছে নামিয়ে দিল। এত দ্রুত যে ফ্র্যাঙ্কের কিছু করার ছিল না। চিন্তা করার সময় পর্যন্ত পায়নি।

পরিপূর্ণ মুখের তামুরা বলল, এইবার তোমার অটোগ্রাফের যন্ত্রটা আমার চাই।

তামুরার গলায় যে কুহুধ্বনি। তার আঙুল এবার জকস্ট্র্যাপের ইলাস্টিকের মধ্যে ঢুকে গেল। ফ্র্যাঙ্ক এখনও বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। সে স্থাণুবৎ।

এবার বাঁধনটা হাঁটুর কাছে নেমে এলো। ফ্র্যাঙ্কের ঘামে ভেজা পুরুষাঙ্গ অন্ধকারে শিথিল হয়ে ঝুলে আছে।

—এবার তোমার যন্ত্রকে আমরা শক্ত করে তুলব—তামুরা বলে ফিসফিস স্বরে, কিন্তু উত্তেজিত।

ঠোঁট ফাঁক করে তামুরা। ঝুলন্ত লিঙ্গকে আঙুল দিয়ে স্পর্শ করে। তারপর সোজাসুজি তুলে ধরে, হরাইজেন্টাল ভঙ্গিতে। মাথা নামিয়ে এগিয়ে আসে। তপ্ত গরম মুখগহ্বরে তার লিঙ্গ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে তামুরা। পুলকে কাঁপতে থাকে ফ্র্যাঙ্ক। টের পায় তার লিঙ্গমুখে আলতো কামড় দিচ্ছে তামুরা, আর তার ফলে মুখগহ্বরেই স্ফীত হচ্ছে তার পুরুষাঙ্গ।

তামুরার কণ্ঠে আবার কুহুস্বর—হাউ নাউস! দ্য কক্ ইজ গেটিং হার্ড নাউ! অ্যাকিয়ো!

ফ্র্যাঙ্ক এবার অবস্থাটা বুঝেছে। সে এক ধাক্কায় তামুরার মুখে নিজেকে ভাল করে প্রতিষ্ঠিত করল। এমন অভিজ্ঞতা অবশ্য তার নতুন, তাই তার উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তার মাথা থেকে অন্য সব চিন্তা এখন পরাহত। শুধুমাত্র এই অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা—বাস্তবে দুটি ওরিয়েন্টাল মেয়ে তার লিঙ্গ চোষণ ও লেহনে যত্নবতী।

অ্যাকিয়ো বলল—তামি, আমি একটু দেখব। লেট মি সি হিজ কক্!

তামুরা মাথা নাড়ল। তারপর সে ধীর গতিতে লিঙ্গকে মুখ থেকে বের করল। পুং ইন্দ্রিয়ের গা বেয়ে তার ঠোঁট লিঙ্গমুখে এসে থামল। কিছুক্ষণের জন্য আবার লিঙ্গমুখটুকু মুখগহ্বরে নিল, যেভাবে শিশুরা ললিপপ্ খায়। তারপর লিঙ্গমুখে জিভ ঠেকিয়ে সে ফ্র্যাঙ্কের যন্ত্রকে মুক্তি দিল।

হেসে বলল, অ্যাকিয়ো—এই নাও, এবার শক্ত দণ্ড। লিঙ্গ-গোড়ায় দুই আঙুলের চাপ দিয়ে ঠেলে সে বন্ধুর কাছে উপহার এগিয়ে দিল।

অ্যাকিয়ো বলল, এত অন্ধকারে ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। আমি লাইটার জ্বালছি।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে অ্যাকিয়ো একটা সস্তা বুটন্ লাইটার বের করল। ফ্র্যাঙ্কের উরুসন্ধিক্ষণের এক ফুট নিচে লাইটারটা ধরল সে।

ফ্র্যাঙ্ক যখন বুঝল—কি করতে যাচ্ছে অ্যাকিয়ো, তখন একটু গুটিয়ে ফেলেছিল নিজেকে। সে চায় না তার পুরুষাঙ্গ ওরা দেখুক, দেখলে ওদের হয়তো ভার লাগবে না। হয়তো ভাববে এটা যথেষ্ট দীর্ঘ নয়। তামুরা লক্ষ্য করল ফ্র্যাঙ্ক একটু কঠিন হয়ে যাচ্ছে। স্বাচ্ছন্দ্য নেই।

সে ফ্র্যাঙ্কের উরুতে হাত বুলিয়ে বলল, ইট ইজ অল রাইট।

লাইটার জ্বলে ওঠা মাত্র ফ্র্যাঙ্ক দাঁত চেপে চোখ বুজল। শুনতে পেল অ্যাকিয়োর খুশিভরা কথা—উ-উ-উ, দণ্ডটি বেশ বড় তো! ওরিয়েন্টাল যন্ত্রের মতো ছোট্ট নয়। বেশ বড় এবং রাগী।

ফ্র্যাঙ্ক বুঝছে না এই মন্তব্য সে কিভাবে গ্রহণ করবে। কেউ কখনও বলেনি তার লিঙ্গ দীর্ঘ! তার সৎমা বরঞ্চ উল্টোটাই বলত—এবং সেই থেকে জীবনব্যাপী একটা মানসিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। সে অবাক হয়ে ভাবল—ওরা ব্যঙ্গ করছে না তো!

অ্যাকিয়ো এগিয়ে এসে ফ্র্যাঙ্কের ঝুলন্ত অণ্ডকোষ দুটি চেপে ধরল। ফিসফিস করে বলল, নাইস সফট্ বলস্, যন্ত্রের সাথে ম্যাচ্ করেছে, কিন্তু শক্ত নয়। তাই তো হয়।

তামুরা হাসল—এবার আমরা অটোগ্রাফ নেব।

নিচু হয়ে সে মাটিতে পড়ে থাকা প্যাড আর পেন তুলে নিল। একটা ছোট টেবিলের মতো কিছু এগিয়ে দিল ফ্র্যাঙ্কের ইন্দ্রিয়ের সামনে। লিঙ্গ এখন সুদৃঢ়।

তামুরা বন্ধুকে বলল, যন্ত্রটা চেপে নামাও।

অ্যাকিয়ো তার ছোট আঙুল দিয়ে লিঙ্গের উপর চাপ সৃষ্টি করল। টেনে নামিয়ে সাদা কাগজের ওপর লিঙ্গমুখ রেখে একটু থামল। ফ্র্যাঙ্ক যদিও কাঁপছে, কিন্তু ইতোমধ্যেই তার পুরুষাঙ্গ তপ্ত মুখ আর উষ্ণ হাতের সেবায় অভ্যস্ত হয়েছে অনেকটা।

তামুরা এবার পেনটাকে লিঙ্গের গোড়ায় ধরে রাখল, তারপর পেনের মুখ দিয়ে সাদা কাগজের ওপর স্থাপিত লিঙ্গের চারপাশ দিয়ে দাগ কাটতে শুরু করল। পূর্ণ লিঙ্গ এখন সাদা কাগজের ওপর শায়িত।

—তুমি কি আমার ইন্দ্রিয়ের ছবি আঁকছ? আর ইউ ট্রেসিং মাই প্রিক?

তামুরু হাসল—একেই বলে—অটোগ্রাফ ওরিয়েন্টাল স্টাইল।

ফ্র্যাঙ্ক তামুরার কালো চোখের দিকে তাকাল। সেও এখন ফ্র্যাঙ্কের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে যেন পুজো করছে। ফ্র্যাঙ্ক কল্পনা করতে পারেনি, এত অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়ে তাকে এত শ্রদ্ধার চোখে দেখে।

তামুরা এবার কাজে মন দিল। সে পেন দিয়ে লিঙ্গের মুখ থেকে দাগ কেটে চলল সারা প্রত্যঙ্গ ঘিরে। পেনটা ডানপাশে আসতেই তামুরা দেখল পেনের গায়ে প্রাক বীর্য রস আঠার মতো লেগেছে। পেন ও লিঙ্গের মাঝখানে মাকড়সার জালের মতো কিছু একটা তৈরি হয়েছে।

তামুরা আবার হাসে—ফ্র্যাঙ্ক আমাদের ইতোমধ্যেই বীর্যকণা দান করতে শুরু করেছে। আই শুড ক্লিন আপ ফর হিম!

আবার নিচু হয়ে সে লিঙ্গমুখে জিভ বুলাতে থাকল। বিদ্যুৎগতিতে জিভ কাজ করছে, লিঙ্গমুখের ফাঁক থেকে সারা গাত্র জুড়ে বীর্যকণা জিভ দিয়ে পরিষ্কার করে ফেলল তামুরা।

অ্যাকিয়ো বলল, আমারও স্পার্ম চাই।

সেও জিভ দিয়ে প্রাক-বীর্যরসের অবশিষ্ট অংশ শুষে নিল। তারপর ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ ফ্র্যাঙ্কের দণ্ড সে মুখের মধ্যে আগু-পিছু করা শুরু করল, তার দৃষ্টি ফ্র্যাঙ্কের চোখের দিকে।

ফ্র্যাঙ্কের কিছু করার নেই। লিঙ্গের গোড়া পর্যন্ত তামুরা জিভের দ্রুত সিক্ত অ্যাকশন তাকে অবিশ্বাস্য আনন্দের পথে নিয়ে আসছে। এই দৃশ্যটুকু দেখাই যথেষ্ট উত্তেজক, দৈহিক পুলকের তো কথাই নেই। দৈহিক ও মানসিক উত্তেজনা আর আনন্দ মিলে-মিশে যাচ্ছে।

তার উপর আরেক বৈচিত্র্য। সিগারেট লাইটারের আলোর শিখা স্থির হয়ে আছে। এই শিখা দুটি সুন্দর মুখের উপর আলো ছড়াচ্ছে। দুটি মুখ তার নিম্নদেশ ও পুরুষাঙ্গের শিরা-উপশিরা পর্যন্ত এগিয়ে আছে। মনে হচ্ছে—ফ্র্যাঙ্ক যেন কোনও সুপ্রাচীন প্রাচ্যদেশের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছে। দুই সুন্দরী ভক্ত তার শক্ত দণ্ডকে পুজো করছে—লিঙ্গ পূজা! লাইটার যেন প্রদীপ, ওরা আরতি করছে।

ফ্র্যাঙ্ক এবার তামুরার কাঁধে হাত রাখল। অ্যাকিয়োর কাছ থেকে পেনটা নিল তামুরা। সেই আগের মতো দণ্ডায়মান পুরুষাঙ্গের পাশে কলম ধরে কাগজের ওপর ট্রেসিং হলো। তামুরার মুখে তৃপ্ত হাসি।

—এইবার আরেকটু—

তামুরা প্যাডের রেখার দিকে তাকিয়ে বলল।

অ্যাকিয়ো বলল, আমি একবার অটোগ্রাফটা দেখি।

লাইটারের শিখার সামনে প্যাডটা মেলে ধরে দেখাল—ফ্র্যাঙ্কের পুরুষাঙ্গের মাপ একটি রেখা ঘিরে অঙ্কিত।

তামুরা হাসল—আমি এবার অটোগ্রাফটা শেষ করছি।

ওপরে তাকিয়ে সে ফ্র্যাঙ্কের লিঙ্গের দৃঢ়তা লক্ষ্য করল, তারপর পেন দিয়ে প্যাডের রেখাকে নতুন করে সাজাতে শুরু করল, শ্যাডো অ্যান্ড লাইন—আরেকটু স্পষ্ট করা দরকার। ফ্র্যাঙ্ক বিমূঢ়, তামুরার কাজের শেষে দেখা গেল—সুন্দর একটি পুরুষাঙ্গের চিত্র প্যাডের ওপরে সুস্পষ্ট, হুবহু ফ্র্যাঙ্কের ইন্দ্রিয়ের ছবি।

তামুরা গর্বিত—হ্যাঁ, এইবার সমাপ্তি। থ্যাংক ইউ, অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরেছ, আমরা অটোগ্রাফ পেলাম, এবার প্রতিদানে আমরা কি দিতে পারি? হোয়াট ফেবার ?

প্রতিদান? ফ্র্যাঙ্ক ওদের চোখের হাসির মানে বুঝতে চাইল। বিদ্রূপ না তো? ফেবার? মেয়েদের কাছে এতদিন জীবনে যেটুকু পেয়েছে সে, তার চেয়ে অনেক বেশি ফেবার তো করেছে এরা! যদি দৌড়বীরেরা আমেরিকায় এমন পূজা পায়—

—ফাক্ অর সাক্?—তামুরা বলল, উই ক্যান ডু এনিথিং ইউ ওয়ান্ট।

সেই ভক্তির বন্দনা, সেই পূজার ভঙ্গি। একটি ছোটখাটো দেবতার কাছে কি নৈবেদ্য রাখবে, সেই জিজ্ঞাসা। সেই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের রীতি, সেই লাইটারে আরতি। সব মিলিয়ে পুণ্য আরাধনা।

তামুরার মুখনিঃসৃত কথাও যেন মন্ত্রোচ্চারণের ছন্দে ধ্বনিত—সাক্, ফাক্—ফাক্, সাক্। সেরিমোনিয়াল ওয়ার্ডস্। স্তুতি ও ভালবাসার নৈবেদ্য।

ফ্র্যাঙ্ক এবার সাহসী। তামুরার ডাকনাম ধরে সে বলল, তোমার সোয়েটার খুলে ফেল তামি!

তামুরা একটানে খুলে ফেলল সোয়েটার। মনে হবে, সে যেন সারা জীবন এইভাবে জামা খোলার অভ্যাস করেছে—এত সহজ সাবলীল! না, ফ্র্যাঙ্ককে সে অপেক্ষায় রাখবে না। নানাভাবে তাকে খুশি করতে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

আবছা আলো-আঁধারিতে ফ্র্যাঙ্ক যা দেখল, তাতে তার মুখের ভেতরটা আরও শুকিয়ে গেল। তামুরার স্লিম শরীর থেকে দুই সুগঠিত স্তন তীক্ষ্ণভাবে জেগে উঠেছে। ঠিক প্রাচ্যদেশীয় মুক্তা, স্তনবৃন্ত দুটো ছোট কৃষ্ণবর্ণ। তার লম্বা চুল ডান কাঁধের ওপর দিয়ে দুই বুকের মাঝখানে এসে পড়েছে।

উত্তেজনায় কাঁপছে ফ্র্যাঙ্ক। তামুরা এখন একটা ছায়া, এক স্বপ্ন। পবিত্র মূর্তি। তাকে স্পর্শ করা ঠিক হবে কি?

ফ্র্যাঙ্ক এবার বলল, অ্যাকিয়ো, তুমি প্যান্ট খুলে ফেলো।

অ্যাকিয়ো বাধ্য মেয়ের মতো আদেশ পালন করল। প্রথমে শর্টস্, তারপর প্যান্টি। ফ্র্যাঙ্ক দেখল তার তিনকোণা কালো লোমে ঢাকা এক স্ত্রী-অঙ্গ। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল তার কপালে।

অর্ধনগ্ন মেয়েটিকে এবার হাত ধরে টেনে তুলল ফ্র্যাঙ্ক—চলো ওদিকে যাই।

দুই অর্ধনগ্ন নারীর হাত ধরে ফ্র্যাঙ্ক এসে দাঁড়াল একটা ঢালু জমির কাছে যেটা ট্র্যাক থেকে প্রায় তিরিশ গজ উঁচুতে উঠে গেছে। সে অনুভব করল, চলার সময় অ্যাকিয়োর মুক্ত হাতটি তার পশ্চাদদেশের মাঝখানে ওঠা-নামা করছে। এর ফলে যে কাঁপুনি আসছে, তাতে সে যে কোনও সময়ে পড়ে যেতে পারে।

ঢালের কাছে এসে ফ্র্যাঙ্ক বলল, আমরা এখানে থামব।

তার পরিকল্পনাটা স্বপ্নে দেখা। সেটা কি বাস্তব জীবনে ঘটতে পারে? সে অ্যাকিয়োর পশ্চাদদেশে স্পঞ্জের মতো মাংসল অংশ ঠেলে ধরে বলল, ওপরে উঠে যাও। ওয়াক আপ দ্য হিল!

অন্ধকারেই অ্যাকিয়োর নগ্ন পশ্চাদদেশ দুলছে। স্লোপের গা বেয়ে সে তিন স্টেপ উঠল। এইবার তার সিল্কের মতো গাল টিপে তাকে থামাল ফ্র্যাঙ্ক।

—এবার সামনে ঝুঁকে পড়ো।—ফ্র্যাঙ্ক নিচু গলায় আদেশ দিল।

—ইউ ওয়ান্ট টু ফাক্ মি ইন অ্যাস্?

বলেই উত্তেজিত মেয়েটা মাটিতে কনুই রেখে ঝুঁকে পড়ল।

—নো, আই ওয়ান্ট ইওর কান্ট! তামি, তুমিও এসো এখানে।

তামুরার কাঁধে হাত দিয়ে কাছে টানল ফ্র্যাঙ্ক, তারপর অ্যাকিয়োর পাশে তাকেও পজিশন নিতে হলো। ফ্র্যাঙ্ক এবার দু'জনকে ভাল করে দেখল—তামুরার ঊর্ধ্বাঙ্গ নগ্ন, সুন্দর দুই বুক আহ্বান জানাচ্ছে। ফ্র্যাঙ্ক নিচু হয়ে উন্মত্তের মতো তামুরার ডান স্তনবৃন্ত চোষণ শুরু করল। অনুভব করল, এই আক্রমণে তামুরার বুকের মাংস নরম হয়ে গলে যাচ্ছে যেন, বোঁটাটা ফুলে উঠছে, তার ভিজে জিভের মধ্যে আঘাত হানছে।

এইবার বড় হাঁ করে তামুরা একটি স্তন সম্পূর্ণভাবে মুখের মধ্যে নিয়ে নিল ফ্র্যাঙ্ক। মিষ্টি পিচ্ছিল ত্বক! আবার ক্ষুধার্ত জিভ স্তনের বোঁটাকে আক্রমণ করল, দুর্দম লেহন শুরু হলো।

তামুরার নিজের হাত এবার তীক্ষ্ণ স্তনের কাছে। সেটাকে নিজের হাতেই সে তুলে ধরে ফ্র্যাঙ্কের মুখের মধ্যে পুরে দিল। চিৎকার করে বলল, আমার গোটা বুকটা শুষে নাও ফ্র্যাঙ্ক! প্রাণপণে শুষে নাও।

এহেন প্রতিক্রিয়ায় ফ্র্যাঙ্ক বন্য হয়ে উঠল। পুরো একটি স্তন তার মুখের ভেতর, তার চোয়াল ফেটে যাচ্ছে হাঁ করে সেটা গ্রহণ করতে—তপ্ত নরম মাংস সারা মুখে পরিপূর্ণ!

অবিশ্বাস্য! ফ্র্যাঙ্কের মনে হলো—দুই মেয়ে যেন এক ধরনের দুই মস্তকবিশিষ্ট হাইড্রা যে তার সামনে দাঁড়িয়ে দুই বুক মেলে ধরে, আবার একই সময় নিচু হয়ে নিম্নাঙ্গ উন্মুক্ত করতে পারে।

অ্যাকিয়োর আহ্বান, শরীরের দ্বিধাহীন ডাক এবার উগ্র দোলায় অস্থির। ফ্র্যাঙ্ক সাড়া দিল, কোনও অসুবিধে নেই—সিক্ত, পিচ্ছিল সঙ্গম সুড়ঙ্গ।

—তামি, আমি পরিপূর্ণ—অ্যাকিয়ো বন্ধুকে সোৎসাহে জানাল।

—ইউ আর লাকি!—তামুরার উত্তর—কিন্তু আমি কি বাদ যাব?

তামুরা এখন শুধু একটা আনন্দই পেয়েছে, ফ্র্যাঙ্কের দুই আকুল ঠোঁট তার স্তনবৃন্ত শুষে নিয়েছে, তার বুক সেই পুলক স্পর্শে শিরশির করে উঠছে। পুরুষের ঠোঁটও যে এক নারীকে এত আনন্দ দিতে পারে শুধু কুমারী বক্ষ চোষণ করে, তা আগে কখনও বোঝেনি

তামুরা। ফ্র্যাঙ্কও চেয়েছে যে নিজের পূর্ণ উত্তেজনা অ্যাকিয়ো গ্রাস করুক, তামুরা এখন বাইরে থাকুক উর্ধ্বাঙ্গে আদর নিয়ে।

অ্যাকিয়োর তলপেট নৃত্যরত। তার গতি অনেকটা হবি হর্সের সমতুল্য—যার গতি অন্তহীন।

—তোমার ভাল লাগছে?—অ্যাকিয়োর জিজ্ঞাসা।

—নিশ্চই!

তামুরার স্তনবৃন্ত শোষণ অবস্থায় ফ্র্যাঙ্কের উত্তর একটু অস্পষ্ট। পরক্ষণেই অ্যাকিয়োর গাঢ় আলিঙ্গন। কানে গরম নিঃশ্বাস, তার নিজের দেহও যেন আনন্দে চিড়ে যাচ্ছে, নিয়ন্ত্রণের বাইরে সবকিছু।

কানের কাছে তামুরার গলা—আমার জন্য কিছু রেখ। নিজেকে এখনই সম্পূর্ণ শেষ করে ফেলো না।

—কি বললে?

অ্যাকিয়ো বন্ধুবৎসল—হ্যাঁ, তামির জন্য কিছু রাখবে। আমি তোমাকে আমার ভেতরে পেয়েছি, আমি ধন্য। আমার জীবনের এক সার্থক মুহূর্ত!

ফ্র্যাঙ্ক অস্থির—কিন্তু আমার পক্ষে আর সংযম সম্ভব নয়, আমি অপেক্ষা করতে অক্ষম।

সত্যিই, অ্যাকিয়োর আক্রমণ এখন তীব্র, ফ্র্যাঙ্ক এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে গেছে। তপ্ত স্ত্রী-অঙ্গ তার সবকিছুই উৎসারিত করতে চাইছে। হ্যাঁ, ফ্র্যাঙ্ক সাড়া দিতে বাধ্য। তার উদ্দাম আঘাত এবার জ্যাক্ হ্যামারের সাথে তুলনা পেতে পারে।

তামুরার ফিসফিস স্বর—ফ্র্যাঙ্ক কি প্রস্তুত?

—হ্যাঁ, আর মুহূর্ত মাত্র!—ফ্র্যাঙ্কের উত্তর।

—আমি তোমার অণ্ডকোষ ধরে রাখছি, তুমি কাঁপছো, বাইরে এসো এখুনি, অ্যাকিয়োকে অন্যভাবে আদর করো—পেছন থেকে। পারবে?

তামুরার হাত সেইভাবে কাজ করল,—আই হ্যাভ কাপড্ ইওর বলস্। তার আঙুলের যাদুস্পর্শে ঔরসের সঞ্চয়স্থল এবার ফেটে পড়ছে। তামুরা কি ম্যাজিক জানে! তার আঙুল যেন চিকিৎসকের মতো পরীক্ষা করছে। ফ্র্যাঙ্কের সমস্ত শক্তির দুটি বৃহৎ বীজ তার হাতে—চরমানন্দের বহিঃপ্রকাশ আর কতদূর!

—আঃ,—

সহসা ফ্র্যাঙ্কের আর্তনাদ। আনন্দ-বেদনা মিশ্রিত এই আর্ত চিৎকার প্রমাণ করল সেই ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছেছে। অ্যাকিয়ো সেটা অনুভব করেছে অবশ্যই। হলুদবর্ণ পশ্চাদ ত্বকে শ্বেতশুভ্র রসপ্লাবন, তার উপচে ওঠা বিদ্রোহ অ্যাকিয়োর ডান গাল পর্যন্ত ছুঁয়ে গেল। দ্বিতীয় দফার উৎসায়ন অ্যাকিয়োর দেহ দেওয়ালের পশ্চাতে বিদীর্ণ রেখা লক্ষ্য করে সবেগে ধাবিত।

—মাই গড!—ফ্র্যাঙ্কের স্বগতোক্তি।

অ্যাকিয়ো এগিয়ে যাচ্ছে। ফ্র্যাঙ্কের বুক উত্তল, ফুসফুস জ্বলছে, আরও দশ মাইল দৌড়ের যে প্রতিক্রিয়া, তাই সারা দেহে অনুভব করছে সে।

তামুরা বলল, কিন্তু এখন তোমার থামা চলবে না ফ্র্যাঙ্ক! তুমি দৌড়বীর, তোমার রান এখনও শেষ হয়নি। আমার কাছে এসো, আমি তোমায় চাই!

ফ্র্যাঙ্কের মনে হচ্ছে সে শূন্যের মধ্যেই দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে। সে আর নিজের কর্মের কর্তা নয়। সে টের পেল, তামুরার হাত তাকে অ্যাকিয়োর সংস্পর্শ থেকে মুক্ত করে নিল। ঘাসের ওপর চিৎ হয়ে পড়ে রইল ফ্র্যাঙ্ক, সে এখন শুধু শরীর, মনহীন দেহ।

এখনও ফ্র্যাঙ্কের নিম্নাঙ্গের ছোট পোশাক হাঁটুর নিচে আটকে ছিল। তামুরা এবার সম্পূর্ণভাবে বসনমুক্ত করল তাকে। উলঙ্গ ফ্র্যাঙ্ক, ঘাসের ওপর, ঊর্ধ্বে তেমনই নগ্ন আকাশ—কিন্তু তার দেহে তারকার চুমকি ছড়িয়ে আছে। ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে সে, বলা যায় আনন্দের কেন্দ্রবিন্দু, অনন্ত সুখের জগতে।

তামুরাও তার নিজের শর্টস খুলে ফেলেছে, দুই স্তন থরথর কাঁপছে। নিজেকে বিবসনা করে তামুরা দেখাল তার দুই পা কত সুন্দর, অন্ধকারেও দেখা যায় তামুরার হাসি, উজ্জ্বল দাঁত ঝকঝক করছে, তারাখচিত আকাশের নিচে তামুরার এই শরীর যেন এক নগ্নিকা দেবীমূর্তির মতো। সুদৃঢ়, ফ্ল্যাট তলপেট, সুচারু ঢেউ, নিম্নাঙ্গের সুড়ঙ্গমুখে সে সুদৃশ্য ত্রিকোণ রোমের আবরণ। মনে হয় ওর পরনে এক জি-স্ট্রিং—নিম্নাঙ্গে লোমশ অংশ এত সুন্দর।

তামুরা দণ্ডায়মান, প্রসারিত দুই পা। মনে হচ্ছে এক শক্তিরূপা আমাজন সম্প্রদায়ের মহিলা—বীরাঙ্গনা। ফ্র্যাঙ্কের শরীরের ওপর পা রেখে তাকে পরাস্ত করছে যুদ্ধপ্রিয় এক আমাজন রমণী—যারা পুরুষের চেয়ে বেশি শক্তি ধরে। তামুরার দুই স্তন সগৌরবে উত্থিত, সামনের শূন্যতাকে নয়, আকাশকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। সো পয়েন্টেড! পদতলে শায়িত ফ্র্যাঙ্কের কাছে দুই উরু সন্ধিস্থানের রহস্য অনাবৃত, তার ভাল্‌ভ থেকে কামরস রেশমি লোমকে সিক্ত করেছে।

একটি সোজাসুজি নিখুঁত অ্যাথলেটের গতিতে তামুরার গোপনাঙ্গ যেন দ্রুত নেমে এলো ফ্র্যাঙ্কের ওপর। জিমন্যাস্টের দক্ষ ব্যায়ামের অনুশীলন অনুযায়ী, ফ্র্যাঙ্কের দেহের উপর উপস্থাপিত তামুরা, সহাস্যবদন।

সহসা তার আঙুলের আদর! আবার ফ্র্যাঙ্কের শক্তির উত্থান, গগনমুখী দৃঢ়তা, সে নিজের এহেন অঙ্গের ক্রিয়ায় নিজেই আশ্চর্যান্বিত!

—এবার আমি তোমায় ভোগ করছি, আমি তোমায় রেপ করছি, অবশ্য ঠিক রেপ নয়, তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে নয়। বাট আই নীড ফাকিং ইউ গুড, আই অ্যাম মেজর পার্টনার। আই মুভ, ইউ রেসপন্ড। সো—

তামুরা তার কথা রাখে, অক্ষরে অক্ষরে। শীর্ষদেশ থেকে তলদেশ ঢাকা পড়ে যায়, তামুরার কামরসের অবিশ্রাম বর্ষণে। তার শক্তিশেলের সর্বাঙ্গ স্নানধৌত করছে এক ভৈরব হর্ষে।

এক পবিত্রা রমণী তার দেহের ওপরে। এরকম কখনও কল্পনায় ছিল না, এবার ফ্র্যাঙ্ক এক ভক্ত পূজারী। দেবী তার তরবারিকে কোষে গ্রহণ করেছে। এবং তরবারিও অসাধারণ।

ফ্র্যাঙ্কের বুকে দু'হাতে চাপ দিল তামুরা। সেই হাতের চাপেই তার দেহনর্তন, ঘূর্ণন, তালে তালে পাকে পাকে নিগূঢ় বন্ধন। এবার ফ্র্যাঙ্কের দুই করতল নিজের দু'হাতের

মুঠোয়, অপূর্ব ভঙ্গিমা—হাতে হাতে, পায়ে পায়ে, প্রতি অঙ্গে অঙ্গে, এও এক অ্যাথলেটিকাল গেম্।

খেলা চলছে, তপ্ত গুহাগহ্বর থেকে নরম পাথরের দেয়াল এবার গলে গলে পড়ছে। তামুরার ডাকে মাথা তোলে ফ্র্যাঙ্ক। সঙ্গম অংশে তাকিয়ে সে আতঙ্কিত! কোথায় তার পুরুষাঙ্গ? সম্পূর্ণ অন্তর্হিত! মুহূর্তের জন্য তার নিজেকে অঙ্গহারা বরে মনে হয়, কিন্তু না, পরক্ষণেই দুই অঙ্গের যুক্ত অংশে সে তার শূলদণ্ডের তলদেশ সামান্য দেখতে পায়। বুঝতে অসুবিধা হয় না, সে বিলক্ষণ সুদেহী।

তামুরা শরীর হলুদ বরণ, তার মধ্যে কালো লোমশ ক্রিকোণ তাই এক ধরনের কালার-কন্ট্রাস্ট। হঠাৎ এক আলোর ঝিলিক!

ফ্র্যাঙ্ক চমকে ওঠে! পরক্ষণেই বোঝে—অ্যাকিয়ো আবার সিগারেট লাইটার জ্বেলেছে। এই আলো আবার প্রদীপ শিখা। সেই পবিত্র পূজার আরতি। তামুরার গোপনাঙ্গ এবার পরিষ্কার প্রদীপ দৃশ্যমান, ক্লিট্-বাটন্ পর্যন্ত সুস্পষ্ট। যেন কৌতুকভরে উঁকি দিচ্ছে।

—ফ্র্যাঙ্ক, তুমি এবার স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ তো! আমরা কিন্তু পাচ্ছি।

হ্যাঁ, ফ্র্যাঙ্কও মুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে দেখছে—এক পরম আশ্চর্য বস্তু যা সহজে কেউ দেখতে পায় না।

নারী-অঙ্গ একটি সম্পূর্ণ গোটা জীবন্ত দেহ, দেহাংশ নয়। শান্ত গতিতে সমুদ্রতীরে তার বিচরণ, অবশ্যই শিকার সন্ধানে। বর্তমানে তার শিকার এক পুরুষাঙ্গ, এবার ধীরে ধীরে তার সমস্ত রক্ত শুষে তাকে টিপে মারবে সে।

এবার অ্যাকিয়োর হাত নেমে এলো। হার ফিংগারস্ কার্ল রাউন্ড হিজ বলস্। পুরুষ শক্তি-খোলসের মধ্যে দুর্দান্ত ম্যাসেজ—সমস্ত ঔরস আবার উপচে বেরিয়ে আসবে!

ফ্র্যাঙ্ক, এবার আমায় দেখো, আমি আসছি। আই কাম নাও, আমার চরম-আনন্দ এবার উচ্ছ্বাসে ভাসাবে আমাকে, তোমাকে। প্রাণভরে দেখে নাও।

তামুরার ক্রিয়ার দুর্বার গতি! ফ্র্যাঙ্কের অঙ্গ এখন শুধু এক সেবক মাত্র।

তামুরার চিৎকার—আমি আসছি, আই কাম নাও!

সারা অলিম্পিক ভিলেজের স্তব্ধতা চূর্ণ করে তামুরার চিৎকার।

ভয় নেই। ফ্র্যাঙ্ক জানে, এত দূর থেকে কেউ শুনতে পাবে না। তাই সে এবার নিজেকে বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত।

তামুরার মাথা পিছনের দিকে ঝুঁকে গেছে, তার সুন্দর কেশরাশি কাঁধের পেছনে পিঠ ছুঁয়ে দুলছে, দু'চোখ বন্ধ, গলার স্বরে অদ্ভুত শব্দ!

—আমি আসছি!

ফ্র্যাঙ্ক যেন তামুরার কথার প্রতিধ্বনি করে, অ্যাকিয়োর হাতের অবিশ্রাম খেলা তার দুই অণ্ডকোষ থেকে নিংড়ে কামরসের বিস্ফোরণ ঘটায় এবার।

—আর পারছি না আমি, তুমি এসো, আমার সাথে, একসাথে, আমাকে তোমার সবকিছু দাও।

তামুরার চিৎকার আর ফ্র্যাঙ্কের আর্তনাদে বাতাসে এক মৈথুন-উন্মত্ত যুগলবন্দী রচনা করে। তামুরা ভাসছে, ভেসে চলেছে, তাই ফ্র্যাঙ্কও দৌড় শুরু করে, অন্য এক বিচিত্র

দৌড়! বন্যা ও দৌড়! কে আগে যাবে? না কি একসাথে, পাশাপাশি, সমান বেগে ধাবিত হবে?

এইবার ওরা স্থির হয়ে আসছে।

ফ্র্যাঙ্ক আবার আকাশের দিকে তাকায়। তামুরার কাছ থেকে অঙ্গমুক্ত ফ্র্যাঙ্ক এবার তারাভরা আকাশকে প্রণাম জানায়। অনুভব করে তার পুংইন্দ্রিয়ে এবং সারা দেহে চারটি নরম হাত এখনও আদর বৃষ্টি করছে। তামুরা ও অ্যাকিয়ো।

এইবার ব্রহ্মাণ্ডের আগে সন্ধি! শান্তি, শান্তি! কৃতজ্ঞতার অনুভূতি, কৃতার্থতার আনন্দ। কে জানত, এমন প্রাপ্তির কথা, এমন ঐশ্বর্যময় অভিজ্ঞতা ক'জনের আছে? জীবনে সব হারিয়েছিল ফ্র্যাঙ্ক। এক কৃশ তরুণ অ্যাকাউন্টেন্ট চাকরি ছেড়েছিল। ত্যাগ করল অর্থ, কামনা ও নারী। শুধু একটা স্বপ্নের সার্থকতার আশায়—অলিম্পিকের স্বর্ণপদক! কে বিশ্বাস করবে? ইশ, কেউ যদি একজন সাক্ষী থাকত—কত সৌভাগ্যবান সে? কেউ একজন, যার সাথে সে ভবিষ্যতে এই ব্যাপারে স্মৃতিচারণা করে পুলকিত হবে।

চোখ বন্ধ করে ফ্র্যাঙ্ক। সে দেখতে পায় না দুটো সাদা শর্টস—কায়াহীন ছায়ামূর্তি—ইতোমধ্যে তার কাছ থেকে প্রায় ত্রিশ গজ দূরে চলে গেছে। তার মুখ ট্র্যাকের এইদিকে, ওরা অন্যদিক দিয়ে চলে গেছে। সে আর দেখতে পাচ্ছে না চকচকে চুলে নক্ষত্রের আলো। কিন্তু যদি সে দেখতে পেত, তাহলে বুঝতো তার আরেকটা ইচ্ছে পূর্ণ হয়েছে!

হ্যাঁ—একজন সাক্ষী আছে এই দৃশ্যাবলীর।

অ্যান্ অবজারভার! কে?

ডেবি উইলি!

ডেবি ভেবেছিল—একবার যাই, নইলে ওই পাগল রানার অক্সিজেন ফুরিয়ে দম বন্ধ করে মেরে ফেলবে নিজেকে। ও আমাকে হাত তুলে সৌজন্য পর্যন্ত দেখাল না! অথচ আমি ওর সামনে ট্র্যাক ক্রস্ করলাম। তবু দেখতে পেল না? একটা বদ্ধ পাগল!

...তাই ভাবলাম, ওকে একটু সাহায্য করা দরকার।

ডেবির এখন হাসি পেল। এতক্ষণ ধরে সে যা দেখেছে—তাতে বোঝা গেল, ফ্র্যাঙ্ক মাইলসের কোনও সাহায্যের প্রয়োজন নেই।

ডেবিও কেমন যেন তৃপ্ত!

ভালই হয়েছে। জানা গেল, খেলার মধ্যে 'অন্য খেলা' ডেবি একা খেলছে না। এমন খেলোয়াড় আরও আছে।

৫

আরও একজন আছে।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যার যৌনজীবনে এক নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে গেল।

পুরুষদের লকার রুমে একটা বেঞ্চের ওপর এলিয়ে বসেছিল ডন কিংসলে। যথারীতি তার সকাল-বিকেল অনুশীলন চলছে। আর ডেবির উৎসাহে সন্ধ্যেবেলার প্র্যাকটিসটাও তার দৈনন্দিন রুটিনে যুক্ত হয়েছে।

এখন সে নিদারুণ ক্লান্ত। পাশের ঘর থেকে একটা ফিসফিস আওয়াজ আসছে। পরিশ্রান্ত ডন প্রথমে ভেবেছিল মনের ভুল।

কিন্তু এখন স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে—মেয়েদের গলা। কিন্তু, ছেলেদের লকার রুমে মেয়েরা কি করছে? এটা তো সহজ বুদ্ধিতে বোঝা মুস্কিল!

মনে মনে হাসল ডন। উঠে দাঁড়িয়ে তোয়ালে দিয়ে গা মুছল।

আবার শুনতে পেল মেয়েলি কণ্ঠস্বর। কেউ যেন অপর জনকে চুপিচুপি বলছে—তোমার কি মনে হয় এখানে আর কেউ আছে?

অপরজন উত্তর দিল—কি করে জানব? সেটা আগে ভাল করে দেখে নেওয়া ভাল।

ডন এবার চমকিত। নিঃসন্দেহে নারীকণ্ঠ।

দ্বিতীয় স্বর প্রশ্ন করল—এখানে কেউ আছে? আরে, কেউ আছে কি! কোনও অ্যাথলেট, সুপার-স্টার বা আর কেউ?

ডন এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে সেই স্বর লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল।

একটি নারীকণ্ঠ আবার শোনা গেল—হ্যাঁ, জেনি, এখানে একজন অ্যাথলেট রয়েছে।

ডনকে দেখতে পেয়েছে সে।

ডন বুঝল—দুটি মেয়েকে খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু তাদের দেখামাত্র সে আরও চমকে উঠল। এই পুরুষদের লকার রুমে হঠাৎ স্কার্টের অস্তিত্ব চমকই বটে! শুধু চমক নয়, রীতিমতো শকের ব্যাপার!

—আরে, এই যে স্যার!

জেনি সহজভাবেই তাকে ডাকল। দীর্ঘকায়, ব্লন্ড, বয়েস একুশ-বাইশ হবে। সুন্দর মুখ, একটু খোলা সব সময়। শরীরের বহু জায়গা ট্যানড্। রোদ-খাওয়া দাগ।

—ওহো,—ডনও চমক সামলে সহজ হলো।—আঃ, আমি ভেবেছি, তোমরা পথ ভুলে এখানে হারিয়ে গেছ। এটা তো পুরুষদের লকার রুম! মেয়েদেরটা তো—

জেনির সঙ্গী মেয়েটি বাধা দিল—আমরা খুব ভাল মতোই জানি আমরা কোথায় এসেছি।

এই মেয়েটা লাল চুল, জেনির চেয়ে একটু বড় হবে বয়েসে। বোঝা যাচ্ছে, সে একটা লিডারগোছের, ডনের কাছে চেনা-চেনা লাগছে।

জেনিও সায় দিল—একজ্যাক্টলি! আমরা জেনে-শুনেই এখানে এসেছি।

লাল চুল বলল, আমি ভ্যাল সিম্পসন, আর এ হচ্ছে জেনি হিলব্র্যান্ড। আমরা ইউনিভার্সাল প্রেসের রিপোর্টার।

ডন জিজ্ঞেস করল—তোমাকেই কি কয়েকদিন আগে টেলিভিশনে দেখেছি? সেখানে মেয়ে রিপোর্টারদের একটা মিটিং জাতীয় কিছু হচ্ছিল তখন, বা অন্য কিছু।

—অন্য কিছু!—ভ্যাল হেলাভরে বলল, তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। আমাদের 'সমান অধিকার' বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল। উই ফাইট ফর ইকুয়াল রাইটস্।

ডন একটু বিভ্রান্ত। সে যা কিছু বোঝে সেটা অলিম্পিক সংক্রান্ত। 'সমান অধিকার' ব্যাপারটা তার ভাল জানা নেই। দু'জনকেই কিছুটা দুর্বোধ্য লাগল।

—ইউ সি, অলিম্পিক কিন্তু শুধু একটা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা মাত্র নয়।

জেনি যেন বোঝাতে থাকল। ভ্যালের চেয়ে ডনের ওপর তার সহানুভূতি বেশি।

জেনি বলল, অলিম্পিক আন্তর্জাতিক সংবাদ জগতের বড় অঙ্গ। কয়েক সপ্তাহ পরেই মন্ট্রিলে রাজনীতিবিদ ও গভর্নমেন্টের বড় বড় মাথা হাজির হবে—ইউ. এন-এর চেয়ে বেশি। পুরো ব্যাপারটা বিরাট খবর—বোধ হয় এ বছরের সবচেয়ে বড় খবর।

—কিন্তু তার সাথে ছেলেদের লকার রুমে আসার কি সম্পর্ক ? ডনের সরল জিজ্ঞাসা।

ভ্যাল বলল, যথেষ্ট সম্পর্ক আছে। এখানে যা কিছু ঘটে সেটা একদল স্টুপিড অ্যাথলেটের পারফরম্যান্সের উপর নির্ভর করে। এখানকার গল্প নিয়ে গল্প তৈরি হয়। সংবাদ জগতেও সমস্যা আছে। যেমন কিছু 'ডাম্ব' পুরুষ রিপোর্টারই শুধু আসে কিছু 'ডাম্ব' পুরুষ অ্যাথলেটদের সামনে। সেখানে নানা ধরনের লকার রুম টকস্ হয়। তারা জিজ্ঞেস করে, তোমরা কখন কেন হেরে যাও, কত ক্লান্ত হও, এখানে তোমরা খোলাখুলিভাবে অনেক কথা বলো, কিন্তু প্রেস কনফারেন্সে—যেখানে আমরা তোমাদের পাই—সেখানে তোমরা বিলক্ষণ সাবধান হয়ে যাও!

জেনির গলা বেশ সুরেলা। সে বলল, খবর আছে, কি জন্য সত্যি সত্যি তোমাদের পারফরম্যান্স খারাপ হয়। কোথায় তোমাদের আঘাত, কোন কথা শুনে তোমাদের কষ্ট হয়। এখানে জানা যায়, অন্য সব অ্যাথলেটরা কি করছে। কিন্তু আমরা, মেয়ে রিপোর্টাররা সে সব কিছু জানতে পারি না।

ভ্যাল সায় দিল—ঠিক কথা। আমাদের তৈরি খবরগুলো পড়ে মনে হবে পুরুষ রিপোর্টারের লেখা। তফাৎ কোথায়! আমাদের কর্তারা চটে যায়, পেছনে লাগে, আড়ালে 'ডাম্ব কান্ট' বলে গালাগাল দেয়।

ওদের মুখের ভাষা শুনে অবাক হয় ডন। জেনিকে ভাল করে দেখে। জেনির মুখ হঠাৎ লাল হয়ে উঠেছে, অস্বস্তি পেয়েছে। সে বোধ হয় নতুন এই পেশায়, ভ্যাল সিনিয়র। তার সাথে ঘুরে পৃথিবী সম্পর্কে অভিজ্ঞ হচ্ছে জেনি।

অস্বস্তিকর স্তব্ধতা, সেটা কাটাবার জন্য ডন বলে—হ্যাঁ, মনে হচ্ছে তোমার কথায় যুক্তি আছে—

ভ্যাল রাগত—আমরা যুক্তিসঙ্গত কথাই বলে থাকি। কিন্তু অলিম্পিক চালায় যে বুড়ো শুয়োরগুলো, তারা কান দেয় না, তারা তাদের ত্রুটিগুলো, আসল সত্য ঢেকে অলিম্পিকে গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য রক্ষা করতে চায়।

—তাহলে টিভিতে তোমাদের বিক্ষোভ সফল হয়নি? ডন আবার বিরক্তিকর প্রশ্ন তোলে।

ভ্যাল এবার রক্ষণাত্মক—এই মুহূর্তে তাই। কিন্তু আমরা ঠিক সময়ের জন্য তৈরি হচ্ছি, যতক্ষণ না আমাদের দাবি মানা হয়, আমরা লড়ব।

জেনি শান্তভাবে বলে—তাই আমরা ভেবেছি—যদি আমরা নিজেদের চেষ্টায় কিছুটা এগোতে পারি। ধরো, আজ রাতে এখানে লুকিয়ে ঢুকে বেশ কিছু আসল খবর যদি পেয়ে যাই! একবার পেলে, অন্যবার ব্যাপারটা সহজ হয়ে যাবে। আমরা তাই আজ রাতে এখানে ঢুকে পড়েছি। এবং নিশ্চয় তাতে আকাশ ভেঙে পড়েনি!

ভ্যাল হাসল—ধরো সবকিছু ফাটাফাটি করলাম, তুমিও মন খুলে সব বললে। তাতে কি ক্ষতি হবে? আমি জানি, ওই পাছামোটাগুলোও একই কথা ভাবে। আর আমাদের

খবর ওদের কাছে তাড়াতাড়ি পৌঁছবেই—যেভাবেই হোক—এমন কি ওর, যদি কফিনে ঢোকে, তবুও!

ডন আবার জেনির দিকে তাকায়। জেনির চোখ মেঝের দিকে। ডন একটু ভাবে, তার অস্বস্তি কেটে গেছে। একটি মেয়ে সবে শুরু করেছে, কিনারায় এসেছে। আরেকজন পাকাপোক্ত, তাকে খোলাখুলি ইন্টারভিউ দিতে কোনও বাধা নেই। ডন নিজে এখন আত্মবিশ্বাসী।

—ঠিক আছে। দেখাই যাচ্ছে, তোমরা আমাদের লকার রুমে ঢুকতে পেরেছ। এখন, আর কি চাই?

ভ্যাল চটপট উত্তর দিল—এখন আমরা কাজ শুরু করব। আর কে আছে এখানে?

ডন হাসে—তোমরা কি ঠাট্টা করছ? ভেবেছ, এইটুকু জায়গায় কুড়িজন পুরুষ ভিড় করে আছে? অবশ্য, তোমরা এসেছ শোনামাত্র ওরা দৌড়ে আসবে। কিন্তু লাভ কি! এই মুহূর্তে এখানে আমি ছাড়া কেউ নেই।

ডনের গলায় বেশ আত্মগর্ব।

—শুধু তুমি!—ভ্যাল হঠাৎ একটু ভীত—কিন্তু তুমি তো—মানে তোমার ভূমিকা তো তেমন কিছু নয়—আই মিন, নট দ্যাট ইমপরট্যান্ট, তাই না?

ডনের মুখ রক্তবর্ণ। ইচ্ছে হলো ভ্যালের পশ্চাদদেশে একটা সবেগে পদাঘাত করে।

জেনি সামাল দেবার চেষ্টা করে—তোমার নাম কি?

—ডন, ডন কিংসলে।

—ডন, মনে হচ্ছে তুমি একজন সুইমার বা ডাইভার!

—ডাইভার। মিডল্ বোর্ড।

—মেডেল পাবার ব্যাপারে কতটা আশা তোমার?

প্রথমে কাঁধ ঝাঁকিয়ে শ্রাগ্ করল ডন—কোনও আশাই নেই! তারপরেই মনে পড়ল ডেবির সাথে তার বিশেষ অধিবেশন—এবং এর সুফল! মনে পড়া মাত্র কিছুটা রহস্য নিয়ে বলল, তবে আগের চেয়ে আমি এখন বেশি আশাবাদী!

—কি বলতে চাইছ?

ভ্যাল বাধা দিল—শোন জেনি, আমরা দু'জনে কি ব্যাপারে একমত হয়েছি—মনে আছে? আমরা ঠিক করেছিলাম—ইন্টারভিউ হবে ঠিক লকার রুমের উপযুক্ত পরিবেশে, তাই না? আমাদের পুরুষদের থেকে আলাদাভাবে ধরা সহ্য হবে না—সেটা কিন্তু মূল বিষয়!

জেনি একটু দ্বিধাভরে উত্তর দিল—হ্যাঁ, ঠিক কথা।

ডন অবশ্য ওদের এসব কথার মানে ঠিক করতে পারছে না। কিন্তু এটুকু অবশ্য বোঝা যাচ্ছে, ভ্যাল বেশি উৎসাহী, জেনি ততটা নয়।

ভ্যাল জিজ্ঞেস করে—আমরা যখন এলাম, তুমি ঠিক কি করছিলে?

—আমি! আমি চুপচাপ বেঞ্চের ওপর বসেছিলাম।

—বেশ! তারপর কি করতে যাচ্ছিলে?

—আমি ঘাম মুছে, শাওয়ারের নিচে ভাল করে স্নান করতাম।

—বেশ, তাই করো।

ভ্যালের গলায় যেন দাবি ধ্বনিত হলো।

যদি একটা অনুরোধ ধরা হয়, তবুও এর মানেটা পরিষ্কার। সে বুঝল না কি প্রতিক্রিয়া শোভন হবে তার পক্ষে। সে লক্ষ্য করল—ভ্যাল কনুই দিয়ে জেনির পাঁজরে একটু খোঁচা দিল। কিসের ইঙ্গিত?

জেনি বলল, ঠিক আছে ডন, তুমি তাই করো। তোমার লকারে যাও, আর যা করতে চাইছিলে, তাই করো।

জেনি হেলিব্র্যান্ডের কথাগুলো বেশ দুঃসাহসী। কিন্তু তার মনে হচ্ছে—এখানে এইভাবে না এলেই ভাল হতো। নারীর সমান অধিকার বিষয়টা চিন্তা-ভাবনার পক্ষে ঠিক আছে, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে পুরুষদের লকার রুমে তার প্রমাণ দেওয়া বা নেওয়া বেশ কঠিন ব্যাপার।

জেনির মনে পড়ল তার প্রেমিকের কথা—যার নাম হল্। তিন সপ্তাহ পরে তাদের বিয়ে। ইতোমধ্যে হলের সাথে শুয়েছে জেনি, সেই শোওয়া যথেষ্ঠ উপভোগ করেছে। কিন্তু হল্-ই একমাত্র পুরুষ যার সাথে তার এতখানি ঘনিষ্ঠতা হয়েছে—বা যাকে সে উলঙ্গ দেখেছে। আর কাউকে নয়।

তাই এখন একজন উলঙ্গ অ্যাথলেটের ইন্টারভিউ নেওয়ার ব্যাপারে তার পক্ষে, তার নীতিবোধের দিক থেকে সায় দেওয়া মুস্কিল। কিন্তু ভ্যালকে সে তার এই ভয়ের কথা আগে বলেনি। যাই হোক, এই রিপোর্টিং—এই অলিম্পিক বিষয়ের দায়িত্ব তার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

—ও. কে—ডন বলল। সে রওনা হলো লকার রুমে তার নিজের জায়গায়।

তাকে অনুসরণ করল ভ্যাল ও জেনি।

ভ্যাল বকবক শুরু করল—এইমাত্র তুমি বললে তোমার মেডেল পাবার সুযোগ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। এই উন্নতি কি ভাবে হলো?

—হ্যাঁ, এর জন্য মূলত অপূর্ব কোচিং—যা আমি সম্প্রতি পেয়েছি।

ওরা লকারের সামনে এসে গেছে।

—কোচিং? কার কোচিং?

—ডেবি উইলি।

ডেবির নাম উল্লেখমাত্রই ডনের চোখে নানা দৃশ্য খেলা করতে শুরু করল। ডন যেন দেখতে পাচ্ছে, টেবিলে শোওয়া ডেবির হাত-পা মেলা অপূর্ব ভঙ্গিমা। তার কানে ডেবির কণ্ঠস্বর পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে—'পুরুষাঙ্গ যত দীর্ঘ হবে, মেয়েরাও তত বেশি ভালবাসবে।' মনে পড়ে—ডেবির মুখ, ডনের ঔরস-প্লাবিত ঠোঁটের অপূর্ব হাসির রেখা—'হ্যাঁ, এইভাবেই তোমার ইন্দ্রিয় মেয়েদের মনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে!'

যে ডন কিংসলে এই ঘটনার মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগে ঠিক করে ফেলেছিল সে বিদায় নেবে, যে পুরুষাঙ্গকে তার কাছে বিভীষিকা বলে জানানো হয়েছিল, যা নিয়ে সব উপহাস করত,—আর ডেবি উপাখ্যানের পর ডন বুঝে গেছে—জেনি ও ভ্যালের প্রতিক্রিয়া একই রকম হবে! তারা তার বৃহৎ লিঙ্গকে ভালবাসবে, ভীষণ আদৃত হবে তার অঙ্গ।

ডন কাঁধের তোয়ালে লকারে ছুঁড়ে ফেলল।

জেনি প্রশ্ন করে—আচ্ছা, ডেবি উইলি তো সুইমিং কোচ, তাই না?

—হ্যাঁ—ডন তার স্নানের পোশাকের ধারে আঙুল রাখে।

—তুমি তার সাথে যুক্ত হলে কি ভাবে—ভ্যাল জিজ্ঞেস করে। তার আশা, এর উত্তরে একটা মোটামুটি ইন্টারেস্টিং নিউজ স্টোরি পাওয়া যাবে।

ডন নিচু হয়ে তার পোশাক হাঁটু পর্যন্ত নামিয়ে দিয়েছে।

—আমি প্র্যাকটিস করছিলাম, সে আমায় লক্ষ্য করছিল। ব্যস্!

ডনের পোশাক এবার পায়ের পাতায়।

ডন এবার উঠে দাঁড়ায়।

তার বিশাল অঙ্গ, নরম অবস্থাতেই পূর্ণ আট ইঞ্চি, যেন কুণ্ডলীকৃত সাপের সহসা ফণা তোলার মতো লাফিয়ে উঠল।

জেনি হিল্‌ব্র্যান্ড নিজের অজান্তেই লকারের গায়ে ছিটকে গেল। ছোট ঘরের দেয়ালে এই ধাক্কার শব্দ জেগে উঠল। প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে গেল বড় ঘরে।

—তোমায় লক্ষ্য করছিল বলতে কি বোঝায়?

ভ্যাল প্রশ্ন করে চলে। তার দৃষ্টি ডনের চোখের দিকে। সে আগে থাকতেই প্রস্তুত ছিল। পুরুষের লকার রুমে ইন্টারভিউ নিতে গিয়ে প্রমাণ করতে হবে নারী ও পুরুষ সমান, ইকুয়াল। সে জানে, পুরুষ রিপোর্টাররা অ্যাথলেটদের লিঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত করার প্রয়োজন অনুভব করে না। কিন্তু সে নারী হয়ে যদি অন্যরকম প্রতিক্রিয়া দেখায়, তাহলে সে আর পুরুষদের সমকক্ষ হবে কি করে?

এদিকে জেনি ভাবছে, সে চোখে ভুল দেখছে কিনা! কিছুক্ষণ চোখ বুজে থেকে সে আবার স্পষ্ট করে তাকাল। কিন্তু ভুল কিছু নয়। বিশাল দণ্ড উন্মুক্ত, স্বস্থান থেকে তরুণটির উরুর অনেকটা নিচ পর্যন্ত দোদুল্যমান। জেনির এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না, এই আকৃতি সম্ভব! আবার দেয়ালে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করল সে। মাথা ঝিমঝিম করছে।

নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করল—হে জেনি, তুমি এখন নিজে অতিরিক্ত উত্তেজনার বশবর্তী। অনেকক্ষণ ধরেই লকার রুম নিয়ে তোমার উৎকণ্ঠা জমা হচ্ছিল। তাই তোমার নার্ভাস লাগছে এখন। তাছাড়া, তোমার মনে অপরাধবোধ জাগছে, কারণ তুমি হল্‌কে, তোমার সেই প্রেমিককে জানাওনি যে তুমি পুরুষদের লকারে যাচ্ছ। তুমি জানতে, সে বাধা দেবে। সব মিলিয়ে তোমার অবচেতন মনে ভ্রমের সৃষ্টি হচ্ছে, তুমি ভুল দেখছ। কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকো, তারপর চোখ মেলে দেখবে সবকিছু স্বাভাবিক!

জেনি চোখ খোলে।

আরে, সেই বিশাল যন্ত্র একইরকম দৃশ্যমান!

এবার জেনির চোখ বিশদভাবে পর্যবেক্ষণ করতে বাধ্য। শুধু অবিশ্বাস্য আকৃতি নয়, বিশাল এর স্থূলতা, আনবিলিভেবল থিকনেস! অ্যাজ থিক অ্যাজ হার রিস্ট। তার কব্জির সমান স্থূল। সারা ইন্দ্রিয় জায়গায় জায়গায় ফুলে রয়েছে, যেন হট ডগ খাবারটাকে বহুক্ষণ ধরে সিদ্ধ করা হয়েছে।

জেনির মিশ্র প্রতিক্রিয়া—শ্রদ্ধা, ভয় ও কৌতূহল—সব মিলেমিশে গেছে। বিশাল দণ্ড থেকে মনোযোগ সরিয়ে নেবার জন্য সে ডনের কথায় কান পাতল: প্রকৃত সাফল্যের উৎস হলো শান্ত থাকা, আত্মবিশ্বাস বজায় রাখা। রিল্যাক্সেসন অ্যান্ড কনফিডেন্স! মিস উইলি আমাকে এই শিক্ষাই দিয়েছে। তুমি পৃথিবীর সব গুণের অধিকারী হলেও যদি এই দুটো না থাকে—

জেনির মন জুড়ে বসেছে সেই বিশাল দণ্ড! আর কিছু নয়। ডন এগিয়ে আসছে, ডনের কথা এখন আর জেনির কানে ঢুকছে না, ডন জেনির সামনে। দুই পায়ের মাঝে ঝুলন্ত পেন্ডুলাম দু'পাশে দুলছে। কি করতে যাচ্ছে ডন? সে কি তার বিশাল ইন্দ্রিয় নিয়ে—

কিন্তু না। জেনি নিরাপদ। তার পাশ দিয়ে ডন শাওয়ারের দিকে এগোল। ইন্দ্রিয়ের একটা পাশ দেখা যাচ্ছে—আ প্রোফাইল ভিউ! জেনি মন্ত্রমুগ্ধ। সামনে থেকে যেমন দেখাচ্ছিল, এখন তার চেয়ে স্থূলতর, এবং আরও বেশি মাংসল মনে হচ্ছে।

জেনির পক্ষে নিজের আবেগ রোধ করা ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ছে। ডনের পেছনে ভ্যাল, ভ্যালের পেছনে জেনি। কিন্তু এই অনুসরণ অনেকটা যান্ত্রিক। এই শেষ দু'বছর ধরে জেনি সর্বদাই ভ্যালের পেছন পেছন ঘুরেছে। কিন্তু আজ স্বতঃস্ফূর্ত অনুসরণ সম্ভব হচ্ছে না। স্বাভাবিক সাংবাদিক পেশার প্রশ্ন, উত্তর নোট করা এবং রিপোর্ট তৈরির চিন্তা এখন মাথায় নেই। ভ্যাল প্রশ্ন করছে, ডন উত্তর দিচ্ছে, কিন্তু জেনি কিছুই শুনতে পাচ্ছে না।

জেনির মনে সেই একই চিন্তা! ওই বিশাল—

ডনের পেছন পেছন শাওয়ার রুম! ডনের পেশিবহুল পিঠ ও পশ্চাদদেশ আকর্ষণীয়। শাওয়ারে ঢুকে ডন ট্যাপ ঘোরাল। জল আসছে, ডন এক টুকরো সাবান হাতে নিল।

হঠাৎ জেনি পাঁজরে আবার কনুই-এর গুঁতো টের পেল।

ভ্যালের ফিসফিস, কিন্তু কঠোর গলা—কি হয়েছে তোর? তুই নোট নিচ্ছিস না কেন?

জেনি ঢোঁক গিলল। কোনওমতে বলল, তুমি কি ওটা দেখনি?

—দেখিনি? কোনটা, কি?

—ওর...ওই...ওই জিনিসটা!

—কি জিনিস? তুই বলতে চাইছিস ওর ওই ঠোকর মারার অঙ্গটি! দ্যাখ, আমরা প্রফেশনাল, এখানে কাজ করতে এসেছি, আমরা মোটেই—

—একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখ!—জেনির মুখ লজ্জায় লাল, তবু বলতে হলো।

—কি দেখব?

—যখন স্নান করতে করতে ও সামনে ঘুরবে, তখন একবার ভাল করে দেখো!

ডন সাবানের ফেনায় ভরে তুলেছে সর্বাঙ্গ। এইবার উষ্ণ জল ঝরছে তার ক্লান্ত দেহের ওপর। সে বেশ জোরে জোরে কথা বলছে—কিভাবে ডেবি তাকে রিল্যাক্সেসন অ্যান্ড পারফরম্যান্সের যোগসূত্রের রহস্য বুঝিয়ে দিল। সেই সাথে কিছু ডাইভিং টেকনিকের টিপস্!

কিন্তু ডনও বুঝে গেছে জেনির মন কোন দিকে। ডনের বিশাল অঙ্গ জেনির মন পুরোপুরি ছেয়ে ফেলেছে।

ডেবি ঠিকই বলেছিল—'দ্য বিগার দ্য কক্, দ্য বেটার আ গার্ল লাইকস্ ইট।' ডনের এখন যেটা দেখার—সেটা হলো ওই ভ্যাল কুত্তিটার এটা দেখে কি প্রতিক্রিয়া হয়! সে জানে, এই দুটো মেয়েকেই এই লকার রুমে যথেষ্ট ভালভাবেই উপভোগ করা যাবে। এখন আর চব্বিশ ঘণ্টার আগের নার্ভাস তরুণ সে নয় যে মেয়ে দেখলেই ভয় পেত।

—তাই মিস উইলি যা যা বলল, আমি তাই তাই করলাম—বলতে বলতে ওদের সামনে ফিরল ডন। সে এবার কাছে এগিয়ে আসছে—আরও, আরও, আরও—যাতে ওরা পাশ থেকে তার বিশাল অঙ্গ পুরোপুরি দেখতে পায়।

—হ্যাঁ, সত্যি, মিস উইলির কোচিং-এ আমি আশ্চর্য সুফল পেয়েছি। আমি নিজে বুঝেছি—

—মাই গড!

এবার ভ্যাল নিজের মুখে হাত চাপা দিয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে।

ডন যেন কিছু বুঝছে না—কি হলো! বলতে বলতে সে ওদরে দিকে পরিষ্কার সামনাসামনি নিজেকে সগর্বে প্রদর্শন করল। ভ্যাল সিম্পসন এখন বোবা, বাক্যহারা। হ্যাঁ, ডন বুঝেছে কি ভাবে এই কুত্তিটাকে চুপ করানো যায়। হাউ টু শাট আপ দ্যাট বিচ্।

জেনি কি করছে! ওই সোনালি রঙের কোঁকড়া চুল মেয়েটা?

জেনির চোখ বিস্ফারিত, বিশাল দণ্ডে নিবদ্ধ।

জেনি ভ্যালকে বলল, দেখ, আমি কি বলতে চাইছি। এমন জিনিস আগে কখনও দেখেছ?

—না...না...অবশ্যই নয়।

—আমিও না। জানতাম না, এমন কিছু থাকতে পারে।

তন্ময় জেনি বলে চলে—আমি নিজে অনভিজ্ঞ, কিছুই দেখিনি, বুঝিনি। মানে শুধু আমার প্রেমিকের পুরুষাঙ্গ দেখেছি, তাছাড়া—

কথা শেষ করতে পারে না।

—কিন্তু আমি তো অনভিজ্ঞ নই।—ভ্যাল বলে—আমি বহু যন্ত্র দেখেছি। তবে এমনটি কখনও দেখিনি, সত্যি।

জেনি যেন আশ্বস্ত হতে চায়—তার মানে, বেশির ভাগ পুরুষ এত 'বড়' নয়, তাই না?

—বোকা মেয়ে শোন, আমি বহু পুরুষাঙ্গ দেখেছি, তারা কেউই এর ধারে কাছে আসে না!

—তাহলে এটা প্রকৃতির একটা অতিরিক্ত খামখেয়ালি?

—হ্যাঁ, যেমন 'জস্' সিনেমার হাঙরটা!

—তাহলে হল্, মানে আমার প্রেমিকেরটার ব্যাপারে কোনও ত্রুটি নেই তো?

—মোটেই না। অবশ্য যদি ওর লিঙ্গ তোর পক্ষে যথেষ্ট হয়, তবেই। এটা ব্যক্তিগত ভালমন্দের ব্যাপার। বুঝেছিস!

—মানে, আমি ঠিক জানি না। হল্ উত্তেজিত অবস্থাতেও এর নরম অবস্থার আকৃতির কাছে আসে না। আমি কখনও হলের সাথে চরম তৃপ্তি, আই মিন অরগ্যাজম্, পাইনি। তাই আমি একা একা, নিজে নিজে, তুমি আমার কথার মানে ধরতে পারছ নিশ্চই—

জেনির মুখ লাল—জানি, এটা ঠিক নয়, কিন্তু কি করব! আমি ভাবি, রচম তৃপ্তি ব্যাপারটা কি—

ডন ঠাট্টা করল—চেষ্টা করো, বুঝতে পারবে।

নিজের অঙ্গটি মুঠোয় কঠোরভাবে তুলে ধরে জেনির দিকে এগিয়ে যায় ডন। এতক্ষণ মেয়ে দুটো যেন নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। যেন ডন সেখানে অনুপস্থিত। তাই ডন মঞ্চে প্রবেশ করল, এরপর হয়তো অ্যানাটমির ক্লাস শুরু হবে।

এখনও পুংদণ্ড ডনের স্বহস্তে ধরা, অগ্রভাগ আঙুল ছাপিয়ে সামনে সামান্য ঝুঁকে পড়েছে। সে জেনিকে বলল, এগিয়ে এসো, সামনের দিকটা টাচ্ করো, দেখবে যাদুমন্ত্রের কাজ হচ্ছে!

—এটা কি আরও বড় হবে?—জেনির অবাক জিজ্ঞাসা।

—সেটা নিজেই পরীক্ষা করো।

একটা পতঙ্গ যেমনভাবে আগুনের শিখার দিকে এগিয়ে যায়, জেনির ডান হাত সেইভাবে প্রসারিত। সে জানে, কাজটা ঠিক হচ্ছে না, সে বুঝছে, সারা জীবন যত উচিৎ কথা শিখেছে, সেগুলো ভঙ্গ হচ্ছে আর ভাবী স্বামীর প্রতি গর্হিত অন্যায় তো আছেই।

কিন্তু এই আকৃতি তাকে অসহায় করে ফেলেছে। সে এটাকে অনুভব করতে চায়, অন্তত এক মুহূর্তের জন্য হলেও এর অপূর্ব বৈশিষ্ট্যের অভিজ্ঞতা লাভ করতে সে ইচ্ছুক।

এগিয়ে এলো জেনি। তার আঙুলের মাথা ডনের পুরুষাঙ্গের মুখ স্পর্শ করল। ক্রমশ এক আঙুল থেকে দুই এবং দশ আঙুল সেই দণ্ডটি ঘিরে স্পর্শ ছড়াতে লাগল—যেন এক অন্ধ হাত দিয়ে কিছু ছুঁয়ে বোঝার চেষ্টা করছে—কি এই সামগ্রী!

ডনের নিজের হাত এবার অঙ্গের গোড়ায় সরে এলো—জেনিকে সামগ্রিক স্পর্শের সুযোগ দিতে।

—ঠিক আছে, পুরোটা হাতের মুঠোয় ভাল করে ধরো।

জেনি বাধ্য মেয়ে। অঙ্গের গোড়া পর্যন্ত হাত পাতল। তার করতলের উপর এখন স্থাপিত ডনের পূর্ণ পুরুষাঙ্গ। অনেকটা কসাই-এর হাতে রাখা একটি বিশাল মাংসখণ্ডের মতো। যদিও জেনির হাত নরম, কসাই-এর সাথে তুলনা চলে না।

—ভারী, ভীষণ ভারী। তুমি যখন চলাফেরা করো, তখন এর ওজন তোমাকে সামনে ঝুঁকিয়ে দেয় না?

—না, এটা তো অভ্যেস হয়ে গেছে।—ডন এবার জেনির মুগ্ধ প্রশংসা উপভোগ করে।

—কিন্তু আমার এ ধরনের কাজের অভ্যেস নেই।—জেনি বলে।

—কিন্তু তোমার ভাল লাগছে। তাই না?

—হ্যাঁ, তা তো বটেই, কিন্তু...তোমার এই যন্ত্র বেশ শক্তিশালী, বেশ সুন্দর।

—যখন সম্পূর্ণ শক্ত হবে, তখন আরও সুন্দর হবে।

এবার যেন প্রভুর নির্দেশে কাজ করছে জেনি। তার বাঁ হাত এগিয়ে এলো। পুরুষাঙ্গের মুখে নরম পিচ্ছিল ত্বকে আদর, পোষা বেড়ালের গায়ে যেমন হাত বোলায় মানুষ, তেমন আদর। আগ্রহী, আয়াসভরা হাত-বুলন।

—এই দেখ, তোমার পেনিস্ এবার মোটা হতে শুরু করেছে!

বলতে বলতে অবাক চোখে ডনের মুখে তাকায় জেনি। এই প্রথম সে ডনের মুখের দিকে তাকাবার সময় পেল।

এতক্ষণে ভ্যাল কথা বলল, আরে, অদ্ভুত যন্ত্রটা এবার লম্বায় বেড়ে চলেছে—

দুটি মেয়ে এবার একমনে দেখছে একটি পুংদণ্ডের ক্রমশ বৃহৎ আকৃতি ধারণ। বৃহৎ থেকে বৃহত্তর।...এবার এইবার জেনির হাত থেকে সেই অঙ্গ ছিটকে গেল।

জেনির প্রশংসা—আরে, এবার নিজে নিজেই সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভ্যাল যেন আদেশ করল—হ্যাঁ, তুই হাত সরা। আমি একবার ভাল করে দেখি।

জেনি হাত সরাল, ডনের যন্ত্র যেন এক দৃঢ় শাণিত খাড়া ইস্পাতের অস্ত্র। সব দিক থেকে সাগ্রহে একে দেখছে ওরা, অবাক মনে—যেন অষ্টম আশ্চর্য।

জেনি ভাবল—এমন জিনিস কি ভাবে কোনও মেয়ের শরীরে প্রবেশ করবে! ফিসফিস করে ভ্যালকেও এ প্রশ্ন না করে পারল না।

—ঠিক জানি না—ভ্যালের উত্তর—কিন্তু এই সুযোগ ছাড়লে আমি সারা জীবন পস্তাব।

ব্লাউজের বোতাম খুলতে শুরু করে ভ্যাল। জেনি এতক্ষণ ধরে এই দৈত্যাকৃতি যন্ত্র নিয়ে যে খেলা খেলছিল, সেই দৃশ্য ভ্যালকে দারুণ উত্তেজিত করেছে। তার দুই উরুর মধ্যে 'লাভ জুইস'-এর ক্ষরণ শুরু হয়েছে, ক্লিট যেন ফেটে পড়তে চাইছে।

ব্লাজউ খুলে জেনির হাতে দেয় ভ্যাল।

এইবার ডনের বিস্ময়ের পালা।

ভ্যালের জামার নিচে কোনও ব্রা ছিল না। বুকের ওপর থেকে ঠেলে উঠে আসা দুই গ্লোব সুগোল ও বিশাল। বেশ মোটা লাল স্তনবৃন্ত—তার চারপাশে অনেকখানি জুড়ে স্তনবৃন্তের গোড়ার রঙিন চামড়া—ফুটো ফুটো অজস্র।

বোঝা যাচ্ছে ভ্যাল কতটা উত্তেজিত।

ডনের সামনে এসে টান হয়ে দাঁড়াল ভ্যাল।

—তাকাও আমার বুকের দিকে—কেমন লাগছে?

ডন দু'হাত বাড়িয়ে সাগ্রহে এই নিবেদন গ্রহণ করে। এটা ভ্যালের কথার কার্যকরী উত্তর। দুই বুক একটু তুলে ধরে, যেন সযত্নে দুটো বাতাবি লেবু পর্যবেক্ষণ করছে।

ভ্যাল হাসল—ভেব না তুমি একাই বিশেষ গুণের অধিকারী! যাই হোক...আমাদের কাজ শুরু হোক। একটা ট্রেনিং টেবিল দরকার। ওই তো—

ভ্যাল এগিয়ে গেল। ডন ও জেনি অনুসরণ করছে। জেনির দৃষ্টি আবার নিবদ্ধ ডনের দোদুল্যমান ইন্দ্রিয়ের দিকে।

ওরা ফিজিক্যাল থেরাপি রুমে এলো।

ভ্যাল একটা চামড়ার গদিওয়ালা ম্যাসেজ টেবিল পেয়ে গেল। লাফ মেরে উঠে বসে ডনের দিকে তাকিয়ে হাসল সে। কোমরের বাঁধন খুলছে ভ্যাল। স্ট্রিপটিজ্-এর স্ট্রিপারের মতো হাসি, পাকা হাতে স্ল্যাকস্ খুলল সে, উরু পর্যন্ত নামিয়ে দিল। একটু থামল, হাসল,—সেই দুষ্ট কামনাভরা ভঙ্গি, তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিল স্ল্যাকস্। জামার নিচে যেমন ব্রা ছিল না, তেমনি স্ল্যাকস্-এর নিচে কোনও প্যান্টি নেই। তাই ডনের চোখের সামনে ভ্যালের উরুসন্ধিক্ষণের একগুচ্ছ লাল বুনো ঝোপ স্পষ্ট হয়ে উঠল। ডনের দৃষ্টি লক্ষ্য করল ভ্যাল। হ্যাঁ, এবার ঠিক মতো এগোতে হবে।

দুই পা দু'দিকে ছড়িয়ে দিল সে--ক্রিমসন রঙের লালচে স্ত্রী-অঙ্গ। পশ্চাদদেশ ঠিক মতো টেবিলের ওপর রেখে পজিশন নিল ভ্যাল। অবশ্য ডন কিংসলেকে নিয়মমাফিক

নিমন্ত্রণ করার কিছু নেই। তার পুরুষাঙ্গ উত্থিত, কম্পিত এবং স্বাভাবিক ভাবেই সে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগোবে। ডনের পুরুষাঙ্গ এবার ভ্যালের তলপেটের ওপর স্থাপিত। ডান হাতে সেটাকে মুঠো করে ধরে ভ্যাল। তারপর লিঙ্গ মুখকে গাইড করে এনে যোনিদ্বারে নিয়ে আসে। এইবার সে অপেক্ষা করে—প্রবল বেগে ডন প্রবেশ করুক তার দেহে—আঘাতের পর আঘাতে তাকে সুখের যন্ত্রণায় অস্থির করে তুলুক।

ডন লক্ষ্য করল, ভ্যাল ডেবির চেয়েও বেশি পিচ্ছিল। রসসিক্ত। প্রথমে তিন ইঞ্চি, চার এবং আরও কিছুটা অগ্রগতি। পিছিয়ে এসে আবার দ্রুত অগ্রগমন, প্রায় অর্ধাংশ প্রবিষ্ট।

ভ্যালের মধুর আর্তস্বর—আঃ, গড্, দ্যাট ইজ আ থিক্ প্রিক।

ডনের আঘাত শুরু।

—ওঃ নো, বিগ বয়—ভ্যাল বলে—তুমি একা নও। আমরা দু'জন একসাথে খেলব।

ডন তবু এগোতে চায়। ভ্যালের হাতের সহসা বাধাদানে অবাক ডন। কি চাইছে ভ্যাল! তার নিম্নাঙ্গে অবিরত ঘূর্ণিপাক গহ্বরের বন্যা তো বুঝিয়ে দিচ্ছে সে পূর্ণগ্রহণের জন্য আকুল! তবে?

ডন আক্রমণ থামায় না। এবারের প্রচেষ্টায় প্রায় আট ইঞ্চি প্রবেশ। অর্থাৎ আর তিন-চার ইঞ্চি এগোলেই পূর্ণগ্রাস। কিন্তু ভ্যালের হাত তার পুরুষাঙ্গের গোড়ায়—সে বুঝতে পারছে আর কতখানি বাকি।

—সুন্দর! খুব ভাল! দু'জনে একতালে চলব বলেছি। চলো, আমরা আবার নতুন করে শুরু করি, দোলনার মতো।

ডনের পুরুষাঙ্গকে যেন জোর করে বের করে দেয় ভ্যাল। তারপর আবার আমন্ত্রণ। দোলনায় দোলার মতো ভঙ্গিতে ডনের পুনরাগমন। নৃত্যছন্দে। ভ্যালের গহ্বর তাকে গ্রাস করে, তার সমস্ত লালসা অঙ্গটিকে চিড়ে ফেলেছে। ডনের দুই পা, তলপেট, অণ্ডকোষ—এমন কি সারা মন এবার পুলকে ছেয়ে গেছে।

গোঙানি ডনের কণ্ঠে। হাত দিয়ে টেবিলের সাপোর্ট নিয়ে প্রাণপণে নিজেকে ঠেলে দেয় ডন। চোখের কোণ দিয়ে কিছু একটা দেখতে পায় ডন। চমকে ওঠে।

পাশে দাঁড়িয়ে আছে জেনি হিলিব্র্যান্ড। নিম্নাঙ্গ সম্পূর্ণ নগ্ন। আশ্চর্যের বিষয়, জেনির তলদেশে বিন্দুমাত্র লোম নেই। পরিচ্ছন্ন, নির্লোম তার যোনিদেশ উন্মুক্ত। জেনির মুখে অপার্থিব ভঙ্গিমা। সে যেন ধ্যানস্থ, তার দৃষ্টি শুধুমাত্র ডনের পুরুষাঙ্গের দিকে, এইমাত্র যেন খাপখোলা তরবারি। ভ্যালের গহ্বর থেকে মুক্ত।

কি চাইছে জেনি? ঠিক বোঝা যায় না। তার মুখে লালসা, কামনা নয়, এক স্থির বিস্মিত ভক্তি মেশান দৃষ্টি। সে অপেক্ষারত, নিজের অধোদেশ নগ্ন করে, কখন ডনের বিশেষ অঙ্গ তাকে দয়া করবে।

জেনির এই মূর্তি ডনের মনে নতুন ঢেউ তোলে। কিন্তু সামনে ভ্যাল, তার প্রতি কর্তব্য এখনও অসম্পূর্ণ। তীব্রবেগে ভ্যালকে আঘাত করে ডন—অ্যাজ ফার অ্যাজ হিজ ডিক্ ক্যান এনটার হার হট বক্স।

জেনি কাছে এলো। তার গায়ে ছোট জামা, কিন্তু নিম্নাঙ্গ নগ্ন। সে এসে ভ্যালের মাথার পেছনে টেবিলের কাছে দাঁড়াল। খুব মন দিয়ে ভ্যালের দুই বিশাল স্তন দেখছে জেনি।

ডন নিজের জোরে, নিজের দক্ষতায় পূর্ণ দখল চাইছে। কিন্তু সম্ভব নয়, ভ্যালের হাতের গাইড ছাড়া সম্ভব নয়। চরমানন্দের পূর্ব মুহূর্ত এসে গেছে! ভ্যালের হাত এখন তার লিঙ্গের গোড়ায় চেপে-ধরা। ভ্যালের চোখের দৃষ্টি বলছে সেও অরগ্যাজম-এর মুখে। ডন এবার বিস্ফোরণ ঘটাল! ইট ইজ আ গ্রেট কান্ট। এক ও দুই ঝলকে বীর্য প্লাবন। জেনি খুব কাছ থেকে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটা লক্ষ্য করল।

ভ্যালের প্রতিক্রিয়া কিন্তু পূর্ণ তৃপ্তির নয়। ডন একটু তাড়াতাড়ি ফেটে পড়েছে। আরেকটু সময় থাকা দরকার ছিল। ভ্যাল আরও সময় চেয়েছিল।

—এত তাড়াতাড়ি! এখনই! উই কেম টু-উ সুন! এই হারামজাদা পুরুষগুলো—সব সমান!—ভ্যাল চিৎকার করে।

জেনি প্রতিবাদ জানায়—না, মোটেই সবাই সমান নয়। কিছুতেই না।

ডন চমকিত।

জেনি বলে—আমি এখনই তোমাকে চাই। পারবে?

—নিশ্চয়।...শুধু একটু আদর করো এটাকে।

সিক্ত পুরুষাঙ্গে দুই হাতের ঘর্ষণে আবার বিদ্যুৎ তরঙ্গ সৃষ্টি করে জেনি। ডনের স্পার্ম আর ভ্যালের লাভ জুসে ভিজে চপচপ করছে এই অঙ্গ। একে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলের মাপে তুলে ধরে জেনি। বাঁ হাতে লিঙ্গের গোড়া আর ডান হাতে লিঙ্গমুখে ধীরে ধীরে ঘর্ষণ দান করে জেনি। দ্রুত স্ফীত হতে থাকে ডন।

জেনির পাঁজরে হাত রাখে ডন। সেই হাত নেমে এসে জেনির দুই পশ্চাদদেশ পীড়ন করতে থাকে। ঠিক পীড়ন নয়, বলিষ্ঠ হাতের আরামদায়ক ম্যাসেজ।

জেনির যোনিদেশ যেন শিশুর মতো। নরম, মসৃণ, লোমহীন, পরিচ্ছন্ন, নির্দোষ! শিশুর মতোই অসহায়। সন্দেহ হয়, কোনও আক্রমণ সহ্য করতে পারবে কিনা।

আরেক হাতে ডনের আঙুল জেনির যোনির মুখের ওষ্ঠদেশ খুলে ধরে। ছোট্ট ক্লিটরিচ উঁকি দিচ্ছে। বুড়ো আঙুল দিয়ে ঘষা দেয় ডন। তারপ দুটি আঙুল ছোট গহ্বরে প্রবেশ করে।

—না, আমি আঙুল চাই না, ইওর বিগ পেনিস ইজ হোয়াট আই ওয়ান্ট।

ডন এবার অবশ্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত!

ভ্যাল জিজ্ঞেস করে—আরে তুই পারবি তো! এত বড় এই যন্ত্রকে...তুই তো বড় কিছু কখনও পাসনি। তোর অভ্যেস অনেক ছোট জিনিস নিয়ে...সাবধান!

ভ্যাল সত্যিই উৎকণ্ঠিত। তাছাড়া জেনি মনের দিক দিয়েও পরিণত নয়। ও বরাবরই একটু নীতিবাগিশ মেয়ে।

জেনি হাত সরিয়ে নিজের মাথায় সুন্দর চুল ঠিক করে।

—হ্যাঁ, আমি জানি...অসুবিধে হতে পারে। তবু একবার চেষ্টা করে দেখি! এই এত বড়—

—ঠিক আছে, আমি তোকে যতটা পারি সাহায্য করব।

ভ্যাল টেবিল থেকে নামে। এবার জেনির পালা। ডন কিন্তু ভ্যালের বিশাল দুই বুক থেকে চোখ সরাতে পারছে না। এখনও দেখামাত্রই উত্তেজনা আসছে। যাই হোক এবার জেনির দিকে মন দিতে হবে। মন মানে দেহ, দেহ মানে দেহের অংশ। অংশ মানে লিঙ্গ। এর মধ্যে অন্য চিন্তা নেই।

একটাই চিন্তা—লিঙ্গের কতখানি! যথেষ্ট অভিজ্ঞতা নেই জেনির। তাই—

—কোনও ভয় নেই। এই বৃহৎ অঙ্গ তোমায় ঠিক সেবাই করবে।

জেনির হাল্কা নরম শরীর তুলে ধরে টেবিলে শুইয়ে দেয় ডন। জেনি যতটুকু জানে, তাই করে, দুই পা মেলে পজিশন নেয়। অল্পক্ষণের জন্য মাথা তুলে দেখে—সেই বৃহৎ যন্ত্র এগিয়ে আসছে।

জেনির অঙ্গ স্পর্শের আগেই ডন চমকে উঠে দেখে ভ্যাল তার পুংদণ্ডটি আঙুল দিয়ে ধরেছে।

—আমি গাইড করছি।

ডনের এই অভিজ্ঞতা নতুন। সামনে শায়িত এক নরম শরীরে মসৃণ বালিকাসুলভ স্ত্রী-অঙ্গ। আর সেখানে সঙ্গমপথে একটি অভিজ্ঞ আত্মপ্রত্যয়ী যুবতীর হাতের কৌশলী সাহায্য। এমন কি কখনও ঘটে? শুয়ে আছে একটি সদ্য ফোটা ফুল, আর সেখানে হুল ফোটাতে নিয়ে যাচ্ছে একটি ভ্রমর। স্নিগ্ধ শরীরের জেনি আর বিশালস্তনী ভ্যাল। দুই বিপরীত চেহারার সহ-অবস্থান। কেন্দ্রে ডনের কেন্দ্রবিন্দু—যাকে বিন্দু না বলে কেন্দ্রস্তম্ভ বললে অত্যুক্তি হয় না।

না, এখন আর বেশি কারুকলার দরকার নেই। স্ট্রেট কাম ইনটু বিজনেস। ডন জেনির মধ্যে প্রবেশ করে—প্র্যাকটিক্যালি বিনাভূমিকায়! সুন্দরীকে জয়, যাকে ওপর দিকে মনে হবে এক ফ্যাশন মডেলের পোশাক পরিহিতা। কারণ জেনির ঊর্ধ্বাংশে জামা পরা। কিন্তু কোমরের নিচ থেকে—তার প্রসারিত দুই পা, উন্মুক্ত স্ত্রী-অঙ্গ—যেন যে কোনও কামনা-উগ্র নারীর মতো। সে তৃপ্তি ভিক্ষা করছে। তাই ডনকে তার কর্তব্য করতে হবে। তৃপ্তিদান—পূর্ণ এগারো ইঞ্চির দীর্ঘ অনুপ্রবেশের তৃপ্তিদান।

এক আঘাতে পাঁচ ইঞ্চি—যেন সুদক্ষ কারিগরের হাতে ড্রিলিং মেশিনের প্রথম আঘাত।

জেনির নিঃশ্বাস ঘনঘন ও দ্রুত—মাই গড্, আমি এমন কখনও অনুভব করিনি।

ভ্যাল ডনের অগ্রগতি রোধ করল—কেন রে, তোর কি কষ্ট হচ্ছে, বাড়াবাড়ি লাগছে?

—না, না, তা নয়!—জেনি বলে—বরং আমাকে আরও দাও, আমার ভাল লাগছে। খুব ভাল।

বিস্মিত ভ্যাল ডনের পুরুষাঙ্গ থেকে হাত সরিয়ে নিল, স্বাধীনভাবে কাজ করুক ডন। জেনি অনভিজ্ঞা, কিন্তু মুরোদ আছে মানতে হবে। বেপরোয়া ডন একটি আঘাতে এবার আট ইঞ্চি অগ্রসর হলো।

এইবার জেনির আর্তনাদ—আঃ, থামো, ইউ হ্যাভ হিট মাই উমব্। থামো, প্লীজ।

জেনির আর্তনাদে ভ্যালের নতুন উত্তেজনা, নিজের আঙুল নিজ গহ্বরে প্রবেশ করায় সে। ক্লিট শক্ত হয়ে গেছে।

আত্মমৈথুনে রত ভ্যাল। নিজের হাতে।

—কি করছ তুমি?—ডনের জিজ্ঞাসা।

—আই অ্যাম ফাকিং মাইসেল্ফ—আমি আবার চরমানন্দ চাই!

ইতোমধ্যে জেনির আর্ত মিনতি—ডন, ডন, প্লীজ!

কি হলো? ডন বিভ্রান্ত।

—চারদিকে ঘুরে বেড়াও।

—তার মানে?

—আমার গভীরে বৃত্তকারে ঘোরো, মন্থনের মতো। আমার প্রেমিক হল্ তাই করে। কিন্তু তোমার আকৃতির অর্ধেকও নয় সে। তুমি আমার গহ্বরের চারদিকে ঘুরে বেড়াও, প্লীজ!

এইবার আবার ভ্যালের সাহায্যের প্রয়োজন। সে শক্ত করে মুঠোয় নেয় ডনের পুরুষাঙ্গের অংশ যেটুকু জেনির যোনিদেশের বাইরে রয়েছে, দুই-তিন ইঞ্চি অন্তত। ভ্যালের হাত ডনের দণ্ডকে এক মন্থন-যন্ত্রের মতো ব্যবহার করছে জেনির অন্তরঙ্গ প্রদেশে—পাকে পাকে, ধীর গতিতে, বৃত্তাকারে। জেনি যোনিপার্শ্বর মধুর ঘর্ষণে তার চেতনা লোপ করছে।

জেনি যোগ্যভাবেই সাড়া দিচ্ছে। মনে হবে, ভ্যাল যেন রবারের তৈরি কৃত্রিম বিশাল একটি লিঙ্গ—যা 'ডিলডো' নামে বাজারে কিনতে পাওয়া যায় কামুক নারীদের ব্যবহারের জন্য—তাই দিয়ে জেনির সেবা করছে। জেনির ভাল লাগছে।

কিন্তু, এ তো কৃত্রিম নয়। অকৃত্রিম, জীবন্ত। অবিশ্বাস্য, বিরল কিন্তু বাস্তব এক পুরুষাঙ্গ। তাই জেনি আরও অস্থির।

—ও গড, কিছু একটা হতে চলেছে, জানি না। কি বলব—আমি এক্ষুনি ফেটে পড়ব।

এই প্রথম চরমানন্দ অনুভব করল জেনি। একে কি অরগ্যাজম্ বলে—যে কথাটা সে বহুবার শুনেছে, কিন্তু তার অর্থ বোঝেনি, অভিজ্ঞতা তো দূরের কথা। সে একটু উঠে বাঁ হাতে ভ্যালের ও ডান হাতে ডনের কাঁধ চেপে ধরল। মুখ হাঁ, অদ্ভুত শব্দ বেরোচ্ছে গলার ভেতর থেকে।

ভ্যালের আত্মরতি চলছে, সেও চরম পুলকের কাছে। ডন নিজেই এবার ঘুরছে, দ্রুতগতিতে। একটি পুরুষ ও দুটি নারী—একই সাথে চরম সুখের মুহূর্তে পৌঁছে যাচ্ছে।

ডনের বিস্ফোরণ, সাথে সাথে তার কাঁধে জেনির হাতের চাপ, যেন মরণাপন্ন মানুষের বাঁচার চেষ্টা। অ্যান আয়রন গ্রিপ্। পাশাপাশি ভ্যালের চিৎকার—নীড মি, নাও আই কাম। তার বিশাল বুক এবার ঝুলে পড়েছে উত্তেজনায়—থরথর কাঁপছে, দুলছে।

তিনটি দেহ এবার মিলেমিশে একটি। অদ্ভুত তাদের গঠন। কামশাস্ত্রে এই চিত্রের, এই ভঙ্গিমার বর্ণনা নেই। তিনজনেই দমবন্ধ, প্রায় মৃত। চরম পুলকের উৎসারণের পর তারা বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত একটি মিশ্র অস্তিত্ব—তিনটি দেহ, একটি অনুভূতি!

কয়েক মিনিট এইভাবে কাটে।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে প্রথম কথা বলে ভ্যাল।

—এই একটা নিউজ-স্টোরি—যা কখনো ছাপা হবে না!

ডন হাসে। এইমাত্র দুটি নারীকে সে পরপর উপভোগ করেছে, নিজেও তাদের উপভোগ্য হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন জীবনে প্রথম অরগ্যাজম্ অনুভব করল, এই হিসেবে সে তার প্রথম পুরুষ। জেনির প্রেমিক জেনিকে এই প্রেম দিতে পারেনি।

নিজের এই অঙ্গ—যা একদা তার নিজের কাছেই এক অবাস্তব বিভীষিকা বলে মনে হতো—সে এখন পূজনীয়। ডন সৌভাগ্যবান। সে মোটেই দুর্ভাগা নয়।

কিন্তু প্রশ্ন রয়ে গেছে—এখন পর্যন্ত তার নারীদেহ প্রাপ্তির যে অভিজ্ঞতা—তাদের কেউই কিন্তু তাকে অনায়াসে, সম্পূর্ণভাবে ও সহজভঙ্গিতে গ্রহণ করেনি। সেই অর্থে ডন এখনও আশ্রয়হীন। এতক্ষণ সব কষ্টার্জিত চেষ্টা তৃপ্তির বটে, কিন্তু ডনের সাথে মেইড ফর ইচ্ আদার কেউ নয়। তার প্রতি অঙ্গ লাগি যার প্রতি অঙ্গ কাঁদবে, তার খোঁজ এখনও পাওয়া যায়নি। আংশিক বা পূর্ণগ্রাস বহু কষ্টের ফলে। ঠিক ডনের মতো অস্বাভাবিকতা নিয়ে স্বাভাবিক—সেই নারী কই! কোথায়? কে জানে!

ভ্যাল বলে, সত্যি তুমি এক বিশাল দণ্ডের অধিকারী, কিন্তু তোমার জন্য আমার দুঃখ হয়।

—কেন? দুঃখ কেন? তুমি কি ঠাট্টা করছ?

—না, ঠাট্টা নয়। কিন্তু এমন দীর্ঘ লিঙ্গ তোমাকে সমস্যায় ফেলবে। এক ধরনের ফ্রাস্ট্রেমন আনতে পারে।

ফ্রাস্ট্রেশন! কি বলতে চাইছ তুমি?

—শোন, অন্য পুরুষেরা তাদের অঙ্গ নারীদেহে সহজে, আরামে ও আনন্দের সাথে সম্পূর্ণভাবে প্রবেশ করায়। কিন্তু তোমার পক্ষে ব্যাপারটা সহজ হবে না। সম্ভব হবে কিনা, তাও সন্দেহের ব্যাপার। ধরো আমি, যে একটি পাঁচ-ছ'ইঞ্চি পুরুষাঙ্গ সহজে নিয়ে আরামে অনেকক্ষণ ধরে উপভোগ করব। এত যন্ত্রণা, কষ্ট, পীড়াপীড়ি নেই। কিন্তু এত বিশাল একটি জিনিস সম্পূর্ণ প্রবেশ করে আমাকে বিব্রত রাখবে, আমি স্বাভাবিক হতে পারব না। এটা একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা এইমাত্র। আমি বুঝব না, এর সম্পূর্ণ প্রবেশে কি আনন্দ হতে পারে! তুমিও বুঝবে না, কোনও মেয়ে তোমাকে সেটা বোঝাতে পারবে না! বিচিত্র! বাট ট্র্যাজিক!

ভ্যাল আবার বলে—তুমিও বুঝবে না পূর্ণ প্রবেশ কাকে বলে, তার প্রতিক্রিয়া কি! সো আই ফিল সরি ফর ইউ!

হ্যাঁ, সত্যিই তো! ডনের মাথা আবার ঘুরতে থাকে। গা বমি বমি করে। মনে ভাবে—হ্যাঁ, ডেবিও কিভাবে তার অঙ্গের শেষ অংশটুকু হাতে ধরে আটকে রেখেছিল—সম্পূর্ণ প্রবেশ করতে দেয়নি! নট অল দ্য ওয়ে ইন! ভ্যালও তাই করেছে। একই আচরণ! জেনি তো চিৎকার করে তাকে থামতে বলেছে—যখন তার পুরুষাঙ্গের চার ইঞ্চি যোনিমুখের বাইরে!

তবে! তবে সে কি সত্যিই দুর্ভাগা! এই পৃথিবীর কোনও নারী তার জন্য সৃষ্টি হয়নি—ট্যু ম্যাচ হিম সেক্সুয়ালি? সত্যি, ভ্যাল মোটেই ঠাট্টা করছে না।

ডন এখন আবার আতঙ্কিত! তার অঙ্গ তার শত্রু। কে বলেছে—এটা তার সম্পদ। ডেবির কথাও মিথ্যে: দ্য লংগার দ্য কক্, দ্য গার্লস লাইক দ্যাট মোর। ভুল, ভুল, মিথ্যে সান্ত্বনা দিয়ে তাকে স্টেডি করার চেষ্টা মাত্র। এক অলিম্পিক কোচের পেশাগত কৌশলে উচ্চারিত কথাটা বাস্তব সত্য নয়, বাস্তব মিথ্যা!

ডন কখনও পূর্ণ পুরুষ হবে না।

ডন কখনও তার যোগ্য এক পূর্ণ নারী পাবে না। ওরা পোশাক পরল। চলে গেল।

বজ্রাহত বৃক্ষের মতো উলঙ্গ ডন দাঁড়িয়ে। একা, নিঃসঙ্গ। এই লকার রুমে শুধু নয়, এই বিশাল পৃথিবীতে। পৃথিবী বিশাল, কিন্তু ডনের বিশালত্বকে ঠাঁই দিতে রাজি নয় পৃথিবী। এবং বিধাতা, যে তাকে সৃষ্টি করেছে—সে নিষ্ঠুর!

মনে পড়ে যায় ডেবি উইলির কথা।

যে ডেবি তাকে এক অপূর্ব সুন্দর অভিজ্ঞতায় দীক্ষিত করেছিল।

এই তো পুরো দুটো দিনও কাটেনি। ডেবি তাকে স্বপ্ন দেখিয়েছিল। যে স্বপ্ন দেখে ডনের মনে হয়েছিল এই তো নবজন্ম। শুধু মৃত্যুর পরেই নবজন্ম হয় বলে অ-খ্রিস্টিয় যে সম্প্রদায়রা মনে করে, তারা বোধ হয় ভাবে না—একই জন্মে নবজন্ম হতে পারে। স্বয়ং ডনই তার প্রমাণ!

মনে পড়ে...

ডেবি ডনের সুইমিং কস্ট্যুম টেনে নামাচ্ছে। কৌতূহল নৃত্য করছে তার দুই চোখের মণিতে। প্রথমে সে কস্ট্যুমটা কিছুটা টেনে নামাল যাতে তার পেশিবহুল তলপেট আর যৌনাঙ্গের কুঞ্চিত লোমরাশি প্রকাশ পায়।

কিন্তু ডনের লিঙ্গ এখন উত্তেজিত, উত্থিত, বৃহদাকার ধারণ করেছে। তাই কস্ট্যুম টেনে নামাতে বাধা পেল ডেবি। যেন পথ আটকে আছে।

—আমি সাহায্য করব? মনে হয়, একটু চেপে নামাতে হবে, আমার নিজের শরীরের অংশ এখন আমার কনট্রোলের বাইরে—আমি—নইলে—

—না, যা করার আমিই করছি—ডেবির মনে একরকম জিদ—আজ রাতে তোমার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করবে একমাত্র আমার হাত।

এইবার কস্ট্যুমের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে ডেবির হাত ডনের পুরুষাঙ্গ ধরে ফেলল। আবরণের অন্তরালে মাংসল অস্তিত্বকে। এক হাতে সেটা ঠেলে ধরে অন্য হাতে কস্ট্যুম টেনে নামাতে শুরু করল। একটু উল্টোপাল্টা টানাটানির পর ডেবি ডনের স্নানের পোশাকটা উরুর ঊর্ধ্বস্থলে নামিয়ে আনল।

এইবার একটু পিছিয়ে গেল ডেবি। এতক্ষণের চেষ্টায় যা প্রকাশ পেয়েছে, তাকে ভাল করে দেখত হবে।

—মাই গড! ইট ইজ বিউটিফুল!

ডেবির স্বরে হাঁপ। তার প্রশংসাবাণী অকৃত্রিম, স্বতঃস্ফূর্ত!

ডেবি উইলি দেখছে সবচেয়ে বৃহৎ এক পুরুষাঙ্গ, এ পর্যন্ত যা সে কখনও দেখেনি! অর্থাৎ এই আকৃতি! এর দৈর্ঘ্য এখন অন্তত নয় ইঞ্চি, এবং এখনও সম্পূর্ণ স্ফীতিলাভ করেনি। তাতেই—

ডেবি পুরুষাঙ্গর অতিদীর্ঘতা নিয়ে কিছু গল্প অবশ্যই শুনেছিল, কিন্তু বিশ্বাস করেনি।

ডেবি ভাবত—যদি এমন দৈত্যাকৃতি লিঙ্গ কোনও পুরুষের থেকেও থাকে, তার সেই পূর্ণ দর্শনের সৌভাগ্য কখনও হবে না। ডেবির ভাগ্য কখনও তেমন সুপ্রসন্ন নয়, ওই ধরনের লিঙ্গ বোধহয় দশ লক্ষে একটা দেখা যায়।

অস্থির ডেবির মন। হাঁটু গেড়ে বসা অবস্থাতেই সে কয়েক ইঞ্চি এগিয়ে গেল। ওই অসাধারণ যন্ত্রের কাছে তার ঠোঁট ধীরে ধীরে অগ্রসর হলো।

এইবার দুই ঠোঁট ফাঁক করে ডেবি সেই লিঙ্গমুখ স্পর্শ করল। কিছুক্ষণ থেমে থাকল, তারপরেই অজস্র চুমুতে ভরে তুলল এই পুরুষাঙ্গ, যেন অভিষেক হচ্ছে। লিঙ্গমুখে যে চেরা ফাঁক আছে তাতে ঠোঁট ছোঁয়াল ডেবি। বীর্যপাতের পূর্বে যে রসধারা জেগে ওঠে, তার সামান্য আস্বাদ গ্রহণ করল। একেই বলে প্রি-সিমেনাল ফ্লুইড।

কয়েক মুহূর্তের জন্য তার আবেগ ছাপিয়ে একটা চিন্তার উদয় হলো। বীর্যের প্রথম দর্শন তাকে স্মরণ করিয়ে দিল—সে একটি সতের বছরের তরুণের সম্মুখীন। এই বয়সে পুরুষ যৌনশক্তিতে ভরপুর থাকে, কিন্তু অভিজ্ঞ নয়। তরুণ সহজেই উত্তেজিত হবে, উত্তেজনা অতিরিক্ত হবে অতিমাত্রায়, দ্রুত বীর্যপাত হয়ে যাবে। অবশ্য ক্ষতি নেই। ক্ষতিপূরণও দ্রুত হবে, একবার স্খলনের কয়েক মিনিট পরে সে আবার প্রস্তুত হবে। তার মানে এই বয়সে অল্প সময়ের মধ্যে দু'-তিনবার চরমানন্দ লাভ করে থাকে তরুণদল। পরপর।

ডেবি বুঝল, সে যদি দীর্ঘ সময় নিয়ে লিঙ্গপান করে, তার চোষণ-শোষণে ডনের বীর্যপাত দ্রুত ঘটবে। অবশ্য এখন সেটাই ভাল। প্রথম রাউন্ড হিসেবে।

ডেবি চাইল—ডন এবার আসুক।

ডেবি চাইল—তার মুখের মধ্যে ডনের আগমন।

ডেবি চাইল—এই বিশাল অঙ্গ পাক খেয়ে সামনে-পিছে নৃত্যের তালে তার ভেতরের ভার লাঘব করুক।

ডেবি চাইল—তার সারা মুখ-অভ্যন্তর ও গলা তপ্ত বীর্যে স্নান করুক।

তাই যতটা সম্ভব বড় হাঁ করল ডেবি, যাতে এই বিশাল যন্ত্র ধীরে ধীরে প্রবেশ পথ পায়। কিন্তু এই পুরুষাঙ্গের স্থূলতা তার চোয়ালে ব্যথার সৃষ্টি করল। প্রথমে লিঙ্গমুখটুকু, যেখানে ত্বকের ওপর চক্রদাগ, সেটা প্রবেশ করল। এই লিঙ্গমুখের দারুণ উত্তাপ ডেবির ঠোঁটের উষ্ণতা বাড়িয়ে দিল। তারপর আরও দুই ইঞ্চি প্রবিষ্ট হলো—মুকুটসমেত মস্তক।

দুই হাতে সম্পূর্ণ লিঙ্গটি দৃঢ়ভাবে ধরল ডেবি। মুখ আর জিভ দিয়ে চোষণের সাথে পাম্প প্রক্রিয়া শুরু করল। ডন ডেবির নমর আঙুলের দিকে তাকাল, সুন্দর নখ, সাথে সাথে তার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। ডেবির তিনটি প্রত্যঙ্গ এখন ডনের পুরুষাঙ্গের সেবায় নিয়োজিত—ডান হাত, বাম হাত ও মুখ-অভ্যন্তর। তবে যদি এমন অঙ্গকে জয় সম্ভব হয়!

ডন দেখল—ডেবির আঙুলগুলো তার লিঙ্গকে ঘিরে পাক খাচ্ছে। এবার ক্ষিপ্রগতিতে এপাশ-ওপাশ—ওর লাল নখ দেখা যাচ্ছে না, যেন এক ধরনের টাইম ল্যাপস্ ফটোগ্রাফ। প্রকৃতপক্ষে ডনের অঙ্গকে সে যেন মুচড়ে নিচ্ছে, বোতলে ঢাকনা খোলার সময় আঙুল যেমন প্যাঁচ ঘোরায়, ডনের অঙ্গ নিয়ে তেমনই মেতে উঠেছে ডেবি।

ডন অনুভব করল তার অণ্ডকোষের ভেতরে এবার টান ধরছে, সেইখান থেকে পুলক-ব্যথা তার লিঙ্গমূল দিয়ে অঙ্গের মধ্যে ঢুকছে, বীর্যস্থলী থেকে শক্তিরস ধারা এবার উত্তাল হয়ে উঠে আসছে। ডেবি তাকে এমন প্রভূত আনন্দে ভরে দেবে, তার ধারণা ছিল না।

ইতোমধ্যে ডেবি কোনওমতে ডনের অঙ্গ তার মুখ-অভ্যন্তরে আরও এক ইঞ্চি প্রবেশ করিয়েছে। পুরুষাঙ্গের বাকি অংশটুকু ডেবির হাতের মুঠোয় এখনও আবদ্ধ। হাত পাক খেয়ে চলেছে। ডেবির হাতের দিকে তাকালে মনে হবে কোনও খেলার শিক্ষক ব্যাটন নিয়ে পরীক্ষা করছে।

খেলতে খেলতেই ডেবির দৃষ্টি অপলক রয়েছে সেই প্রকাণ্ড সিলিভারের দিকে—যেভাবে লক্ষ্যভেদকারী বন্দুকের ব্যারেলের দিকে তাকিয়ে থাকে। যতই সে দেখছে, ধরছে, আর শুষে নিচ্ছে, তার বিস্ময় ততই বেড়ে চলেছে।

মনে হচ্ছে, এই লিঙ্গের উত্থিত অবস্থায় পূর্ণ আকৃতি হবে অন্তত এগারো ইঞ্চি। আর এর বেড় ছ' থেকে সাত ইঞ্চি!

হ্যাঁ, ডেবি একে ভালবাসছে। এর প্রতিটি ইঞ্চি তার প্রিয়। সে এর ভালবাসায় উন্মাদ।

এইবার শুরু হলো জিবের খেলা। লিঙ্গমুখ থেকে এর সারা দেহ, সর্বাঙ্গ! রচম লেহন। এর রসালো প্রতিটি আঘাত উপভোগ্য। ডেবির মুখের সমস্ত লালা লিঙ্গ মুখের উত্তাপকে সিক্ত করে ঠাণ্ডা করতে চাইছে, পারছে না।

ডনের পক্ষে আত্মরক্ষা আর সম্ভব নয়। ডেবির সর্বগ্রাসী চোষণ তাকে পাগল করে তুলছে।

ডন এবার ডেবির সোনালি চুলে ভরা মাথাটা চেপে ধরল। সম্পূর্ণ লিঙ্গের বাকি অংশের যতখানি সম্ভব তার মুখ-অভ্যন্তরে প্রবেশ করাতে চাইল। ডেবির ঠোঁট ছুঁয়ে মুখের মধ্যে আরও এক ইঞ্চি স্থান পেল। ডেবির ঠোঁট এবার এগোতে চাইল বাকি অংশটুকু অধিকার করতে। এবার নিজের মাথাকে আগু-পিছু করে পাম্প প্রক্রিয়া চালাল ডেবি। আগু-পিছু, পিছু-আগু! তার তপ্ত ঠোঁট, আর আঙুলের ঘুরপাকে ডনের লিঙ্গ এবার থরথর করে কেঁপে উঠছে। যেন যন্ত্রণায় ছটফট করছে।

শেষ পর্যন্ত, এই মুহূর্তে, ডন বিস্ফোরিত হলো!—

ডেবির গরম মুখ-অভ্যন্তর আর হাতের খেলা, ডনের অণ্ডকোষের মধ্য থেকে বীর্যরাশি উৎক্ষিপ্ত লম্বা টানেলের মধ্যে দিয়ে প্রবহমান হয়ে তার অতিদীর্ঘ ইন্দ্রিয়ের মধ্যভাগে আগেই এসে গিয়েছিল।

ডন কেঁপে উঠল, তার কণ্ঠে মৃদু আর্তনাদ। সে যেন একটু এগিয়ে এলো, তার লিঙ্গের ভেতরে ধারালো গতিবেগকে সহজ করার জন্য। ডেবির মুখের মধ্যে তার লিঙ্গ দপদপ করে ফেটে পড়তে চাইছে।

এইবার এক ঝলক, বলা যায় এক জাগ্ ভর্তি বীর্য উপচে পড়ল। ডেবি প্রকাণ্ড ভাবে হাঁ-মুখে সেই রসধারা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণের জন্য তৈরি ছিল। বীর্যকণা উড়ে আসার মুহূর্তেই সে মাছরাঙা পাখির মতো ঝাঁপ দিল, জিভ বের করা অবস্থায় বীর্যের একটা বিশেষ অংশের আস্বাদন থেকে সে বঞ্চিত হলো না। ডনের ইন্দ্রিয়আগত শ্বেতবর্ণ দুগ্ধধারা।

দ্বিতীয় ঝলক ফসকে এসে ডেবির সুন্দর মুখমণ্ডল প্লাবিত করে ফেলল। তার চিবুক আর ওপরের ঠোঁটের মধ্যে একটা কোনাকুনি সাদা স্রোতরেখা! যতক্ষণ বীর্য ঝরছে, ততক্ষণই দুই হাতে ডেবি ডনের ইন্দ্রিয়ের ওপর পাম্পিং প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে। এই আশ্চর্য সুন্দর রাজদণ্ড থেকে প্রতিটি রসবিন্দু সে জোর করে বের করে আনবেই।

শেষ পর্যায়ে ডনের লিঙ্গমুখের ফাঁক থেকে বীর্যকণা এবার গড়িয়ে পড়ছে। ডেবি সুস্থিরভাবে সম্পূর্ণভাবে লিঙ্গমুখ গ্রাস করল। সুন্দরভাবে নিল বাকিটুকু! ডনকে সে দোহন করে শুকিয়ে ফেলতে চাইছে। ডেবির সর্বগ্রাসী মুখ তৃষ্ণায় আকুল। শী মাস্ট মিল্ক হিম **ড্রাই, ড্রাই অ্যাজ আ বোন!** চুষে-শুষে একবারে হাড়সর্বস্ব করতে চাইছে ডনকে।

ডেবির নিজের নিম্নাঙ্গের গোপনতা থেকে রসও এতক্ষণ ধরে গড়িয়ে পড়ছিল। তার **বেগ এখন বন্য। ভালবাসার রস, এই লাভ জুস্** তার যোনিমুখ দিয়ে দু'পাশে ঝরে যাচ্ছে, **তারও ট্র্যাঙ্ক স্যুট**—সাঁতারের পোশাকের নিম্নভাগ বেশ ভিজে উঠেছে।

ডেবি এবার নিশ্চিন্ত হলো—ডনের বীর্যের শেষ বিন্দুটুকু পর্যন্ত সে বের করে আনতে পেরেছে। এবার পিচ্ছিল সেই ইন্দ্রিয় এখন নরম। মুখ থেকে তাকে মুক্তি দিল ডেবি। কয়েক মুহূর্তে লিঙ্গের বর্তমান অবস্থাটাও সে পরীক্ষা করল। ইন্দ্রিয়ের সারা গা ডেবির মুখের লালা আর বীর্যের সাদা রসে উজ্জ্বল, চকচক করছে।

বীর্যে-সিক্ত ডেবির দুই ঠোঁটে এখন হাসি। সুন্দর দাঁত দেখা যাচ্ছে দুই ঠোঁটের ফাঁকে যা এতক্ষণ আবদ্ধ ছিল। সে আবার দুই হাতে মুঠো করে ধরল এই প্রিয় লিঙ্গকে। জিভ দিয়ে লিঙ্গের সর্বদেহ সে লেহন করে পরিষ্কার করতে চাইছে। প্রতিটা বীর্যকণা পরিষ্কার করতে করতে সে লিঙ্গের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছে। যখন সে বুঝল—আই হ্যাভ ইটেন অল হিজ কাম—ওর সবটুকু বীর্য আমার উদরস্থ—সে তখন একটু পিছিয়ে এলো। তাকিয়ে দেখল অফিস ঘরে সিলিং থেকে ঝুলন্ত আলো এসে পড়েছে ওই বিশাল অঙ্গে। সেই আলোতে এখন ঝকঝক করছে রাজদণ্ড।

—হ্যাঁ, ঠিক এইভাবেই তোমার এই যন্ত্র মেয়েদের পাগল করে দেয়। বুঝেছ?

ডেবি হাসছে। এবার নিজের মুখের, গালের বীর্যভেজা জায়গা মুছে নিচ্ছে। উঠে দাঁড়াল সে, তার সুগঠিত সুদৃঢ় বুক সামান্য দুলে উঠল। সে ডনের চোখের দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরল। এইবার ডনের গালে ছোট করে একটা চুমু দিল ডেবি। আদরের চুমু।

—ডেবি!

ডন কোনওমতে উচ্চারণ করল, ডেবির কোমর জড়িয়ে। হাত কাঁপছে।

—ইয়েস!

—আমি কি তোমার শরীরের বাকিটুকু দেখতে পারি?

আরে, ডেবি ভুলেই গিয়েছিল তার পরনে ট্র্যাঙ্ক স্যুট এখনও রয়ে গেছে, কোমরের কাছ থেকে। ডনের হাত ছাড়িয়ে সে পিছিয়ে এলো, মুখে দুষ্টু হাসি। তার দুই স্তন এবার উন্নত শিরে নিজেকে সামনে মেলে ধরেছে। গর্বিত ভঙ্গি! স্তনের মুখে ছোট গোলাপী রঙের বোঁটা দুটি শক্ত হয়ে উঠেছে। ডনের চোখে উত্তেজনা এবার জ্বলজ্বলে।

ডেবি একটানে তার বেদিং-স্যুট পায়ের নিচে নামিয়ে দিল। সুন্দর ছন্দে। মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল বাথ্-স্যুটের নিচের ভাগটা। ঝুঁকে পড়েছিল ডেবি, এবার সোজা হয়ে দাঁড়াল, ডনের সামনে এগিয়ে এলো।

ডেবির নগ্নদেহ আশ্চর্য সুন্দর। ডনের চোখ এবার তার শরীরকে পরিভ্রমণ করছে। সরু কোমর, পিচ্ছিল উরু, সুগঠিত পায়ের ডিম। তারপরেই দৃষ্টি গেল দুই উরুর সন্ধিক্ষণে। উরুর ঊর্ধ্বাঙ্গে একমুঠো সোনালি ঘাস—ত্রিকোণাকৃতি। সেই লোমরাশির মধ্যে দিয়েও ডন দেখতে পেল গোলাপী রঙের একটি চেরা দাগ—যেন অপেক্ষায় রয়েছে।

ডেবি নিজেকে আরও সুন্দর করে মেলে ধরল, যেন ক্যামেরার সামনে মডেল। এক হাত কোমরে, আরেক হাত মাথার ওপর। ধীরে ধীরে একটা পাক খেল ডেবি। ডেবি বরাবরই নিজের দেহ নিয়ে গর্বিত, খুবই গর্বিত, সে চাইছে তার দেহসম্পদ পরিপূর্ণভাবে দেখুক ডন।

উলঙ্গ দেহেই সারা ঘরে পায়চারি করছে ডেবি—যেন বসন্ত প্রত্যুষে সুন্দর একটি অরণ্য প্রাণী ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঠিক মানুষ নয়, প্রকৃতির একটি অংশ। সারা দেহ সুগঠিত, নিখুঁত, আর সতেজ শক্তিতে ভরপুর।

ডেবিকে দেখতে দেখতে ডনের নরম ইন্দ্রিয় আবার কলেবর বৃদ্ধির পথে।

ডেবি ঠাট্টা করল—ওই দেখ, তোমার যন্ত্র আবার কি যেন বলতে চাইছে। মনে হয়, ও চাইছে আমার ভেতরে আসতে!

—ইয়েস, ও তাই চাইছে।

ইতোমধ্যেই মোকাবিলার প্রয়াসে ডেবি ঘরের একটা অংশ নির্বাচন করে ফেলেছে। এই অফিস ঘরে কোনও সোফাসেট নেই, কিন্তু চওড়া ডেস্কটা কাজে লাগতে পারে। সে এক লাফে চওড়া টেবিলে উঠে দাঁড়াল, ডনকেও ইঙ্গিত দিল—এ জায়গাটা কেমন!

দুই পা দু'দিকে প্রসারিত করল ডেবি। পরিষ্কার আমন্ত্রণ! ডন এগিয়ে এলো। শুয়ে শুয়েও ডেবি দেখতে পাচ্ছে, ডনের ইন্দ্রিয় এখন যেন একটা বড়মাপের গজাল, বা হামানদিস্তা। মাথার নিচে দু'হাত দিয়ে কোমর দুলিয়ে ছটফট করতে লাগল ডেবি। পশ্চাদ অংশ এমন পজিশন নিল যেন ডনের কোনও অসুবিধে না হয়। ডেবি তাকে গ্রহণের জন্য তৈরি।

ডেবির গোলাপী রঙের যোনিমুখ স্পষ্ট দৃশ্যমান। ডনের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে। ডন এবার কৌমার্য হারাচ্ছে। পুরুষের ভার্জিনিটি। লগ্ন সমাগত।

ডেবি একটু এগিয়ে ডান হাত দিয়ে ডনের কম্পমান লিঙ্গ ধরে ফেলল।

ডেবির গলায় এখন অস্থির আবেগ—এসো, আমি তোমাকে গাইড করছি।

যোনিমুখের দ্বার নিজের আঙুলের সাহায্যে উন্মুক্ত করল ডেবি। ডান করতলে দৃঢ়ভাবে ধরল ডনের শক্ত দণ্ড। হাত দিয়ে টেনে ডনের পুরুষাঙ্গ সেখানে প্রবেশ করাল ডেবি। লিঙ্গমুখের চর্মহীন উন্মুক্ত তীক্ষ্ণতা তার যোনিপার্শ্বের মাংসল প্রদেশে আগ্রহের ঘর্ষণে সাড়া দিল। ডেবি প্রাণপণে প্রসারিত করল নিজেকে।

—মাই গড, একটা যন্ত্র বটে!

ডেবি চোখ বুজে বিড়বিড় করল।

এবার ডন চাপ দিল সামনে। ডেবির মনে হলো তার শক্ত ছোট ক্লিট যেন চিরে গেল। মাত্র দুই ইঞ্চি মাংসল অস্তিত্ব প্রবেশলাভ করেছে। কিন্তু এখন সেটুকুই যথেষ্ট। ক্লিটরিচ তার অনুভূতির কেন্দ্র, সেই কেন্দ্রবিন্দুতে ছন্দমাফিক চাপ পড়লেই সে চরমানন্দ লাভ করবে।

কিন্তু ডেবি বুঝল—ডন চাইবে তার পুংদণ্ড যতখানি সম্ভব—পারলে সম্পূর্ণ—ডেবির যোনিগহ্বরে সঞ্চালন করতে। তাই হাতের সাহায্যেই এই শক্ত হোস্ পাইপকে ধীরে ধীরে পথ করে দিতে হবে—তিন, চার, পাঁচ ইঞ্চি অন্তত। বা সম্ভব হলে—

ডনের কল্পনায় ছিল না সেক্স এত সুখের ব্যাপার। ডেবির শরীরের ভেতরে সুদৃঢ় মাংসল চাপ ডনের সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ তরঙ্গ বইয়ে দিচ্ছিল। মাথা পিছনে ফেলে সে আনন্দে চোখ বুজল।

কিন্তু ডেবির মনে হচ্ছে তার যোনিগহ্বর এবার ফেটে চৌচির হয়ে যাবে—কারণ ডনের বিশাল স্থূল অঙ্গ এখন পূর্ণ দখল চাইছে। কিন্তু প্রতিটি ইঞ্চি প্রবেশ করছে মৃদু গতিতে, অস্থিরতায় দ্রুতগামী নয়। তাই যোনির অভ্যন্তরও প্রসারিত হবার সময় পাচ্ছে তাকে স্থান দিতে। কিন্তু প্রতিটি চাপের প্রথম অনুভূতি যন্ত্রণাদায়ক, কিন্তু ক্রমশ এই যন্ত্রণা সহ্য হয়ে আসছে। তাই শেষ দিকে পরিপূর্ণ পুলক।

ধীরে ধীরে ডেবির যোনিদেশ সম্পূর্ণভাবে ভরাট হয়ে গেল। তার ভালভার মধ্যে এখন হাজারো অনুভূতির তরঙ্গ, ক্লিটের উপর ছড়িয়ে পড়ছে, যে তা তা থৈ থৈ নৃত্য শুরু হয়েছে তা তার উরুদেশ দিয়ে দুই পায়ের মধ্যে এসে ধাক্কা দিচ্ছে। তার যোনিগহ্বর পরিপূর্ণ মাংসল অস্তিত্বের সুপ্রবেশে। কিন্তু মাথা তুলে ডেবি দেখল, ডনের পুরুষাঙ্গের এখনও পাঁচ-ছয় ইঞ্চি বাইরে রয়ে গেছে।

তাছাড়া আরও এক নতুন দৃশ্য। ডনের লিঙ্গ অর্ধপথে বেঁকে গেছে। সম্পূর্ণ দৃঢ় না হলে পুরুষাঙ্গ সঙ্গমে অসমর্থ হয়। কিন্তু ডনের অবিশ্বাস্য আকৃতিতে সম্ভব হচ্ছে, পূর্ণ দৃঢ়তা প্রাপ্তি ছাড়াও লিঙ্গের অংশ বিশেষ—প্রথম অর্ধ—যোনিমুখে প্রবেশ করেছে। এহেন পুরুষাঙ্গের শিলাখণ্ডের মতো শক্ত হয়ে ওঠা সহজ কথা নয়। যেমন লম্বা রবার হোস্‌কে শূন্যে সোজা রাখা অসম্ভব।

ডেবি হাতে ধরে লড়াকু পুরুষাঙ্গকে সোজা করতে চেষ্টা করল। ডনের গলায় এখন গোঙানির শব্দ—যন্ত্রণা-আনন্দ-অস্বস্তি-উত্তেজনা মিশে এক অদ্ভুত শব্দ।

ক্রমশ আরও এক ইঞ্চি। এইবার ডেবি অনুভব করল লিঙ্গমুণ্ড তার সার্ভিক্স-এ আঘাত করেছে। সে চিৎকার করে উঠল—তুমি আমার গর্ভদেশে এসে গেছ!

ডেবির নরম অন্তরতম প্রদেশে ডনের সুদৃঢ় অঙ্গের মিলন। তলপেট এখন চরকির মতো ঘূর্ণায়মান। এই দ্রুতগতি ঘূর্ণনে ডনের লিঙ্গকে উত্তেজনায় ভরে তুলছে। সে আরও প্রবেশপথ চাইছে, এইবার তাকে স্থান দিতে দমবন্ধ হয়ে যাচ্ছে ডেবির।

না, আর গ্রহণ সম্ভব নয়।

হাত দিয়ে সে পুংদণ্ডটিকে পিছিয়ে দিল, তারপর আবার ধীরগতিতে টেনে আনল। ডনের অস্থির দাপাদাপিকে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন, কারণ পুংদণ্ডের একমুঠো অংশকে বাইরে রাখতেই হবে, ডেবির গোপন গভীরে আর জায়গা নেই।

ডন এবার নিজেই ধীর গতি, ডেবি তার লিঙ্গকে যে ভাবে গাইড করছে সেটাই উপভোগ্য। তার রেশমি নরম সিক্ত অভ্যন্তরে যেটুকু জায়গা পাওয়া গেছে, তাতেই যথেষ্ট আরাম। সেই মাপ জুড়েই তার আগু-পিছু, পিছু-আগু মুভমেন্ট। প্রতিটি অনুভূতি উত্তরোত্তর পুলক বৃদ্ধি করছে।

এই ধীর ছন্দ এবার ডেবিকে চরমানন্দের পথে নিয়ে এলো। দুই পা শূন্যে প্রচণ্ডভাবে প্রসারিত করল ডেবি—দুই পাশে। তার তলপেট যেন দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল, যথেষ্ট খালি জায়গা দিতে গিয়ে।

—ফাক্ মি, ডেবির চিৎকার—ফাক্ মি, আই অ্যাম কামিং!

ডেবির শক্ত ছোট ক্লিট এখন উত্তেজনায় দপদপ করছে। উত্তেজনার ছুরিকাঘাত, স্ট্যাবিং। ডন এবার বিশাল ধাক্কা দিল, আর ডেবি শূন্যে পা তুলে স্নায়ু-বিধ্বংসী চরমানন্দের কম্পনে সারা ঘর মাতিয়ে তুলল।

তার এই সাড়া ডনকেও অবিশ্বাস্যভাবে উত্তেজিত করেছে, সে আরও এগোতেই গর্ভদেশে লিঙ্গমুণ্ডের স্পর্শ, তার সমস্ত বীর্য সবেগে ধুইয়ে দিল ডেবির অন্তিম প্রদেশ।

টেবিলের ওপর অসহায় ক্লান্ত ডেবি এখন হাঁপাচ্ছে। তার সোনার অঙ্গ ঘামে ভিজে চকচক করছে। তার যোনিমুখ দিয়ে ডনের বীর্যের কিছু অংশ গড়িয়ে পড়ছে।

ডনও পরিশ্রান্ত। তার ব্যথাভরা পুংদণ্ড সে সরিয়ে নিল। ঘরের কোণে একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল সে। লক্ষ্য করল ডেস্কের ওপর শায়িত ডেবি দম নেবার চেষ্টা করছে। তার দুই উগ্র স্তন এখনও আক্রমণাত্মক, শরীরের ক্লান্তি সত্ত্বেও তারা মাথা নত করে হার স্বীকার করতে রাজি নয়।

অবশেষে ডেবি কোনওমতে উঠে বসল। বুক ওঠা-নামা করছে। পুরো দু'মিনিট কোনও কথা বলতে পারল না।

পরে ঠাট্টার সুরে বলল, এখন বোধহয় তুমি বুঝতে পারছ, অলিম্পিক কোচ তোমার পারফরমেন্সের সমস্যা বলতে যা বুঝিয়েছে, তা কত সত্যি!

—এখনও পুরো বুঝিনি, তুমি খুলে বলো।

—আসলে তোমার টেনশনের ব্যাপারটা আমি সিরিয়াসলি নিয়েছিলাম। তুমি কিছুতেই তোমার বেস্ট পারফরম্যান্স দেখাতে পারবে না যখন তোমার শরীরের সিস্টেমেই গণ্ডগোল থেকে যাবে। সেটা এক ধরনের যৌন হতাশা—সেক্সুয়াল ফ্রাস্ট্রেশন। এটা প্রথমে তোমার মাথাকে ব্যতিব্যস্ত করে, তারপর সারা দেহের ওপর তার খারাপ প্রতিক্রিয়া পড়ে।

—কিন্তু আমি এই টেনশনের ব্যাপারে কি করতে পারি, কি করার আছে আমার?

ডেবির দৃষ্টি আবার ডনের দু'পায়ের মধ্যেকার দোদুল্যমান বিরাটত্বের দিকে। আবার উত্তেজনা আসছে তার। আরেকবার ডনকে দিয়ে, আরেক রাউন্ড—

—তোমাকে কিছু করতে হবে না, যা করার আমিই করব।—বলতে বলতে ডেবি তার দুই হাঁটু দিয়ে ডনের দুই পা দু'পাশে সরিয়ে দিল। ডনের স্পঞ্জের মতো ইন্দ্রিয়টা দু'হাতে তুলে ধরে সে নিজের ঠোঁটের কাছে নিয়ে এলো। লিঙ্গমুখে নিজের মুখ রেখে দ্রুত চোষণ শুরু করল আবার। মুখের সমস্ত লালা ঢেলে লিঙ্গকে যেন নতুন করে স্নান করাতে শুরু করল ডেবি। ক্রমশ স্ফীতকায় হতে থাকল ডনের পুং ইন্দ্রিয়।

ডনের কিছু করার নেই সত্যি! সে চেয়ারে এলিয়ে পড়ে চোখ বুজে গোঙাতে লাগল।

ডেবির মুঠোর মধ্যে লিঙ্গ। চাপটা একটু শিথিল করল সে। পুরো করতল নয়, শুধুমাত্র আঙুল দিয়ে ধরে থাকা। কিন্তু আঙুলের সাহায্যেই লিঙ্গগাত্রে আপ-ডাউন প্রক্রিয়া শুরু করে ডেবি—দ্রুততালে। ডেবির মাথা লিঙ্গমুখে। তাই আঙুলের দ্রুতগতির সাথে ডেবির মাথাকেও সঙ্গতি রাখতে হচ্ছে।

ডনের অণ্ডকোষের মধ্যে আবার শক্তি সঞ্চারিত হচ্ছে। ডেবির দীর্ঘকেশ বাঁ দিকে ছড়িয়ে গেছে, হাওয়ায় দুলছে, যেন উইলো গাছের শাখায় ক্রন্দন। এই চুলের স্পর্শ উড়ে এসে পুলকের সৃষ্টি করছে ডনের পুং-ইন্দ্রিয় ও অণ্ডকোষের থলিতে।

ডেবি সত্যিই সুন্দর। এই সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক না হয়ে পারা যায় না। সেই মুখ এখন চোষণ কর্মে রত। বোঝা যায় না, আপাতদৃষ্টিতে এত শান্ত সুন্দরী এক মেয়ে ডনকে বিস্ফোরিত করার জন্য মনে মনে এত আগ্রহী। শুধুমাত্র এটা চিন্তা করলেই চরমানন্দের কাছে এসে যায় ডনের পুরুষাঙ্গ।

—আঃ, আঃ, উঃ—ও হো হো হো—

চিৎকার করতে ডন এবার ডেবির মুখের টাগরায় প্রচণ্ড ঠেলা দিল এবং সাথে সাথে নিজের বীর্যভার হাল্কা হয়ে গেল। আবার ঔরস-বন্যা। এবার ডেবি সতর্ক। সে টাইট-লিপ্‌ড্। অর্থাৎ দুই ঠোঁট দৃঢ়ভাবে বদ্ধ, যাতে ডনের বীর্যের একটি ফোঁটাও বাইরে না পড়ে। ডনের দেহরসের সবটুকু আকণ্ঠ পান করতে চায় ডেবি।

ডনের পুংদণ্ড এবার হিংস্র। তার দেহরসের শেষ বিন্দু ডেবির আগ্রহী ঠোঁটের মধ্যে ঝরে পড়ল।

উত্তপ্ত গরম বীর্য! ডেবির গলা দিয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে। আঙুল দিয়ে এখনও পাম্পিং প্রক্রিয়া চালাচ্ছে ডেবি। প্রতিটি বিন্দু দুধ তাকে দুইয়ে বের করতে হবে। ডনের আর্তনাদ, তার সমস্ত লালসা আর্তস্বরের মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে, গলা প্রায় অবরুদ্ধ।

শেষ পর্যন্ত ডেবি ডনের পুরুষাঙ্গকে মুক্তি দিল আবার। এখন তার ঠোঁটে কোনও বীর্যকণার চিহ্ন নেই। পূর্ণগ্রাস সম্পন্ন।

ডেবির মুখে এখন দুষ্টু-মিষ্টি হাসি, গর্বিত, যা মনে করিয়ে দেয় সেই প্রবাদিত বিড়ালের হাসি যখন শিকার হাতের মুঠোয়।

—ডন বয়, এবার তোমার সুইম স্যুট পরে নাও। চলো এবার সুইমিং পুলে যাই। দেখবে এইবার তোমার ডাইভিং কত সুন্দর হবে।

ডনের উরুতে অনুপ্রেরণার চাপড় মারে ডেবি।

দু'জনে পোশাক পরে, সাঁতারের পোশাক। দু'জনের শরীরের পেশিতে বেশ ব্যথা, এতক্ষণের মোকাবিলায় যার সৃষ্টি হয়েছে। দরজা খুলে ডেবি আগে উঁকি মেরে দেখে ধারে কাছে কেউ আছে কিনা! কেউ নেই। সে ডনকে ইশারায় অনুসরণ করতে বলে।

ওরা পুলের কাছে আসে, ডেবি দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। ডন সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠে। ওঠার ছন্দে তার মাসল্ নাচতে থাকে। তার সুইমিং কস্ট্যুমের সামনে আবার স্ফীত উচ্চতা। ডন কিংসলের সবই আছে—যা একটি তরুণ কামনা করে।

একটা ব্যাপার ঠিক পরিষ্কার নয়। ডেবি কি সম্পূর্ণভাবে তার পুরুষাঙ্গ গ্রহণ করতে পেরেছিল? প্রত্যেক পুরুষ, ডন শুনেছে, নিদারুণ আনন্দ পায় যখন তার পুরুষাঙ্গ যোনিগর্ভে পূর্ণ প্রবেশ পায়। সকলে বলতো, ডনের পক্ষে তা সম্ভব নয়। কোনও নারীর পক্ষেই তার ইন্দ্রিয়কে সম্পূর্ণভাবে স্থান দেওয়া সম্ভব নয়, এই অতিকায় আকৃতির জন্য।

ডাইভিং বোর্ডে উঠে ডন হাসিমুখে ডেবির দিকে তাকায়। তারপর ঘুরে ডাইভের জন্য প্রস্তুত হয়।

পরক্ষণেই শূন্যে লাফ দেয় ডন, সুন্দরভাবে পাক খায়, এবং এইবার সঠিক ব্যাক-ফ্লিপ!

ডেবি হাসে, তার দেহমন তৃপ্ত।

সত্যিই কাজ হয়েছে। আগামী কয়েক সপ্তাহ ধরে একটি এগারো ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের পুরুষাঙ্গ চোষণের সুযোগ রয়েছে তার—যখন ইচ্ছে। এবং তার সাথে সাথে অলিম্পিক টিমের প্রতিও যথাযথ কর্তব্য সম্পন্ন হবে।

মনে হয়, ১৯৭২-এর প্রতিশোধ এইবার নেওয়া যাবে।

...স্বপ্ন ভেঙে যায়। এই মুহূর্তে দুই নারী রিপোর্টারের প্রস্থানের পর একা ডন কিংসলে এতক্ষণ অতীতের স্বপ্ন দেখছিল।

৭

ডাঃ স্যাম স্কেলি অফিসে ঢুকলেন। মুখ থমথমে, রক্তবর্ণ, চোখ জ্বলছে। কাল রাতে শরীরটা অস্থির লাগছিল। আজ সকালে ওষুধ খেয়েছেন, কিন্তু এখন পর্যন্ত সুস্থ বোধ করছেন না। ফলে আবার দুটো ক্যাপসুল খেলেন, কিন্তু যন্ত্রণা কমল না।

এবার নিজেই একটু আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। ডাক্তার হয়ে এটা তাঁর জানা— এই অতিরিক্ত ধূমপান ও মদ্যপান—পরের দিনের হ্যাং-ওভার কাটাতে আবার পান—তাঁকে একটা খারাপ পথে নিয়ে যাবে। বুকে ব্যথা আছে, এখন মাথায় যন্ত্রণা। ডাঃ স্কেলির মতে, মাথার যন্ত্রণায় এখুনি তেমন মারাত্মক কিছু ঘটবে না।

ডেস্কে বসে মুখ তুলতেই দেখলেন নার্স, মিস পিচার্ড তার নিজের টেবিলে মুখ নিচু করে বসে আছে। কাজ করছে, কি সব নোটের খাতা আর ফাইল দেখছে।

স্কেলি জিজ্ঞেস করলেন— ল্যাব রিপোর্ট এসেছে?

—নো, স্যার।

ক্রীড়া-পূর্ব শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে বিশদ রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে ইন্টারন্যাশন্যাল অলিম্পিক কমিটি (IOC)। কালকের মধ্যেই দিতে হবে। রিপোর্ট পেশের আগে আগা-গোড়া নিজের চোখে একবার দেখে নিতে চান।

নার্স বলে— জ্যান কার্টরাইট ভিতরে। সে অপেক্ষা করছে। প্রায় এক ঘণ্টা হয়ে গেল।

কোনও কথা না বলে ডাঃ স্কেলি এগজামিনেশন রুমে গিয়ে ঢুকলেন। মিস পিচার্ডের সাথে তাঁর সম্পর্ক ভাল না। দু'জনেই দু'জনকে বেশ অপছন্দ করে। রাজনৈতিক মুরুব্বির জোরে পিচার্ড চাকরি পেয়েছে, কাজকর্ম মোটেই ভাল জানে না। তবে ডাঃ স্কেলিও জানেন, অনেক ভাল ডাক্তারকে টপকে তিনিও ব্যাক ডোর দিয়েই নিজের জায়গা পেয়েছেন। সো, দে আর বার্ডস্ অব দ্য সেম ফেদার।

ঘরে ঢুকে দেখলেন, জ্যান কার্টরাইট একটা ম্যাগাজিন পড়ছে।

—গুড মর্নিং ডক্টর!

—গুড মর্নিং জ্যান।

জ্যানের পরনে সাদা অ্যাপ্রন—যা পরীক্ষার আগে অ্যাথলেটদের পরতে হয়।

স্কেলি বলেন—তুমি তো রুটিন খুব ভাল জানো।

—তাড়াতাড়ি প্র্যাকটিসে যেতে হবে, তাই তৈরি হয়ে গেছি।

—এরপর নিজেই নিজের ডাক্তারি শুরু করবে হয়তো! যাই হোক, টেবিলে ওঠো।

জ্যান বরাবর উৎসাহী টাইপ। সব সময় ছটফটে, যেন তর সয় না। যৌবনের উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে। অথচ বেশ স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্ব।

কিন্তু অলিম্পিক কমিটি এসব ব্যক্তিত্ব-ট্যাক্তিত্বের থোড়াই পরোয়া করে। তারা প্র্যাকটিকালি একদল ধান্দাবাজ মেষপালক, আর জ্যান যেন একটা মেষশিশু। তার মূল্য রয়েছে—কারণ কমিটি তিনটি স্বর্ণপদকের জন্য জ্যানকে তৈরি করছে। ব্যস্, এই জন্যই তাকে পোষা হচ্ছে।

প্রতিযোগিতার আর এক সপ্তাহ বাকি। ইউনাইটেড স্টেটস্ অলিম্পিক কমিটি সোনার মেডেল পেতে পারে—জ্যান সফল হতে পারে হয়তো। ডাঃ স্কেলি চেষ্টা করবেন—যথেষ্ট সহানুভূতি নিয়ে—যাতে জ্যানের কোনও প্রতিবন্ধকতা না আসে।

টেবিলের ওপর জ্যানের দুই পা দু'পাশে সরিয়ে বেঁধে ফেলা হলো। সুন্দর পায়ের গোছ; মেয়েদের পক্ষে জিমন্যাস্টিকস্ ভাল, সাঁতার ইত্যাদি কাটলে কমনীয়তা, মেয়েলি মাধুর্য কেটে গিয়ে শক্ত মাংসপেশি জন্ম নেয়। কিন্তু জিমন্যাস্টিকসে নারী শরীরে নারীত্বের সৌন্দর্য নষ্ট হয় না।

গ্লাভস্ পরে, ভেজিলিন লাগিয়ে স্কেলি টেবিলের কাছে এলেন।

—রেডি?

—অলওয়েজ!—জ্যান হাসে।

কাপড় সরিয়ে দেখলেন, নিম্নাঙ্গের গহ্বরের ওপরে বাদামী রঙের কেশগুচ্ছ। স্বাভাবিক দেখাচ্ছে, অতিরিক্ত লোমশ নয়।

—বেশ! এবার দেখা যাক কি দাঁড়ায়।

বলে ডাঃ স্কেলি নিজের বিবেককে ভুলতে চেষ্টা করলেন। পেশাদারী পরীক্ষা। জ্যান হাসছে, বিশেষ চিন্তা নেই দেখা যাচ্ছে। ব্যাপারটা আসলে এই যে, মেয়েটাকে কেউ সত্যি কথাটা বলেনি। তাকে বড় জোর বলা হয়েছে এক 'Miss-aligned womb'-এর গল্প—যে ক্রটিটুকু নাকি সামান্য চিকিৎসা ও রুটিন চেক-আপের মাধ্যমে ঠিক করা যেতে পারে। প্রথমে একটু জটিলতা সৃষ্টি হলেও, এখন নাকি সবকিছু সহজ হয়ে এসেছে। এই অ্যালাইনমেন্ট ঠিক হয়ে গেলে তার সন্তান ধারণ করতে কোনও অসুবিধে থাকবে না।

ডাঃ স্কেলি কিন্তু আশ্চর্য—জ্যান এই গল্প বিশ্বাস করে বসে আছে। উচিৎ ছিল ঠিক মতো আত্মবিচার, কিছু পড়াশুনা এই বিষয়ে। তাহলে সে বুঝতো ব্যাপারটা অত সরল নয়। শী ইজ ডিফারেন্ট।

কিন্তু সে সব অভিজ্ঞতার ধারকাছ দিয়ে যায়নি জ্যান।

যোনিমুখ সামান্য ফাঁক করলেন স্কেলি। জ্যানের অন্তিম প্রদেশে কখনও যাননি তিনি। তাঁর হাত সামান্য এপাশ-ওপাশ করেছে, যাতে সে মানসিকভাবে সুস্থ থাকে। কিন্তু জ্যান কি এটা বোঝেনি, যে ডাঃ স্কেলির ডাক্তারি হাত তার গর্ভের ধারে কাছে যায়নি।

কিন্তু আজকে যোনিমুখ সামান্য ফাঁক করে তিনি অনেক কষ্টে নিজের মাথা ঝাঁকুনি গোপন করলেন। না, কোনও উন্নতি নেই। সেই ক্লিট—অদ্ভুত, অস্বাভাবিক, স্বস্থানে বিরাজিত। একই আকৃতি, একই স্থূলতা—এত হরমোন চিকিৎসার পরেও কোনও ফল হচ্ছে না।

এই হচ্ছে সমস্যা! জেনির ক্লিট অস্বাভাবিক—প্রায় পুংলিঙ্গের আকার, ছোট একটি লিঙ্গের মতো—নারী শরীরে! ডাঃ স্কেলি জীবনে এমনটি কখনও দেখেননি। ইয়েস, ইট ইজ লাইক আ লিটিল পেনিস্! না, সেইরকম মাথা-দেহ নয়, কিন্তু নারী জাতির শরীরের বিচারে এটা পুরুষ-অঙ্গের সঙ্গে তুলনীয়। অদ্ভুত! দুই ইঞ্চি দীর্ঘ, অন্তত আধ ইঞ্চি পুরু। ডাঃ স্কেলি মাপ নিয়ে দেখেছেন।

মেডিক্যাল বই ঘেঁটে মাত্র সামান্য কয়েকটি এমন কেস দেখা যায়। কিন্তু আকৃতির বিচারে জ্যান চিকিৎসা বিজ্ঞানের বই-এর উদাহরণগুলোকে ছাড়িয়ে গেছে। বহু নারীর মধ্যে পুরুষ-সাদৃশ্য দেখা যায়—যেমন লোমের প্রাচুর্য, সমতল বুক, তলদেশে অণ্ডকোষতুল্য কোনও অস্তিত্ব ইত্যাদি।

কিন্তু জ্যানের সে সব সমস্যা নেই। সে সুন্দরী, সুদেহী, তরুণী, টিনএজার। প্রকৃতপক্ষে, ডাঃ স্কেলি জ্যানকে নিজের গবেষণার পয়েন্টগুলো নোট করে তার অ্যাটর্নিকে দিয়েছেন। এও এক আবিষ্কার। তার নোট শুরু হয়েছে: 'অন্যান্য পুরুষজাতীয় সাদৃশ্য জ্যান কার্টরাইটের মধ্যে নেই...।'

জ্যানের স্ত্রী অঙ্গে ডাঃ স্কেলির আঙুল পরীক্ষারত।

হ্যাঁ, সত্যি, অন্য সকল অর্থে জ্যান অবশ্যই নারী।

কিন্তু এই ক্লিট! সাচ আ হিউজ ওয়ান।

ডাক্তারদের এতদিনের দেখা ও জানার মধ্যে এটি বৃহত্তম। কিন্তু এটা অবশ্য ক্লিটরিচ—নারী অঙ্গ। পেনিস বা পুরুষাঙ্গ নয়। কিন্তু তার সাথে তুলনীয়। তাই জ্যানের সেক্স নিয়ে প্রশ্ন ওঠে না। সে অবশ্যই নারী। তার মেনস্ট্রুয়াল পিরিয়ড স্বাভাবিক, তার সাথে পুরুষের যৌনসঙ্গমে কোনও অসুবিধে নেই, সে মাতৃত্বলাভে সক্ষম। এইসব বিষয়গুলো সেক্স-টেস্টে অনেককেই ফেল করিয়ে দেয়। কিন্তু জ্যান এগুলোতে অবশ্যই পাস করেছে।

কিন্তু অলিম্পিক কমিটি এসব পয়েন্ট ধরবে না। তাদের আইনে, শারীরিক দিক দিয়ে উত্তীর্ণ হতে হলে বিচার করতে হবে কেউ হারমাফ্রোডাইট অর্থাৎ উভলিঙ্গ বা নপুংসক বিভাগে পড়ে কিনা। এই বিভাগে পড়লে তাদের অন্তর্ভুক্তি 'স্ট্রিক্টলি প্রহিবিটেড।' ডাঃ স্কেলির মতে, জ্যানের ব্যাপারে বলা যায়—তার ইন্দ্রিয় চোখের দৃষ্টিতে হারমাফ্রোডাইট-এর সাথে তুলনীয়, কিন্তু মোটেই সে হারমাফ্রোডাইট বিভাগে পড়ে না। সে একটি বিশেষ ব্যতিক্রম—এই মাত্র। কিন্তু তাঁর মতামত নিয়ে কমিটি বা ট্রাইবুনাল কি ভাববে, কে জানে!

ডাঃ স্কেলির চিন্তায়, জ্যানকে অলিম্পিক কমিটি বাদ দেবে কি দেবে না, সেটা তুচ্ছ ব্যাপার। যেটা তাঁকে উদ্বিগ্ন করছে তা হলো—এই সত্য প্রকাশ পেলে জ্যান কি পরিমাণ লজ্জা ও অস্বস্তির সম্মুখীন হবে! এই আবিষ্কার তার পক্ষে এক অভিশাপ। এই বিচিত্রতা নিদারুণ লজ্জা। অবশ্যই একদিন না একদিন এই সত্য প্রকাশ পাবে। কিন্তু বর্তমানে এটা যদি জানাজানি হয়, সেটা চরম দুর্ভাগ্যের বিষয় হবে। কারণ দুর্গন্ধপ্রিয় রিপোর্টার আর অতি-উৎসাহী ক্যামেরাম্যানের দল জ্যানকে, জ্যানের ভাবমূর্তিতে তছনছ করতে দ্বিধা করবে না।

ডাঃ স্কেলি যেন দেখতে পাচ্ছেন জ্যানকে রির্পোটারের দল ঘিরে ফেলেছে যেই মুহূর্তে জ্যান হিয়ারিং রুম থেকে বেরিয়েছে।

—আচ্ছা, মিস কার্টরাইট, আপনার দুই পায়ের ফাঁকে ঠিক কি রয়েছে?—একজনের জিজ্ঞাসা।

—আচ্ছা, মিস কার্টরাইট—ওটা কি খুব শক্ত হয়ে ওঠে—আরেকজন আগ্রহী।

—মিস কার্টরাইট, জিনিসটা ঠিক কত বড়?

—আপনার কি কোনও বয় ফ্রেন্ড আছে, মিস কার্টরাইট? না, আপনি গার্ল ফ্রেন্ড পছন্দ করেন?

মানসচোখে এই দৃশ্য ডাঃ স্কেলির মনকে উত্তপ্ত করে তোলে। তিনি অন্তর থেকে ঘৃণা করেন এদের—অল দিজ্ ফাকিং রিপোর্টারস্, দে আর ভালচারস্। শকুনের মতো। তাদের কাছে প্রিয় খাদ্য অ্যাথলেটদের মাংস। এখানে প্রত্যেকটি সাংবাদিক হিংস্র শকুন।

আবার কল্পনার চোখে ভেসে ওঠে:

—আচ্ছা, ডক্টর, আপনি কি দেখলেন?

—তার মানে? ডাঃ স্কেলি হয়তো পাল্টা প্রশ্ন করবেন।

—মানে, সম্প্রতি খুব অদ্ভুত খবর শোনা যাচ্ছে। এই পরীক্ষায় তেমন কিছু পেলেন?

—কি বলতে চাইছেন আপনারা?—ডাঃ স্কেলি বিরক্ত।...

স্বপ্ন ভাঙে। কিন্তু এই মুহূর্তে, বাস্তবে ডাঃ স্কেলির গ্লাভস্ পরা আঙুল যেন উত্তর খুঁজে পাচ্ছে। জ্যানের অতি-বৃহৎ ক্লিট নড়ছে, কাঁপছে, যেন বেরিয়ে আসছে। ডাঃ স্কেলি ভাল করে দেখলেন—আরও বেড়ে গেছে—অর্থাৎ আকৃতি আরও দীর্ঘ হয়েছে। যোনিমুখ থেকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী কোণ ধরে এই অদ্ভুত অঙ্গ নিজেকে যেন প্রকাশ করতে চাইছে লোকচক্ষুর সামনে।

জ্যান উঠে বসে, নিজের নিম্নাঙ্গের দিকে তাকায়।

—আপনার দেখা হয়ে গেছে, তাই না?—জ্যান বলতে থাকে—আচ্ছা, আমার দেহের এই জিনিসটা কেমন শক্ত হয়ে যায়। গেটিং স্টিফ্ নাও! বেশ বেড়ে ওঠে। কোনও সময় আপনা থেকেই, আবার কোনও সময় আমার হাতের ঘষা পেলে! আপনি এইমাত্র ওটাকে ঘষেছেন, এবার দেখুন কি কাণ্ড!

উদ্বিগ্ন ডাক্তারের মুখের ওপর জ্যান সরল মনে বলে যায়—দেখুন ডক্টর, কেমন বড় হয়ে ওঠে। আমি ঘষে দেখাচ্ছি।

জ্যান দু' আঙুলে এই অঙ্গকে যেন টেনে ধরে। ডাঃ স্কেলি ভেবে উঠতে পারছেন না কি করবেন। জ্যান যেন উঠতি কিশোর যে হাত দিয়ে বীর্যস্খলন করতে চাইছে। তার ক্লিট মুহূর্তের মধ্যে দৃঢ় ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান। বোঝা গেল, এর দৈর্ঘ্য ইতোমধ্যে আধ ইঞ্চি বেড়েছে, স্থূলতাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্কেলি বলেন—যথেষ্ট হয়েছে জ্যান, এবার থামো। আমার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে।

জ্যানের গলায় সেই কিশোরীর বিস্মিত জিজ্ঞাসা—

—কিন্তু এটা কি জিনিস ডক্টর?

—এই অংশটি তোমার সেক্স-অনুভূতির মূল কেন্দ্র। তুমি যত বড় হবে, তত বুঝতে পারবে, অভিজ্ঞতা বাড়বে, তুমি অভ্যস্ত হয়ে যাবে। যখন তোমার বিয়ে হবে, তখন আরও ভাল করে বুঝবে।

এবার পেশাদারি কণ্ঠে সহজ সুর—খুব ভাল হয়, যদি আমার অফিসে একবার আসো। আমরা সেক্স সম্বন্ধে একটু আলোচনা করতে পার। কিছু না, মিস পিচার্ডকে বলে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে নেবে। কিন্তু এই সময় আমার ব্যস্ততা আছে, আমি—

—জানি, আপনি ব্যস্ত। জ্যান বাধা দিল—কিন্তু আপনি যা বললেন, আমিও তাই চাইছিলাম। একটু বেশি সময় নিয়ে আপনার সাথে সেক্স বিষয়ে আলোচনা করব। হোয়েন আর ইউ ফ্রি?

এবার অস্বস্তিতে পড়লেন ডাঃ স্কেলি। অবশ্য প্রস্তাবটা তিনিই দিয়েছেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই এই সত্য জ্যানের সামনে বলতে পারেন না, অবশ্যই না। বিশেষ করে অলিম্পিকের আগে তো নয়ই।

হঠাৎ দরজায় মৃদু আঘাত।

মিস পিচার্ড উঁকি দিলেন।

—ল্যাব রিপোর্টগুলো এইমাত্র এসেছে।

একটু নার্ভাস হয়ে উঠে দাঁড়ালেন স্কেলি।

—ওয়েল, জ্যান! আমাকে এখন যেতে হবে। এরপর যখন ফিজিক্যাল সেসন আসবে, তখন কথা হবে। হয়তো একটু অপেক্ষা করতে হবে তোমায়, অন্তত অলিম্পিকস্‌টা শেষ হোক। কারণ এই সময়টা আমার চরম ব্যস্ততা। কিন্তু যাই হোক, পরে আমি তোমার সাথে ডিটেলস কথা বলব, অবশ্যই, ও. কে!

ডাঃ স্কেলি হাসলেন। হিপোক্রিটের হাসি। ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তাঁর নিঃশ্বাস দ্রুত, নার্ভাস। অবস্থাটা অন্তত সাময়িকভাবে ধামাচাপা দিতে পেরেছেন। মিস পিচার্ড ডেস্কের ওপর এক বিরাট ফোল্ডার মেলে ধরেছে।

ডাঃ স্কেলি সেই রিপোর্টের ফোল্ডার নিয়ে নিজের অফিসের দিকে হাঁটা দিলেন। পেটের মধ্যে একটা যন্ত্রণা হচ্ছে। যতদূর মনে হচ্ছে, প্রত্যেক অ্যাথলেটই এখন সমস্যামুক্ত, কিন্তু শেষ মুহূর্তে ফলাফল কি দাঁড়াবে কে জানে।

অফিসে ঢুকে দরজা বন্ধ করে ফাইল খুললেন তিনি। আদ্যাক্ষর অনুসারে সাজানো প্রত্যেক অ্যাথলেটের কম্পিউটার প্রিন্ট-আউট। ব্লাড টেস্ট, ইউরিন অ্যানালিসিস, বিশদ এক্স-রে রিপোর্ট তাদের নামের পাশে পাশে নোট করা। মিলিগ্রামের ভিত্তিতে লিখিত—ইউরিক অ্যাসিড থেকে একেবারে ট্রিগলিসেরাইড কাউন্ট পর্যন্ত। বিরক্তি নিয়ে স্কেলি ভাবলেন, ইস, আমাদের শরীর এখন যন্ত্রের দাস।

'এ' তালিকার মধ্যে তিনি অস্বাভাবিক কিছু পেলেন না। নামতে নামতে 'এম' তালিকায় দেখলেন মাত্র একটি নাম—ফ্র্যাঙ্ক মাইলস্‌। এর ব্যাপারে একটু চিন্তার ব্যাপার আছে কি? সম্প্রতি ফ্র্যাঙ্ককে বেশ ক্লান্ত দেখায়, যেন কিছুটা বিধ্বস্ত। ডাঃ স্কেলি এটা মেনে নিতে পারেন না। ফ্র্যাঙ্ক এত মরিয়া হয়ে প্র্যাকটিস করে যে ডাঃ স্কেলির আশংকা, যে কোনও মুহূর্তে তাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে না হয়। এত মরিয়া! নিষ্ঠা ও মানসিক গোঁয়ার্তুমির মধ্যে একটা বিভাজন রেখা আছে। তিনি দেখেছেন—বহু অ্যাথলেট এটা বোঝে না, ছাড়িয়ে যায়। বিশেষ করে তারা—যাদের স্বাভাবিক দক্ষতার চেয়ে কায়িক পরিশ্রমের ওপর বেশি নির্ভর করতে হয়। ফ্র্যাঙ্ক মাইলস্‌কে মনে হবে—ছেলেটা পতনের জন্য উন্মুখ—উত্থান নয়। স্বভাবতই ডাক্তার হিসেবে তিনি উদ্বিগ্ন।

ফ্র্যাঙ্কের নামের পাশে কাউন্টগুলো পড়তে থাকলেন স্কেলি। সবই ভাল, হঠাৎ—

হ্যাঁ, ক্যাপিটল লেটারে লেখা — EVIDENCE OF VIRAL HEPATITIS IN SAMPLE. RETEST IMMEDIATELY.

একি!

ডাঃ স্কেলির হার্টবিট যেন ডুবতে থাকল। পরে বুঝলেন, এই বিষয়টা তাঁকে অনেকক্ষণ ধরে ভাবাচ্ছে। অ্যাথলেটদের ভালমন্দ নিয়ে তিনি অযথা বড় বেশি ভাবেন। ফ্র্যাঙ্ক মাইলস্‌ নিয়ে যা করণীয়, তাই করা দরকার। ব্যস্‌।

হেপাটাইটিসের বলি হলে ফ্র্যাঙ্ক বাদ পড়বেই। বহু ডোজ অ্যাক্টিট্যামিস্‌ দিয়ে স্কেলি তাকে যদি ফিট করার চেষ্টা করেন, রানিং এই রোগ বাড়িয়ে তুলবে। ক্রমশ মারাত্মক লিভার ড্যামেজের দিকে নিয়ে যাবে। ফলে স্থায়ী অক্ষমতা এবং পরে মৃত্যু।

তাই ফ্র্যাঙ্ক মাইলস্ যতই মরিয়া আর আগ্রহী হোক, তার প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার কোনও সুযোগ নেই।

এবার অন্যান্য রিপোর্ট!

হ্যাঁ, ফ্র্যাঙ্ককে এখুনিই বাদ দিতে হবে। কিন্তু এই অপ্রীতিকর কাজে তাঁকেই অগ্রদূত হতে হচ্ছে—এটা ভাল লাগছে না। দেখা যাক! স্কেলি সময় নিলেন, আগে অন্যান্য রিপোর্টগুলো পড়া হোক।

দু'ঘণ্টা পরে যখন মিস পিচার্ড দরজা খুলে উঁকি দিয়ে বুঝতে চাইল—কেন ডাঃ স্কেলি ফোন ধরছেন না, তখনও তিনি চেয়ারেই বসে আছেন। না, তাঁর মাথার শিরায় হ্যাং-ওভারের দপদপানি নেই। কিন্তু পুরো মস্তিষ্ক এখন এক দুরন্ত বেদনায় আক্রান্ত। দু'হাতে মাথা চেপে চুপ করে বসে আছেন তিনি।

—ডক্টর, আর ইউ অল রাইট?

—গেট আউট!

'এ' দিয়ে শুরু করেছিলেন। সবকিছু ঠিক ছিল, ক্রমশ 'এম' পেরিয়ে তিনি এসে পৌঁছেছিলেন শেষ দিকে—'ডব্লু'। সেখানে আবার শোকাবহ লেখা ঃ WINSTON BALLANTINE : EVIDENCE OF VIRAL HEPATITIS IN SAMPLE. RETEST IMMEDIATELY. হঠাৎ এবার কেন যেন তালিকার প্রথম দিকে চোখ গেল। দুটো নামের নিচে দেখা গেল (আগে নজরে পড়েনি) ৮০০ মিটার দৌড়ের কার্লো বেলোজের নাম। পাশে কম্পিউটারের সেই সর্বনাশা অক্ষরগুলো ঃ EVIDENCE OF...ইত্যাদি।

এইবার প্রথম থেকে আরেকবার মন দিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। দেখা গেল, বাইশ জন আমেরিকান অ্যাথলেটের নামের পাশে ওই লেখা।

আশ্চর্য, সবগুলো শীর্ষস্থানীয় অ্যাথলেট—যারা স্বর্ণপদক আনবেই। নানা ইভেন্টে।

ডাঃ স্কেলি কাঁপা হাতে ফোন তুললেন। প্রথমে ফ্র্যাঙ্ক মাইলস্‌কে ফোন করা দরকার। ফ্র্যাঙ্ককে তিনি অন্যদের তুলনায় ভাল করে চেনেন। ফ্র্যাঙ্ক মন খুলে কথা বলবে। আশা করা যায়, রহস্যটা কিছুটা ধরতে পারবেন।

—ফ্র্যাঙ্ক!

—ইয়েস।

—আমি ডাঃ স্কেলি বলছি। বলতে খুব খারাপ লাগছে, কিন্তু উপায় নেই।

একটু নীরবতা... তারপর দুর্ভাগ্যজনক খবরটির প্রকাশ।...পরিষ্কার বিশ্বাসযোগ্য... সাহসী উত্তর, সে এসব রিপোর্টের পরোয়া করে না...কেউ তাকে দশ হাজার মিটার দৌড়ে আটকাতে পারবে না, সে স্বর্ণপদক পাবেই...কিন্তু কার সাথে তুমি সময় কাটিয়েছ, ফ্র্যাঙ্ক?...আমাদের হিসেব করে দেখতে হবে কোথা থেকে এই রোগ তুমি পেলে?...এই রোগ তোমার ক্যারিয়ার ধ্বংস করবে।...কেউ না? কেউ না বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছ? নোবডি, আই ডোন্ট স্পেন্ট টাইম উইথ এনিবডি।...আমি শুধু ছুটতে জানি...ছুটে চলি...।

...কিন্তু কেউ না কেউ আছেই ফ্র্যাঙ্ক। একটি মেয়ে, তাই কি?...না, না, কোনও মেয়ে নয়।...তাহলে কোনও আগন্তুক? আ স্ট্রেঞ্জার? এমন কেউ তোমাকে দংশন করেছে?...না, না, নো স্ট্রেঞ্জার!....কোনও ওরিয়েন্টাল, ফ্র্যাঙ্ক? ওরিয়েন্টাল, পূর্বদেশীয় কেউ?

আবার দীর্ঘ স্তব্ধতা।

শব্দগুলো আবার ছুটে ছুটে বেরিয়ে আসছে। এক বিভ্রান্ত ফ্র্যাঙ্ক মাইলস্ বলে যাচ্ছে...স্ট্রেঞ্জ, ওরিয়েন্টাল...গার্লস...।

হ্যাঁ, ঠিক তাই। স্কেলি বুঝে ফেলেছেন।

এক সময় গুজব রটেছিল 'কম্যুনিস্ট ষড়যন্ত্র'।

হাস্যকর ব্যাপার! কিন্তু—এখন—

হ্যাঁ, কিছু একটা ষড়যন্ত্র অবশ্যই। এবং কল্পনা করতে অসুবিধে নেই, বেশ শক্তপোক্ত ষড়যন্ত্র।

তালিকায় আরেকটি নামের দিকে তাঁর নজর গেল। মেয়ে সাঁতারু—রোয়েনা গোল্ডস্টেইন!

ফোন তুললেন স্কেলি, বিনা ভূমিকায় জিজ্ঞেস করলেন—কানাডায় আসার পর তুমি কোনও ওরিয়েন্টাল লোকের সাথে শুয়েছ?

প্রশ্নের উত্তরে প্রথমে এলো তীব্র প্রতিবাদ, তারপর কৌতূহল—কেন এই প্রশ্ন, এবং অবশেষে দ্বিধাগ্রস্ত স্বীকারোক্তি।

ডাঃ স্কেলি বুঝলেন—আর কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করার দরকার নেই।

৮

সিস্কোনিক আর্কেস্ট্রায় একটা সুর বাজছিল। এর নাম 'বিশ্ব প্রার্থনা'—ইউনিভার্সাল হিম্। কিন্তু এর অদ্ভুত উচ্চসুর সারা পরিবেশ দূষিত করে দিচ্ছিল। পূর্ব ও পশ্চিম দেশে যে পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডার মজুত রয়েছে, এই সুর তার চেয়ে বেশি ক্ষতি করতে পারে বললে খুব ভুল হবে না।

আসলে, তিন বছর আগে অলিম্পিক কমিটি দশটি দেশের দশজন বিখ্যাত সুরকারকে দিয়ে এই সুর তৈরি করিয়েছিল। উদ্দেশ্য : একটি আন্তর্জাতিক সঙ্গীত—ইন্টারন্যাশনাল অ্যানথেম্। যে সঙ্গীত 'ক্রমবর্ধমান শান্তি ও ঐক্যের সুরে বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রতিনিধিত্ব' করবে।

কিন্তু মনে হয় এই দশজন কম্পোজার গানটি তৈরি করতে গিয়ে পরস্পরকে খুন করেছে। খবরের কাগজে এদের অপদার্থতা নিয়ে সমালোচনা বেরিয়েছে, কয়েকজন পদত্যাগ করেছে। তিনটি দেশ আবার ভয় দেখিয়েছে—তাদের সুরকারদের তাড়ালে তারা অলিম্পিক বয়কট করবে।

রেনি ডাবলিয়ার তার ভারী বুকে হাত রেখে অ্যাটেনশন নিয়ে দাঁড়িয়ে গানের ভাষা চূড়ান্ত অশ্রদ্ধা নিয়ে শুনছিল। একেবারে আবর্জনা, এর চেয়ে La Masseillaise অনেক ভাল। সেটা হলে লোকের পক্ষে মেনে নেওয়া সহজ হতো।

ম্রিয়মাণভাবে সঙ্গীত শেষ হলো। সামনে বিভিন্ন দেশের বারোশো অ্যাথলেট গোল হয়ে বসে আছে। রেনির মতে, পুরো ব্যাপারটা স্টুপিড! এই সাতসকালে এহেন সঙ্গীত শুনতে কার মন চেয়েছে? কোনও আবেদন নেই গানে।

রেনি সামনে রাখা প্যান্ট্রির প্লেটের দিকে মন দিল। এতে লাভ আছে বরং। কিন্তু এই পৃথিবীতে কি কফি পাওয়া যাবে? পাশে বসা আমেরিকান তরুণটিকে জিজ্ঞেস করল—গানটা ভাল লেগেছে তোমার?

—কি বললে?

—বলছি, গানটা কেমন লাগল। দ্যাট মিউজিক!

—আমি শুনিনি।

সে মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকাল। কি যেন গভীরভাবে ভাবছে সে। কিন্তু রেনির মনে হলো এটা ভান, লজ্জা ঢাকার চেষ্টা। সব অ্যাথলেট এখন ইন্টারন্যাশনাল ব্রেকফাস্টে নিমন্ত্রিত, এখানে এই আমেরিকান তরুণ অস্বস্তিবোধ করছে। অবশ্য রেনিরও অস্বস্তি লাগছে।

কাপ-ডিশের শব্দের মধ্যে দেখা গেল কফি দেওয়া হচ্ছে। থ্যাংক গড!

রেনি আবার জিজ্ঞেস করে—তোমার নাম কি?

—ডন।—নিস্পৃহ উত্তর। ছেলেটি রেনির দিকে না তাকিয়েই উত্তর দেয়।

—তুমি আমেরিকান, তাই তো?

—ইয়েস।

—তোমার বিশেষত্ব কি?

এইবার ছেলেটি পরিষ্কারভাবে রেনির দিকে তাকাল। দৃষ্টিতে অবহেলা, যেন একটা পোকামাকড়কে গা থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইছে।

—আমাকে বিরক্ত করো না।

তারপর অবশ্য উদাস কণ্ঠে জানাল—আই অ্যাম আ ডাইভার।

মরুক গে! রেনিও বিরক্ত। ইন্টারন্যাশনাল ব্রেকফাস্টের উদ্দেশ্য হলো—সব দেশের প্রতিযোগীরা পরস্পরের সাথে পরিচিত হোক, মতামত বিনিময় করুক। সম্প্রীতি গড়ে উঠুক। অলিম্পিকে আন্তর্জাতিক মিলনের আদর্শ এতে অনেকটা সফল হবে। কিন্তু অনেক বিষয়ের মতো খেলার জগতেও এ ব্যাপারটা অর্থহীন। এই অপদার্থ ছেলেটা অহেতুক লাজুক হোক ক্ষতি নেই, কিন্তু এত দেমাক কিসের?

চুলোয় যাক!

কিন্তু রেনি অবশ্যই ডন কিংসলেকে ভুল বুঝল। সে সত্যিই ভাবনায় আক্রান্ত। সে দূরে ডেবি উইলির দিকে তাকাল। ডেবি একমনে এক ওরিয়েন্টাল লোকের সাথে বকবক করছে।

সেই রাতে ভ্যাল ও জেনির বিদায়ের পর ডন আপ্রাণ চেষ্টা করেছে ডেবির সাথে দেখা করতে। ফোন করেছিল, কিন্তু কেউ লাইন দিল না। সে ডেবির ঘরে গেল, কিন্তু তখন বাইরে থেকে বোঝা গেল আলো নিভে গেছে। ডেবি নিশ্চয় ঘুমন্ত। ডনের সাহস হয়নি অন্ধকারে ডেবির ঘরে চুপিচুপি ঢোকে। এর ফল ভয়ংকর হতে পারে। তাকে বহিষ্কার করা হবে। গতকাল সারাদিন সে চেষ্টা চালিয়েছে, এমন কি রাতেও—একবার সাক্ষাতের জন্য—কিন্তু সবই বিফলে গেছে।

কিন্তু এখন ওই তো সে, ওইখানে। ডনের বুকে-পেটে উত্তেজনা ও ভীতির কম্পন। ডেবিকে একবার একান্তে পাওয়া দরকার। শুধুমাত্র একটি প্রশ্নের জন্য: তুমি কি আমাকে একটা সুযোগ দেবে? আমি তোমার মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে প্রবেশ করাতে চাই। হ্যাঁ, সম্পূর্ণভাবে। আই মিন, অল দ্য ওয়ে!

কিন্তু ডেবি এখন হাসি-গল্পে ব্যস্ত। পৃথিবীর আর কোনও দিকে এখন নজর নেই তার। যদি সে জানত ডনের অন্তরে ও অণ্ডকোষের মধ্যে এখন কেমন এক অদ্ভুত ভয়ের সৃষ্টি

হয়েছে, সে সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলেছে, যে ভয় ভ্যাল সিম্পসন তার দেহমনে সঞ্চারিত করে গেছে—ডন বিশ্বাস করতে শুরু করেছে ভ্যাল সিম্পসন সত্যি কথাই বলেছে।

ডন এখন আবার একটা ভুল করছে। এতো ব্যাখ্যা এবং অপব্যাখ্যা তার মনটাকে পাগল করে দিচ্ছে। ডেবি উইলি সম্পর্কেও তার নতুন ধারণা ঠিক নয়। দূরে দাঁড়িয়ে ডেবি হাসছে ঠিকই , কিন্তু সেটা ওপর-ওপর, ভেতরে সেও বেশ চিন্তিত আছে।

আরেকজন ডেবির দিকে অন্ধ ঘৃণা নিয়ে তাকাচ্ছে। ফ্র্যাঙ্ক মাইলস্! সে ডনের পাশের টেবিলে বসে আছে, তার দৃষ্টি এখন খুনির মতো।

ডেবি বলল, এক্সকিউজ মি, আমি একটু পরে আসছি।

সেই ওরিয়েন্টাল ব্যাটা মাথা ঝোঁকাল, তার মুখে অর্থপূর্ণ হাসি। ডেবি উঠে গিয়ে ফ্র্যাঙ্ক মাইলসের পেছনের চেয়ারে বসল—সামনে দৃষ্টি।

ফ্র্যাঙ্কের কানের কাছে মুখ বাড়িয়ে ধীর স্বরে জিজ্ঞেস করল ডেবি—আমরা কি এক মিনিটের জন্য বাইরে যেতে পারি!

ফ্র্যাঙ্ক চমকে উঠল। ওঃ, এইখানেই ডেবি! তার ডান পাশে এখন, দ্যাট গোল্ডেন গ্লাইডার, তার স্বপ্নের রাজকন্যা। সে এখন তার সাথে কথা বলছে।

—সিওর,—ফ্র্যাঙ্ক বলল, বটে, কিন্তু গলা নার্ভাস বোঝা যাচ্ছে।

খাবারের প্লেট রেখে ওরা ব্যাঙ্কোয়েট হলের পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

—আচ্ছা, তুমি আমার দিকে অমন ভয়ংকর চোখে তাকাচ্ছিলে কেন? ডেবি জিজ্ঞেস করে।

ফ্র্যাঙ্ক একটু অপ্রস্তুত। এমন সোজাসুজি প্রশ্নের জন্য সে তৈরি ছিল না।

—না, মানে, আমি...আমি তোমাকে বাঁচাতে চেষ্টা করছিলাম।

—আমাকে বাঁচাতে? তোমার চোখ দেখে মনে হচ্ছিল তুমি আমায় খুন করতে চাও!

ফ্র্যাঙ্ক লজ্জিত—না, না, তোমাকে নয়। আমি আসলে নোকোমুচিকে দেখছিলাম। আমার মনে হয়, তুমি বিপদে পড়বে, সে সবকিছু নিয়ে বেরিয়ে যাবে।

—ফ্র্যাঙ্ক, কি পাগলের মতো বলছ তুমি!

ডেবি সত্যিই উৎকণ্ঠিত। লোকটাকে পাগল বলে মনে হচ্ছে।

ফ্র্যাঙ্ক জিজ্ঞেস করে—তুমি আমার নাম কি করে জানলে?

ডেবি বলতে চাইল—আমি দেখেছিলাম, ইউ ওয়ার ফাকিং টু গার্লস অন ট্র্যাক। কৌতূহলবশত আমি তোমার সম্পর্কে জানতে চাই, আর খবর পেয়ে যাই, তুমি কে!

কিন্তু মনের কথা মনেই রইল। এভাবে বলা যায় না, সত্যি হলেও। তার ইচ্ছেও রয়েছে এটা প্রকাশ করার, কিন্তু ফ্র্যাঙ্কের বর্তমান মানসিক অবস্থার কথা ভেবে তাকে সাবধান হতে হচ্ছে।

—সকলেই তোমায় চেনে, জানে। তোমার নাম আমি অনেকদিন আগেই শুনেছি।

এই প্রশংসায় ফ্র্যাঙ্কের চিন্তা-ভাবনা আরও জট পাকিয়ে গেল। একটু উত্তেজিত হয়ে সে বলে ফেলল—কিন্তু তুমি জান না, আমি যে তোমাকে বাঁচাতে চেষ্টা করছি সেটা সত্যি। কিন্তু আমি সে কথা সকলকে বলতে পারি না।

—আমি যাই, তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না।

ডেবি চলে যাবার উপক্রম মাত্র ফ্র্যাঙ্ক তার হাত ধরে ফেলে, কঠোরভাবে। ডেবি ব্যথা পায়, ভয়ার্ত দৃষ্টিতে সে ফ্র্যাঙ্ককে দেখে।

—আই অ্যাম সরি! ফ্র্যাঙ্ক বলে—আমি তোমাকে আঘাত দিতে চাইনি। আমি কখনওই তোমাকে আঘাত দেওয়া কল্পনাও করতে পারি না।

ডেবি এবার দেখতে পেল ফ্র্যাঙ্কের চোখে অনুতাপ। ছলছল করছে চোখ। একি ভালবাসা, বিশুদ্ধ প্রেম? বত্রিশ বছরের একটা লোকের চোখে শিশুসুলভ দুর্বলতা!

ফ্র্যাঙ্ক বলল, এবার তোমাকে বললে বুঝবে ব্যাপারটার মাথামুণ্ডু আছে। কিন্তু তোমায় শপথ করতে হবে, এর একবর্ণও তুমি কাউকে জানাবে না।

ডেবি মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

ফ্র্যাঙ্কের গলা থেকে এক কাহিনীর প্রতিটি শব্দ যেন ছিটকে বেরিয়ে আসছে, হোঁচট খাচ্ছে। অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে। শুনতে শুনতে ডেবির চোখ বিস্ফারিত, মনে হয়—সত্যি উন্মাদ হয়ে গেছে ফ্র্যাঙ্ক। ওরিয়েন্টাল নারী-পুরুষ দিনকে দিন আমেরিকান টিমে ঢুকে পড়ছে। যৌনতার দিকে প্রবণতা বুঝে খুব সাবধানে অ্যাথলেটদের নির্বাচন করা হয়। ডাঃ স্কেলিও প্রায় অর্ধেক উন্মাদ হতে বসেছেন। এই আহতের তালিকা কোথায় শেষ হবে!

ফ্র্যাঙ্ক তার বক্তব্য শেষ করে। আগ্রহভরে ডেবির দিকে তাকায়। ডেবি চুপ করে থাকে, তারপর তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে উঠে যায়।

ফ্র্যাঙ্ক যেন ওর পেছন পেছন দৌড়তে থাকে, ডেবির দুই কাঁধ ধরে নিজের দিকে ফেরায়।

—কিন্তু, আমাকে তোমার বিশ্বাস করতে হবে। ওরা তোমার পেছনেও রয়েছে, সুযোগ খুঁজছে। কেন নোকোমুচি ঠিক তোমার পাশেই গিয়ে বসেছে? আমি জানি, সে নিজে রোগগ্রস্ত নয়, কিন্তু সে অবশ্যই একজন অসুস্থকে তোমার কাছে ঠেলে দেবে। আমি এও জানি তোমার মতো মেয়ে কারুর সাথে সেভাবে মিশবে না, তবু—

ফ্র্যাঙ্কের চোখে এবার করুণ মিনতি। ডেবিও অবাক হয়ে তাকায়। যদিও এই গল্প এখনও বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু তার দৃষ্টির ভাষাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই রকম পূর্ণ আবেগে কেউ মিথ্যে বলতে পারে না, ফ্র্যাঙ্কের কণ্ঠে যে আশংকার প্রকাশ তার মধ্যে সত্যের গুঞ্জরণ রয়ে গেছে।

—ডেবি, আমার দিকে তাকাও।

ফ্র্যাঙ্ক এবার যেন আদেশ করছে। গলায় সামান্য কঠোরতা।

ডেবি তাকায়। ফ্র্যাঙ্কের একটা আঙুল তার নিজের ডান চোখের দিকে নির্দেশিত।

এইবার চমকে ওঠে ডেবি। হ্যাঁ, ফ্র্যাঙ্কের চোখে শিশুসুলভ সরলতার মধ্যে ফুটে উঠেছে অন্য একটা লক্ষণ—হেপাটাইটিসের কুৎসিত হলুদ দংশন। এমন সে আগেও দেখেছে অন্যত্র। এটা অ্যাথলেটের পক্ষে চরম দুঃস্বপ্ন।

—ডেবি, ওরা আমাকে অলিম্পিক থেকে সরিয়ে দিতে চায়।

ফ্র্যাঙ্ক যেন নিজের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে।

—ফ্র্যাঙ্ক! আই অ্যাম ভেরি সরি—যদি তোমার হেপাটাইটিস হয়ে থাকে। আমি জানি, এটা তোমার পক্ষে কী ভীষণ ট্র্যাজেডি! কিন্তু তার মানে এই নয় যে এই রোগ তুমি পেয়েছ কোনও 'কম্যুনিস্ট ষড়যন্ত্রে'র শিকার হয়ে। যদি এমন কোনও ষড়যন্ত্র থাকতো, আমি জানতে পারতাম, সকলেই টের পেত।

—আরে সেটাই তো ওদের বৈশিষ্ট্য, কেউ টের পাবে না। আমেরিকা কিছু বলার চান্স পাবে না।

—কেন নয়?

—কে বিশ্বাস করবে? এইমাত্র তুমি নিজেই বললে তোমার পক্ষে এটা চরম অবিশ্বাস্য এক গল্প মাত্র। ইন্টারন্যাশনাল প্রেস এই নিয়ে আমাদের হাস্যাস্পদ করবে। তারা বলবে—আমি এই সব গুজব ছড়াচ্ছি নিজেদের দুর্ভাগ্যকে ঢাকা দেবার জন্য। কেউ আমাদের বুঝবে না, কেউ না।

ফ্র্যাঙ্ক আবার বলে—আর যদি কেউ বিশ্বাস করেও, তাতে অ্যাথলেটদের কি সুবিধে? তারা বেশির ভাগ বিবাহিত। যারা বিয়ে করেনি তারা নেহাৎই অল্পবয়েসী, নাবালক। কিন্তু এই অভিশাপ, এই রটনা সারা জীবন জুড়ে থাকবে তাদের। অলিম্পিক কমিটি এই সর্বনাশা ভবিষ্যতের ব্যাপারে ভাবছে না। ছেলেগুলো প্রত্যেকে শেষ হয়ে যাবে। একমাত্র আমিই জানি, সে কোথা থেকে রোগটা পেল। কিন্তু কমিটি ব্যাপারটা পুরো চেপে রেখেছে। তাই তোমায় প্রতিজ্ঞা করতে হবে, এখন কাউকে কিছু বলবে না।

ডেবি এখন বিশাল দ্বন্দ্বের মধ্যে। একদিকে তার কাঁধে ফ্র্যাঙ্কের দৃঢ় হাতের স্পর্শ বলছে—আমায় বিশ্বাস করো, আরেকদিকে কাহিনীটা গুজব বলে মনে হচ্ছে। তবে একটা কিছু নিশ্চয়...

রোয়েনা গোল্ডস্টেইন গত দু'দিন হলো প্র্যাকটিসে আসছে না। কেন? ডাঃ স্কেরি ডেবিকে জানিয়েছেন, রোয়েনার ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে। কিন্তু তিনি আবার ডেবিকে রোয়েনার সাথে দেখা করতে অনুমতি দিচ্ছেন না। কেন? তার মানে, ডাঃ স্কেলিও কিছু একটা গোপন রাখতে চাইছেন।

ডেবি জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা ফ্র্যাঙ্ক, আর কে কে এমন অসুস্থ?

—আমি, মানে,... আমি ঠিক জানি না সব নাম। তবে কয়েকজন, যাদের আমি...

ডেবি বুঝেছে, ফ্র্যাঙ্ক উন্মাদ মোটেই নয়, কিন্তু সে যে নির্দিষ্ট কোনও কেস বলতে পারছে না বা অসুস্থদের নামও জানাতে পারছে না, তাতে মনে হচ্ছে গল্পটা গ্রহণযোগ্য নয়।

—কোনও সুইমার? ডেবি সাধারণভাবে জিজ্ঞেস করে।

—সুইমার! আমি ঠিক...আচ্ছা এক মিনিট—হ্যাঁ, একজনকে মনে পড়েছে। একটি মেয়ে, টিনএজার, নামটা একটু খটমট। গোল্ডফিংগার বা ওই জাতীয় কিছু। আমাদের বেস্ট হোপ। কিন্তু ডাঃ স্কেলি বলেছেন—শী ইজ আউট!

ডেবি এবার সিঁড়ির ওপর বসে পড়ল। একটা মানসিক আঘাত তাকে পীড়া দিচ্ছে। ফ্র্যাঙ্ক মাইলসের কথা সত্যি। সম্পূর্ণ সত্য। সে ফ্র্যাঙ্কের দিকে সোজাসুজি তাকাল।

ফ্র্যাঙ্ক বলল, এবার তুমি বোধ হয় আমার কথা বিশ্বাস করেছ, তাই না?

ডেবি উত্তর দিতে সময় নিল।

—ইয়েস।

—তাহলে ওখানে আর ফিরে যেও না। ওরা তোমাকেও এই খারাপ ব্যাপারে জড়াতে পারে, আমি সেটা সহ্য করতে পারব না। ওদের এই ষড়যন্ত্র এইভাবে চলতে দেওয়া যায় না। আমি নোকোমুচিকে প্রচণ্ড মারতে চাই। এই রেসে আমি দীর্ঘ আট বছর ধরে সুযোগের অপেক্ষায় আছি। এটা আমার থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

—ফ্র্যাঙ্ক! ডেবি শান্তভাবে বলল, ডোন্ট বি ক্রেজি। তুমি এখন দৌড়ে একটা লক্ষ্যেই পৌঁছবে, হসপিটালের বেডপ্যান।

ফ্র্যাঙ্ক চিৎকার করে উঠল—না, আমি তা সইব না। ওদের মার খাব না আমি। আমি এই রোগ তুচ্ছ করে ছুটব। শরীরের চেয়ে আমার মনের জোর বেশি। আমি পজিটিভ চিন্তায় বিশ্বাসী। স্কেলি তা জানেন না। আমি অসুস্থতা নিয়েই নোকোমুচিকে হারাব।

ডেবি বলল, ফ্র্যাঙ্ক, এবার তুমি অবাস্তব, হাস্যকর কথা বলছ। যদি হেপাটাইটিস একবার তোমার শরীরে ছেয়ে যায়, তোমার মৃত্যু হবে। তাই তোমাকে অতখানি রোগগ্রস্ত হবার আগে থামতে হবে, বিশ্রাম নিতে হবে।

ফ্র্যাঙ্কের শিশুসুলভ দুঃসাহস দেখে ডেবি বিরক্ত।

—আই ডোন্ট কেয়ার। ফ্র্যাঙ্ক জানায়।

ডেবি অবাক হয়ে তাকায়। কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক যা বলছে, আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলছে, তার কথার মধ্যে কোনও ছলনা নেই। এর মধ্যে হাসি-ঠাট্টার প্রশ্নই ওঠে না। ডেবির দায়িত্ববোধ বেড়ে যায়। ফ্র্যাঙ্কের এসব কথা ডেবিকে বলার অর্থ—ও ডেবির মঙ্গল চায়। তাই ডেবিরও কৃতজ্ঞ প্রতিদান কর্তব্য। ডেবিও পারে না—এই ম্যানিয়াক নিজেকে মেরে ফেলুক।

ফ্র্যাঙ্ক, বসো। ওর হাত ধরে ডেবি। ধপ করে ডেবির পাশে সিঁড়ির ওপর বসে ফ্র্যাঙ্ক। তার চোখে ডেবির সৌন্দর্যের প্রভাবও লক্ষণীয়।

—ফ্র্যাঙ্ক, তুমি আমায় পছন্দ করো। ইউ লাইক মি, তাই না?

—ইয়েস।

—তাহলে তুমি আমার কথা শুনবে। শুনবে তো?

—ইয়েস।—গলায় একটু দ্বিধা।

—ফ্র্যাঙ্ক, আমি তোমাকে একটা গোপন কথা বলছি। এটা তোমার খবরের চেয়ে অনেক বেশি গোপন রাখা হয়েছে। শুধুমাত্র আরেকজন এটা জানে। তুমিও প্রতিজ্ঞা করো—কাউকে বলবে না।

—অফ্ কোর্স!

—ফ্র্যাঙ্ক, আমার মধ্যে কোনও গোলমাল নেই। কখনও ছিল না।

—গোলমাল বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছ? তোমার রক্তের অসুখ আছে, তাই তুমি কম্পিটিশনে যোগ দিতে পার না।

—না, তা নয়। ফ্র্যাঙ্ক, আমার কোনও রক্তের অসুখ নেই। এ সমস্তই বানানো, আমি আর ডাঃ স্কেলি মিলে এটা রটিয়েছি। কারণ, আমি কম্পিটিশনে যোগ দিতে চাই না।

—কি বলছ তুমি!

—দ্যাটস্ রাইট ফ্র্যাঙ্ক। আমি আগেই যা বুঝেছি, তোমার এখনই তা বোঝা দরকার, তোমার জীবন এর ওপর নির্ভর করছে।

ডেবির গলায় আবেগ। সে বলে যায়—দেখ ফ্র্যাঙ্ক, অ্যাথলেটরা আসলে যন্ত্রমাত্র। কখনও মালিকের হাতে, শখের খেলোয়াড় বা কলেজের কর্তাব্যক্তি বা পলিটিশিয়ানদের হাতে। তারা কেউ অ্যাথলেটদের ব্যক্তিজীবনটার কথা ভাবে না। তারা তোমার সবকিছু শুকিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে তারপর ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

ডেবি নিজেই একটু উত্তেজিত হয়ে পড়ে—হ্যাঁ, এইভাবে আমাকেও ওরা ব্যবহার করতে চেয়েছিল। তারা আমার সমস্ত নারীত্ব, সৌন্দর্য, কোমলতা চূর্ণ করে আমাকে একটি পেশিসর্বস্ব স্তম্ভ বানাতে চেয়েছিল। একটা গোল্ডমেডেল মেশিন। কিন্তু আমাকে কায়দা করতে পারেনি। একদিন তারা বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল, আর সেই দিনই আমি সরে গেছি। সেই থেকে আমি আমার মতো আছি—ওদের হাতের পুতুল নই আমি।

ডেবির স্মৃতিচারণা চলছে:

—ফ্র্যাঙ্ক, আমি মিউনিকে গিয়েছিলাম। ঠিক কথা, ওই অলিম্পিকে। সেখানে ঠিক মতো ট্রেনিং নিলে আমি সবাইকে হারাতে পারতাম। কিন্তু তা করলাম না। দেখ, আমি আঠারো মাস ধরে সাঁতার কাটছি, কিন্তু আমার শরীরে বিশ্রী কঠোর মাসল্ তৈরি হয়নি। আমি তেমন হতেও দেব না। আমি নিজেকে কদাকার করব না, আমি এমন মেয়ে হব না যাকে পুরুষের কাছে লাভ অ্যান্ড সেক্স ভিক্ষে চাইতে হয়। আমি কিছুতেই রোয়েনা গোল্ডস্টেইন হতে চাই না। সে বেচারি বোধহয় কোনও এক ওরিয়েন্টালের সাথে দু'-এক মিনিট কিছু উল্টোপাল্টা করে থাকবে। বোধহয় সে লোকটাই একমাত্র পুরুষ যে রোয়েনার মতো নারীত্বহীন নারীর দিকে মন দিয়েছে।

—ডেবি! ফ্র্যাঙ্ক চিৎকার করে উঠল—তুমি যা বলছ, আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

—ওয়েল, বেটার বিলিভ ইট! আরও ভাল, তুমি এবার নিজের সম্পর্কে ভাবনা শুরু করো। তোমার কি মনে হয়, যদি তুমি ট্র্যাকের ওপর পড়ে মরে যাও, কারুর কিছু আসবে-যাবে? কমিটির কেউ তোমার কবরখানায় যাবে? না, আদৌ নয়। তাদের সময় নেই। তারা ঠিক নেক্সট রানার খুঁজে নেবে। তাকে বলবে তুমি কি বিরাট দৌড়বীর। তোমার দেহ পুরোপুরি ঠাণ্ডা হবার আগেই নতুন ক্যান্ডিডেটের অভিষেক হয়ে যাবে।

বিমূঢ় হয়ে ডেবির কথা শুনছে ফ্র্যাঙ্ক।

—ফ্র্যাঙ্ক, তুমি কি পাবে জানো? খবরের কাগজের ক্ষুদ্রতম একটি জায়গায় দুই-তিন লাইনে তোমার মৃত্যু-সংবাদ ঘোষিত হবে।...তার চেয়ে কি ভাল নয় তুমি বেঁচে থাকো, জীবনকে জানো! তুমি নিজেকে একটা যন্ত্রে পরিণত করো না। নিজের ভাগ্য নিজের হাতে নাও।

এইবার ফ্র্যাঙ্ক চিৎকার করে ওঠে—আমি বেঁচে আছি। আমি আমার ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করি। আর আমার ভাগ্যে রয়েছে—১৯৭৬-এর অলিম্পিকের সোনার মেডেল।

উত্তেজনায় ফ্র্যাঙ্কের নাকের পাটা ফুলে উঠেছে। ডেবির দিকে তার এখনকার দৃষ্টি বিদ্বেষভরা। ডেবি ভয় পেয়েছে। ভীরু, পালিয়ে গেছে। ডেবির প্রতি ফ্র্যাঙ্কের অনুভূতি পাল্টে যাচ্ছে।

ফ্র্যাঙ্ক ডেবির সামনে একদলা থুথু ফেলল।

—তুমি আমাকে বোকা বানাচ্ছিলে। শুধু আমাকে নয়, এইভাবে তুমি এই দেশের অনেককেই বোকা বানিয়েছ। শোন ডেবি, বাচ্চারা তোমার কাছে অটোগ্রাফ নিতে ছুটে আসে, তারা এখন তোমার অতীতের সেই গোল্ডেন গ্লাইডার মূর্তিটা মনে করে মুগ্ধ হতে চায়। কিন্তু সত্যি বল তো, তাদের চোখের দিকে তুমি তাকাও কি করে। তুমি তো তোমার নিজের আসল পরিচয় জানো, এহেন পুজো পাওয়ার কোনও যোগ্যতা তোমার নেই।

এবার ফ্র্যাঙ্ক ঊর্ধ্বশ্বাসে বলে যাচ্ছে—ডেবি, তুমি ঠগিনী। তুমি পলাতকা। তুমি ব্যর্থ এবং স্বার্থপর। তুমি শুধু নিজের জন্য ভাবো। সেই ভাল, তুমি নিজেই নিজেকে নিয়ে থাকো, কারণ অন্য কেউ তোমার মতো লোককে বিশেষ পাত্তা দেবে না। ইউ আর শিট্, ডেবি, পিওর শিট্!

ডেবি পাথরের মতো নিথর।

ফ্র্যাঙ্কের কথা তাকে পাথর করে দিয়েছে।

৯

জ্যান কার্টরাইট অনুভব করছে, আবার সেই রকম হচ্ছে। তার দুই পায়ের সন্ধিস্থলে আবার কে যেন সাড়া জাগাচ্ছে। যে এমন করছে সে বাইরের কেউ নয়, তারই নিজের অংশ। তার প্যান্টির ভেতর সে জেগে উঠছে।

কি করবে এখন জ্যান?

তার সামনে, একদম কাছে, তাকে আলিঙ্গনে জড়িয়ে রেখেছে ত্যানসেঙ। ওরিয়েন্টাল অ্যাথলেট! ত্যানের হাতে জ্যানের হাত, দু'জনে হাসছে, ত্যানসেঙ-এর মুখে ওরিয়েন্টাল হাসি।

এটা সুন্দর সকাল। জ্যানের চোখে আজকের সকালটার রূপ যেন নতুন। মেঘহীন নীল আকাশ, উজ্জ্বল সূর্যকিরণ, জ্যান এখন এমন একটা কিছু করতে চায়—যা নতুন, যা তাকে করতে নিষেধ আছে। দুটো ব্যাপার একসাথে চলে না। তবু এটা একটা মজা, নিছক মজা, পিওর ফান্।

প্রথম কথা হলো, সে আর ত্যানসেঙ ইন্টারন্যাশনাল ব্রেকফাস্ট থেকে পালিয়ে এসেছে। সবাইকে জানিয়েই এসেছে অবশ্য। তীব্র প্রতিবাদ উঠেছিল—নো, নো—এই ব্রেকফাস্টের মধ্য দিয়ে বিশ্বের সব দেশ পারস্পরিক সম্প্রীতি বিনিময় করে।

দ্বিতীয় কথা, ডাঃ স্কেলি জ্যানকে বলেছেন কখনও ত্যানসেঙ-এর সাথে দেখা করবে না। এটা আদেশ, কিন্তু হাসিমুখেই জানিয়েছিলেন ডাঃ স্কেলি। জ্যান মোটামুটি বাধ্য মেয়ে। বাবা-মায়ের কথাও শুনে চলে।

কিন্তু কেন এই নিষেধ?

জ্যানকে বোঝানো হয়েছিল—কারণটা পরে বলা হবে, এখন সে যেন এই নিষেধ মেনে চলে।

কিন্তু কাল রাতে ত্যানসেঙ জ্যানের ঘরের জানলায় ঢিল ছুঁড়েছিল। সেই পাথরের সাথে একটি ছোট চিঠি আটকানো ছিল। তারপর জ্যান সব ভুলে গেছে। কেন, ত্যানের সঙ্গে দেখা করতে বাধা কি? সেই বাধা সে মানবে কেন? বিশেষ করে কেউ যখন কোনও কারণ বলছে না। জ্যানের মন বলছে—চলো। সেই মনের তাগিদেই আজ ত্যানসেঙ-এর সাথে দেখা করেছে জ্যান।

এর তিনদিন আগে ওদের দেখা হয়েছিল। জ্যানকে দেখে ত্যানসেঙ এগিয়ে এসে ওর প্রশংসা করেছিল। প্যারালাল বারে জ্যানের প্র্যাকটিসের সময় কিছু ত্রুটি নজরে পড়েছিল ত্যানের। তাই সে জ্যানকে জানিয়েছিল—কি করে সেটা শোধরাতে হবে। ত্যান নিজে কৃতি জিমন্যাস্ট, দু' বছর আগে একটা দুর্ঘটনায় ওর কাঁধের হাড় ভেঙেছে।

তবু তার দেশ তাকে মন্ট্রিলে পাঠিয়েছে, অন্তত অলিম্পিকের পরিবেশের সাথে পরিচিত হোক। তারপর দেখা যাবে। ত্যানের বয়েস মাত্র আঠারো, তাই তার দেশে কর্তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস—১৯৮০-তে সে একটা বিরাট কিছু করবেই।

ত্যানের চেষ্টা পেয়েছিল—জ্যানকে একটা কোল্ড ড্রিংকস খেতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল।

—লেট আস হ্যাভ আ কোক্!

তারপর গল্প জমে ওঠে, ত্যান প্রায় নির্ভুল ইংরেজি বলে। কাফেটোরিয়াতে ওরা মন খুলে কথা বলতে থাকে। দেশে তাকে খুব সিরিয়াসলি পড়াশুনো করতে হয়, তাহলে গেমস্-এর ব্যাপারে কতটা মন দেবে! ত্যান খোলামনের হলেও একটু লাজুক। তাই জ্যানকেই সাহস জোগাতে হয়েছে। জ্যান লক্ষ্য করেছিল—ত্যান খুবই ভদ্র এবং ভাল মনের এক তরুণ।

তারপর থেকে এই ক'দিন তারা প্রত্যেকটি নিভৃত মিনিট একসাথে কাটিয়েছে। এখন তারা হাত ধরে হাঁটছে, হাসি-ঠাট্টা করছে। অলিম্পিক ভিলেজের সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে মনের আনন্দে হেঁটে চলেছে ওরা।

বেড়াতে-বেড়াতেই কেমন উত্তেজনা গ্রাস করে জ্যানকে। সে বুঝতে পারে শুধু তার হার্ট নাচছে না, তার ক্লিটরিচ শক্ত হয়ে উঠে এসে তার যোনিমুখের মাংসে ছোঁয়া দিচ্ছে। এই প্রথম দেহমন জুড়ে এমন অনুভূতি! অবাক হয়ে জ্যান ভাবে—একেই কি ভালবাসা বলে? মনের এই ভাললাগার সাথে দেহের ভিতরের ক্লিটের কি সম্পর্ক! ডাঃ স্কেলি কি এইজন্যই বলেছিল—তুমি যখন আরও বড় হবে, তখন বুঝবে।

ঠিক এই সময়েই ত্যানসেঙ বলল, আমি কেমন উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছি জ্যান!

—বিশ্বাস হচ্ছে না আমার—জ্যান হেসে বলে।

—কি বিশ্বাস হচ্ছে না?

—তুমি মেয়েদের ব্যাপারে উত্তেজিত হও। তুমি একটা বাচ্চা ছেলে, এসব ব্যাপারে বয়স্করাই বেশি এগিয়ে আসে।

—সেটা হয়তো আমেরিকায়। কিন্তু আমাদের দেশে নয়। আমার দেশ সুপ্রাচীন—খুব গৌরবের ইতিহাস। আমার উত্তর আমেরিকার মানুষদের দেখার সুযোগ হয়েছে। এখানে অনেকরকম লোক আছে। আমাদের এত বিভিন্নতা নেই।

—তুমি কি তাদের ছবি তুলেছ?

—ও, ইয়েস, আমি যা যা দেখেছি, তার বেশ কিছু প্রমাণ আছে।

দু'জনের মুঠোয় ধরা হাত এবার দুলতে লাগল। কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটছে ওরা, জ্যানের মনে একটা আবেগ ছড়িয়ে যাচ্ছে। পাখির গান, মধুর বাতাস, গাছের পাতা দুলছে। সত্যি প্রেমে পড়েছে জ্যান। এতো সহজে? কিন্তু সবকিছু ভাল লাগছে তার।

চলতে চলতে একটা জঙ্গল জাতীয় জায়গার ধারে এসে পড়ল ওরা।

ত্যান বলে—এখানে আমরা বসি।

—কেন?

ত্যানের বাহু এবার জ্যানের কোমর, তারপর পশ্চাদদেশ জড়িয়ে ধরে।

—কারণ, আমি—

ত্যান ঝুঁকে পড়ে একটা চুমু দেবার চেষ্টা করে। সে জ্যানের চেয়ে মাত্র এক ইঞ্চি লম্বা। জ্যান টের পায় ত্যানের ঠোঁট তার ঠোঁটে সামান্য ঘষা খেল। চোখ বোজে জ্যান। সে মাথা পিছিয়ে ত্যানকে সুযোগ দেয়। প্রথম চুমু শান্ত-নরম। ত্যানের ঠোঁট মিষ্টি, চুম্বনের সিক্ততা জ্যানের শরীরে শিহরন আনে।

এইবার জ্যান টের পায়—ত্যানের জিভ তার দুই ঠোঁট লেহন করছে। মুখ হাঁ করে জ্যান, ত্যানের জিভ এবার জ্যানের মুখ-গহ্বরে। গালের ভেতরের দেয়ালে জিভ বুলোচ্ছে ত্যান। শুধু তাই না—ক্রমশ এই লেহন ব্যাপ্ত হচ্ছে মুখের টাগরায়, তার নিজের জিভকে জড়িয়ে। জ্যানের নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসছে, বুকে দপদপ উত্তেজনা—এমন কখনো আগে হয়নি।

চুমুতে দমবন্ধ হয়ে যাচ্ছে তার। জ্যান সরে এলো।

ত্যান হাত রাখল ওর কাঁধে। ধীরে ধীরে ঘাসের ওপর শুইয়ে দিল জ্যানকে।

—শোন, আমাদের দেশে এই নিয়ম। নতুন ভালবাসা উপভোগ করা হয় সকালবেলা, দিনের আলোয়। সকাল মানে দিনের শুরু, আগমনের প্রতীক। সন্ধ্যা হচ্ছে শেষ। এর মাঝে দীর্ঘ দিন হচ্ছে জীবনের প্রতিভূ—দুই প্রেমিকের জীবন—যা তারা একসাথে মিলে-মিশে কাটাবে।

জ্যান বিমুগ্ধ।

দেশের প্রথার কথা তুলে ত্যানসেঙ কি বিয়ের প্রস্তাব দিতে চাইছে?

—আমাদের প্রেম আমরা সেলিব্রেট করব, জ্যান!

বলতে বলতে জ্যানের সাদা ব্লাউজের গলার কাছে বোতামটায় হাত রাখে ত্যান। এই ভঙ্গিটা এত সুন্দর, ভদ্র, আদরের মতো, যে জ্যান বাধা দেবার কোনও চিন্তাই করতে পারল না। ত্যানের আঙুল একে একে সবগুলো বোতাম খুলে ফেলল। ঢিলে ব্লাউজের মধ্যে থেকে এবার ব্রা-ঢাকা ফুলে ওঠা বুক দেখা যাচ্ছে। ব্রা-এর দুই কাপের নিচে তরুণীর বুকের নরম মাংস শক্তভাবে বাঁধা রয়েছে। ত্যান ঝুঁকে পড়ে আবার চুমু দিল। তার একটা হাত এবার ব্লাউজের ভিতরে। জিভে জিভে জড়িয়ে গেছে। নরম, স্পঞ্জের মতো দুই জিভ। আর এক হাতে জ্যানের ডান স্তনের ওপর সামান্য চাপ ও ঘষা শুরু করল ত্যান।

জ্যান এবার স্পষ্টভাবে বুঝল—তার ক্লিট বিদ্রোহ করে সোজাসুজি উঠে দাঁড়াচ্ছে। সে দু'হাতে দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে ধরল ত্যানের শরীর। ত্যান এবার এই আলিঙ্গনের মধ্যে ব্লাউজটা পুরো খুলে নিল। হাল্কা বাতাসে উড়ে গেল ব্লাউজ। শুধু স্কার্ট আর ব্রা-পরা জ্যানের শরীর দিনের আলোয় ভরা আকাশের নিচে—সুন্দর!

এইবার নিজেই চুমু থামাল ত্যান।

দ্রুত নিঃশ্বাসের সাথে জ্যানের বুক ওঠা-নামা করছে। জ্যানের উত্তেজনায় ত্যানও বিস্মিত। জ্যানের চুমু খাওয়ার মধ্যেই বেঝা যায় সে একদম অনভিজ্ঞ—পুরুষ সম্পর্কে তার কোনও অভিজ্ঞতা নেই।

কিন্তু জ্যান কার্টরাইট আপনা-আপনিই এক 'হটবেড অব প্যাগন', চার বছর আগে মাসিক-স্রাবের প্রথমেই তার মনে এই ভালবাসার আবেগ সুপ্ত ছিল, আজ ষোল বছরে সেটা বেশ স্পষ্টভাবে জেগে উঠেছে। এই অনুভূতির দল যেন তার মনে ওৎ পেতে ছিল কারুর প্রতীক্ষায়। ত্যানসেঙ সেই প্রথম পুরুষ।

ত্যান ফিসফিস করে বলছে—আমাদের দেশে প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরের দেহ ভোগ করে বিশেষ আনন্দ নিয়ে। তাদের ভালবাসা, তাদের শরীর তারা সাগ্রহে প্রকাশ করে।

জ্যান বুঝতে পারছে ত্যানের কথার অর্থ। তার মনে এবার আদিম বৃত্তি জেগে উঠছে। আদি নারীর থেকে আধুনিক নারীর প্যাসন একই থেকে গেছে। যুগে যুগে, কালে কালে।

এবার নিজের হাতে ব্রা খুলছে জ্যান। হ্যাঁ, সেও প্রকাশ করবে তার সৌন্দর্য, দুই সুগোল স্তন তাই প্রস্ফুটিত ফুলের মতো নিজেদের মেলে ধরল। দূরে ঘাসের ওপর ব্রা ছুঁড়ে ফেলে দিল জ্যান।

স্তনবৃন্ত দুটি শক্ত কুঁড়ির মতো হয়ে যেন ভালবাসা ভরা বুকের উত্তেজনার পরিমাপ বুঝিয়ে দিচ্ছে। গর্বিত হয়ে মাথা তুলছে স্তন ও স্তনের বোঁটা। পারফেক্ট সাইজ, জ্যানের দেহের গঠনের সাথে খাপ খাইয়ে। মানানসই তার বুক।

ত্যানের হাত যেন ভক্তিভরে গ্রহণ করে জ্যানের বুক। নিপলের ওপর আঙুল লাগতেই যেন ইলেকট্রিক শক অনুভব করে জ্যান। সারা দেহে বিদ্যুৎ তরঙ্গ।

—এবার তুমি, তোমার—

কোনওমতে বলে জ্যান, ত্যানের দুই হাত তার বুকে যে দলন-পেষণ করেও আরামের আদর ছড়াচ্ছে, মাঝে মাঝে ধীর সুড়সুড়ি দিয়ে শিহরন তুলছে—তাতে স্পষ্ট করে কথা বলা সম্ভব নয় জ্যানের পক্ষে। ত্যানের দুই হাতে তার স্তন-পরিক্রমা। সর্বত্র।

হাঁটু মুড়ে বসে ত্যান। দ্রুত হাতে শার্ট খোলে। মেদহীন অ্যাথলেটিক বুক, ভাঁজে ভাঁজে পাতলা পেশি। নিয়মিত এক্সারসাইজে তৈরি শরীর।

ত্যানের বুকে হাত রাখে জ্যান। পুরুষের বুকে নারীহস্তের বিচরণ।

—তোমার বুক খুব সুন্দর!—জ্যান বলে।

—কিন্তু তোমার বুকের সৌন্দর্যের সাথে তুলনা চলে না—মজার সুরে সত্যি কথা বলে ত্যানসেঙ।

জ্যান বলে—তোমার বাকি শরীরটা আমাকে দেখাও।

নারীর আগ্রহ পুরুষ শরীর দর্শনে।

ত্যানকে সামান্য নীরব দেখে জ্যান নিজেই ওর বেল্টের বাকল্‌সে হাত দেয়। প্রত্যাশায় অধীর অন্তর, সে জানে পুরুষেরা নারীর থেকে দেহের দিকে আলাদা কয়েকটি বিষয়ে—দে আর ডিফারেন্ট বিট্‌উইন দেয়ার লেগস্। কিন্তু জ্যান জানে না—সেটা কি পার্থক্য, কতখানি অসাদৃশ্য। এখুনি কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সেটা জানা যাবে। জ্যানের উত্তেজনা এখন সীমাহীন।

টান্‌টান করে ত্যানসেঙের বেল্টটা খুলতে পারছে না জ্যান। তাই ত্যান নিজেই কোমরে হাত দেয়। বেল্ট খুলে ছুঁড়ে ফেলে। এইবার বাকিটা জ্যান করুক। তাই ত্যানের হাত আবার অমোঘভাবে ফিরে আসে জ্যানের দুই বুকের ওপর। লাভলি ব্রেস্টস্!

জ্যান এবার স্ল্যাকসের জিপার টেনে নামায়। টাইট স্ল্যাকস্ আনাড়ি হাতের টানে উরুর কাছে নেমে আসে। স্ল্যাকসের নিচে ত্যানের পরনে ঢিলে সাদা আন্ডার-শর্টস্! সামনের দিকটা ফুলে আছে। জ্যান ভাবতে চেষ্টা করে—কি বস্তু সেটা!

হঠাৎ মুখ দিয়ে তার বেরিয়ে যায়—আরে তুমি তো আমার চেয়ে অনেক বড় মনে হচ্ছে!

ত্যান ঠিক অর্থটা ধরতে পারে না। এর মধ্যেই জ্যান তার ছোট আন্ডারপ্যান্ট নামিয়ে দিয়েছে—এবং দেখছে—কি আবিষ্কৃত হলো। হ্যাঁ, ত্যানের হলুদবর্ণ ট্যান্-লিঙ্গ দেহের গা থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা ছোট ইস্পাতের গজালের মতো। আকৃতি পাঁচ ইঞ্চিরও কম—কিন্তু শক্ত দৃঢ় পেরেকের মতো।

—কি সুন্দর!—জ্যান উল্লসিত—আমারটার চেয়ে অনেক বড়!

প্রথম মন্তব্যটাকে আদৌ ধরেনি ত্যান, কিন্তু ওই ধরনের কথার পুনরাবৃত্তি তাকে চমকে দেয়। 'আমারটার চেয়ে বড়' মানে কি? 'আমারটা'—মানে জ্যানেরটা? কিন্তু জ্যানের কথা মানে বুঝতে অক্ষম ত্যানসেঙ। মনে হয় কোনও ওরিয়েন্টাল সন্ন্যাসিনীর মতো অনভিজ্ঞ অজ্ঞ জ্যান!

জ্যানের সুন্দর ভাঁজ দেওয়া স্কার্টের সাইড বোতামগুলো খুলতে থাকে ত্যান। হঠাৎ অনুভব করে জ্যানের হাত তার কব্জি চেপে ধরেছে।

—না,—জ্যান বাধা দেয়। ত্যান চমকে ওঠে। এমন মুহূর্তে বাধা কেন? কল্পনা করা যায় না।

জ্যান বলে—তুমি না, আমি নিজেকে প্রকাশ করছি। তোমার জন্য, তুমি দেখ, ভালবাস, আদর করো।

স্কার্ট খোলে জ্যান। হাঁটু মুড়ে বসে। তারপর উঠে দাঁড়ায়। এখন তার পরনে শুধু প্যান্টি। প্যান্টির ইলাস্টিক বাঁধনের কাছে কিছুক্ষণ বিরতি—লক্ষ্য করে কতখানি অস্থির ত্যান! তারপরেই প্যান্টি নামিয়ে দেয়।

কিছুক্ষণের জন্য মুগ্ধ দৃষ্টি ত্যানের। কোঁকড়ানো নিম্নাঙ্গের লোম সুদৃশ্য।

পরক্ষণেই পরম রহস্য আবিষ্কার করে ত্যান। একি! যোনিমুখের মধ্যে দিয়ে উঁকি মারছে কোন অঙ্গ! দীর্ঘ, রক্তবর্ণ, ছোট পুংলিঙ্গের মতো। কি এটা!

ত্যান লাফিয়ে ওঠে। অবিশ্বাস্য!

কিন্তু জ্যানের মুখে প্রফুল্ল হাসি। সে মনে করল তার দেহসৌন্দর্য তার প্রেমিককে চরম উত্তেজিত করেছে।

এবার ত্যানের কণ্ঠে আদেশের সুর—দু' পা ফাঁক করো তো। স্প্রেড্ ইওর লেগস্!

হাসিমুখে আদেশ পালন করে জ্যান। বসে বসেই প্যান্টি পায়ের গোড়ালি থেকে খুলে ফেলে। দূরে ছুঁড়ে ফেলা স্কার্টের ওপর রাখে। দু' পা যতখানি সম্ভব প্রসারিত করে সে ত্যানের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে।

ত্যান বিস্ফারিত চোখে লক্ষ্য করে জ্যানের ক্লিটরিচ ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে। হাত বাড়িয়ে সেটা ধরে ফেলে ত্যান। জ্যান শিহরিত হয়—ওঃ ত্যান, দারুণ আরাম লাগছে, অপূর্ব! তার কথার সাথে সেই ইন্দ্রিয় যেন সুখানুভূতির স্বীকৃতি জানাচ্ছে।

জ্যানের নিম্নাঙ্গ দু' হাতে করে তুলে ধরে ত্যান খুব মন দিয়ে দেখতে থাকে। জ্যানের উরু দুটো চেপে ধরে আবার আদেশ করে—শুয়ে থাকো!

বাধ্য মেয়ে জ্যান। আদেশ পালিত হয়। জংলী ঘাসের বিছানায় সম্পূর্ণ নগ্ন জ্যানের মনে হয় সে যেন ভেসে যাচ্ছে। তার মাথার নিচে মাটি, চোখের ওপরে নীল আকাশ।

এবার সে টের পায়, ত্যানের হাত তার উরু থেকে সরে গেল। তার হৃদয় এখন আবেগমথিত। বুঝতে পারল—একটা সুখের কিছু ঘটতে চলেছে।

পরক্ষণেই সে শুনতে পেল একটা অদ্ভুত শব্দ। ভীষণ অদ্ভুত। এই পরিবেশে অকল্পনীয়।

একটা ক্যামেরার 'ক্লিক' আওয়াজ। যান্ত্রিক শব্দ পর পর—ক্লিক, ক্লিক, ক্লিক।

মাথা তোলে জ্যান। প্রথম নজরে আসে তার দৃঢ় ক্লিটরিচ তার যোনিমুখ দিয়ে সুস্পষ্টভাবে বেরিয়ে এসেছে। দিগন্তের পটভূমিতে স্কাইস্ক্র্যাপারের মতো বললে ভুল হবে না।

তারপর দেখে ত্যানসেঙের হাতে পোলোরয়েড ক্যামেরা, চারপাশে ঘুরছে, শাটার টানছে ত্যান। মুখে শয়তানের হাসি।

আসলে এই হাসিটাই বেশি চমকিত করে জ্যানকে। মনে হয়, ত্যান যেন একটা মুখোশ খুলে আরেকটা মুখোশ পরেছে। যে ছেলেটিকে সে ভালবাসছিল, তার মুখ এখন বীভৎস, লোভাতুর, বিদ্বেষপূর্ণ।

নগ্নদেহ জ্যান জিজ্ঞেস করে—ত্যানসেঙ! কি করছ তুমি?

ত্যানের উত্তর হলো এক বিষাক্ত অট্টহাসি। দ্রুত পোশাক পরছে ত্যান। অর্থাৎ জ্যানের চোখে পড়ে একটি উলঙ্গ পুরুষদেহের কাঁধে শুধু ক্যামেরার চামড়ার স্ট্র্যাপ। আর ছোট গজালের মতো লিঙ্গটা এখন শিথিল হয়ে কুঁকড়ে গেছে, চোখেই পড়ে না প্রায়!

ত্যান নিজের কাজ শেষ করে ফেলেছে। এখন তার দ্বিতীয় সফলতাটা জ্যান কার্টরাইটকে আর জানাবার দরকার নেই। ক'দিন পরেই জ্যান টের পাবে হেপাটাইটিসের সংক্রমণ। ত্যান মোটেই কোনও অদ্ভুত অঙ্গের প্রাণীর সাথে সঙ্গমে ইচ্ছুক নয়।

এখন একটাই কাজ তার। সমস্ত ফটোগুলো নিয়ে IOC অফিসে জমা দিতে হবে।

অ্যান্ড জ্যান কার্টরাইট উইলি বি আউট ফ্রম দ্য অলিম্পিক টিম! ইয়েস, অবশ্যই।

১০

পাঁচদিন কেটে গেছে। সূর্যকিরণ বিদায়।

মন্ট্রিলের পথেঘাটে এখন টানা বৃষ্টিপাত।

সব সময়েই এমন ঘটে। ট্যাক্সি থেকে একটি আমেরিকান যুবক নামতেই ফ্রেঞ্চ টোনে ড্রাইভার বলল, এরকমই দুর্ভাগা মন্ট্রিল বরাবর।

সত্যি এত মাসের প্রস্তুতি, কত উদ্যোগ, টাকা-পয়সার শ্রাদ্ধ। কিন্তু যেদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অলিম্পিক টর্চ জ্বলে উঠল, তার পরদিন থেকেই বৃষ্টি। এমন নয় যে গেমস্ ধুয়ে মুছে যাবে, কিন্তু বিশ্রী একটা আবহাওয়া Sacne Bleu!

ডন কিংসলে ড্রাইভারের হাতে একটা পাঁচ ডলারের বিল দিল, চেঞ্জ ফেরতের অপেক্ষায়। বৃষ্টি পড়ছে, কলারটা সোজা করে তুলে দিল ডন।

রাস্তার পাশে পাশে বাড়ি-দোকানে যেটুকু শেড আছে, তার তলা দিয়ে এগোল ডন—সামনেই গন্তব্যস্থল—Palace d'champlain। আকাশের দিকে তাকাল ডন—কালো, গভীর রাতের মতো ঘন কৃষ্ণবর্ণ, যদিও এখন বিকেল সাড়ে চারটে। তার মানে

কাল বৃষ্টি হবেই, আজ রাতেও প্রবল বর্ষণ অসম্ভব নয়। ফলে, আউটডোর উভেন্টগুলো স্থগিত হবেই, আবার নতুন করে রুটিন করা, সিডিউল করার ঝামেলা, জটিলতা। অ্যাথলেটরা সকলেই খুব ক্ষুব্ধ। তারা এতো পরিশ্রম করে নিজেদের প্রস্তুত করেছে যাতে নির্দিষ্ট দিনে তাদের বেস্ট পারফরম্যান্স হয়, কিন্তু এখন দিন পরিবর্তনের ফলে তাদের সমস্ত মানসিকতার উপর বিপর্যয় ঘনিয়ে আসছে। যে কোনও দিন বেস্ট যোগ্যতা দেখানো যায় না। তাই এই ডেট-চেঞ্জ একটা বড় ফ্যাক্টর।

কিন্তু এতে ডন কিংসলে খুব উদ্বিগ্ন নয়। মিডল বোর্ড ডাইভিং দু'দিন পরে। তা ছাড়া সেটা ইনডোর ইভেন্ট। তাই পারমাণবিক যুদ্ধ না বাধলে সেটার দিন পরিবর্তন হবে না। আর নিজের পটুতা নিয়েও চিন্তিত হবার কিছু নেই। কারণ ডনের কোনও আর ইন্টারেস্ট নেই। গত পাঁচদিন ধরে ডাইভিং-এর মান বহু নিচে নেমে গেছে। জেতার আশা নেই তাই।

অলসভাবে 'শপ-উইন্ডো'গুলো দেখতে দেখতে হাঁটছিল ডন। ভাবছিল, কত দ্রুত পাল্টে যায় সবকিছু। ভেবেছিল, ডেবি উইলি তাকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাবে, কিন্তু দেখা গেল—তার জীবনে ডেবির ছায়া পড়ার পর তার ক্রমশ অধঃপতন হচ্ছে।

সে বহু চেষ্টা করেছে ডেবির দেখা পেতে। সেই ইন্টারন্যাশনাল ব্রেকফাস্টের সময় সে ডেবির টেবিলের কাছে যাবার উদ্যোগ নিতেই, ডেবি যেন লাফিয়ে উঠে সরে গেল। আর ফেরেনি। ডনের কোনও ফোনে সাড়া দেয়নি, যদিও গত পাঁচদিনে সে ডেবির উদ্দেশে অন্তত এক ডজন ম্যাসেজ পাঠিয়েছে।

পরিষ্কারভাবে সে সরে গেছে। ডনকে শূন্যে ধীরে ধীরে পাক দিয়ে সে সরে গেছে। ডনের ঘুম নেই, সব সময় চিন্তা—হ্যাঁ, ভ্যাল সিম্পসন তাহলে ঠিক কথাই বলেছে। সে এক অস্বাভাবিক প্রাণী, 'অ্যান অ্যাবনরমাল ম্যান' যার ভাগ্যে রয়েছে চিরন্তন অর্ধসমাপ্ত বা অসমাপ্ত যৌন অভিজ্ঞতার অভিশাপ—'ডুমড্ টু অ্যান ইনকমপ্লিট এনজয়মেন্ট অব সেক্স।'

অথচ, এমন অবস্থা থেকে একমাত্র ডেবিই তাকে বাঁচাতে পারত। তার বিশাল পুরুষাঙ্গ। ডেবিকে চমকে দিয়েছিল, ডেবি সেটা পছন্দ করেছিল। ডনের ধারণা ছিল, ডেবিকে বিশ্বাস করে তার সমস্যার কথা খুলে বলা যায়। ডেবি নিশ্চয়ই যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। একবার সুযোগ দেবে যাতে ডন তার মধ্যে পূর্ণপ্রবেশে সক্ষম হয়। তাতে প্রমাণ হবে ভ্যাল সিম্পসনের কথা ভুল।

কিন্তু ডেবিকে পূর্ণগ্রহণে প্রবৃত্ত করা দূরের কথা, তার সাথে সাক্ষাৎ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। এইটাই উন্মাদ করে দিচ্ছে ডনকে! কি করবে সে এখন?

ভাবতে ভাবতে একটা উপায় মনে এলো। আচ্ছা, একটা বেশ্যাকে নিয়ে পরীক্ষা করলে কেমন হয়? কোনও এক ফ্রেঞ্চ-কানাডিয়ান বেশ্যা। মফঃস্বলে বা বড় শহরের ধার ঘেঁষে বেশ্যাদের পট্টি থাকে। কোনও একটি অভিজ্ঞ প্রস্টিট্যুট যদি তার বিশাল দণ্ডটি নিজের দেহে সম্পূর্ণ গ্রহণ করে বুঝিয়ে দেয় কিছুই অস্বাভাবিক নয়—

ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলতে চেয়েছিল ডন কোথায় তার গন্তব্যস্থল। অর্থাৎ কোনও এক পতিতাপল্লী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহস হলো না। তাই হেঁটে চলাই ভাল, যেতে যেতে একটা সন্ধান পাওয়া যাবে।

হঠাৎ লাউডস্পিকারের গর্জন তার চিন্তাকে আক্রমণ করল। সে তখন একটা বড় দোকানের সামনে। শোকেসে নানা জিনিস। ক্রেতাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নানা বোর্ড ঝুলছে। কাঁচের জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বেশ কিছু টিভি সেট, একদল লোক সার বেঁধে দাঁড়িয়ে কিছু দৃশ্য দেখছে। মনে পড়ল, বাবা ছোটবেলায় শিখিয়েছিল এই রকমই বাইরে দাঁড়িয়ে মিল্টন বার্লে অভিনীত সিনেমা দেখা—কারণ সে সময় টিভি কেনা সাধারণ আমেরিকানদের সাধ্যের বাইরে। তাই এখন এই দৃশ্য ডনকে কেমন যেন একটা নির্দেশ দিল। সে এগিয়ে গিয়ে মানুষের দলের মধ্যে মিশে টিভির পর্দায় তাকাল। দেখা গেল ইংরেজিতে একটি মহিলা সাংবাদিক অলিম্পিক ভিলেজ থেকে কথা বলছে। মাইক্রোফোন হাতে, তার চুল ভিজে চপচপ করছে:

...(ব্যাপারটা) আমেরিকানদের ক্ষেত্রে বিশাল সর্বনাশ ডেকে আনছে। তারা যা আশংকা করেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি। এই রোগের প্রকোপে কমপক্ষে ঊনত্রিশজন শীর্ষস্থানীয় আমেরিকান অ্যাথলেট অলিম্পিক গেমস্ থেকে বাদ পড়বে। এখন পর্যন্ত যা বোঝা যাচ্ছে তাতে মনে হয় এই সমস্যা আরও বাড়বে। কোনও সন্দেহ নেই, আমেরিকান টিম তাদের 'কম্যুনিস্ট' প্রতিযোগীদের হাতে নাস্তানাবুদ হয়ে যাবে।

দর্শকদের মধ্যে কিছুটা উল্লাসের রোল শোনা গেল। বেশ কিছু লোক হাসছে, পরস্পরের পিঠ চাপড়াচ্ছে। ডন একেবারে বজ্রাহত। এরাই আমাদের উত্তরাংশের প্রতিবেশী, 'আওয়ার নেবার টু দ্য নর্থ'। তাদের এই সহর্ষ প্রতিক্রিয়া ডনকে বিস্মিত করল। অতিকষ্টে সে আবার টিভি খবরের দিকে মন দিল:

...আমেরিকানরা আপ্রাণ চেষ্টা করছে জোড়াতালি দিয়ে টিম দাঁড় করাতে। কিছু ট্র্যাক স্টারকে রেসে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে, যারা বহু বছর প্র্যাকটিস করেনি। দু'জন জিমন্যাস্টিকে কুস্তিতে নাম দিতে হচ্ছে। হ্যানসেল উইকস্—যে ডেকাথেলন স্টার, তাকে হাইজাম্প আর পোল ভল্টে প্রতিযোগিতা করতে হবে, তার নিজস্ব ইভেন্টের সাথে সাথে। তবে বোধহয় সবচেয়ে বীরত্বের খবরটার কেন্দ্র আছে ডেবি উইলি। তিনি মস্ত্রিলে শুধু সুইমিং কোচ হিসেবে এসেছিলেন। প্রায় চার বছর আগেই তিনি—মানে এই গোল্ডেন গ্লাইডার রক্তসংক্রান্ত রোগের জন্য সাঁতারের জগৎ থেকে বিদায় নেন। কিন্তু এখন তিনিই মাত্র পাঁচদিনের কঠোর পরিশ্রম সম্বল করে প্রতিযোগিতায় ফিরে আসছেন। সাধারণভাবে বলা যায়, তিনি বেশ ঝুঁকি নিচ্ছেন, ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ঝুঁকি, কারণ যে রোগ তাঁর রয়েছে—

ডন সরে এলো। বৃষ্টিভেজা রাস্তা। তাহলে এই জন্যই ডেবি এতদিন উধাও! দারুণ অনুশোচনা এলো। সে ডেবি সম্বন্ধে নানা কটু কথা ভেবেছে, অথচ ডেবি নিজের জীবন বিপন্ন করে টিমকে বাঁচাচ্ছে। ডন বুঝল, হ্যাঁ, ডেবির এখন প্রতিটি মুহূর্ত প্র্যাকটিস প্রয়োজন। এরপর ওয়ার্লপুল এবং হিট ট্রিটমেন্ট তো আছেই। এবার ডেবির অন্তর্ধানের রহস্য পরিষ্কার হলো।

কিন্তু, তাতে ডন্দের কি উদ্ধার হলো?

আরও জোরে হাঁটতে থাকে ডন। দু'-তিনটে ব্লক পেরিয়ে যায়, উপায় ভাবতে থাকে। যে কোনও পথ মনে আসুক না কেন, তার শেষ হয় একই ভাবে: কাল-পরশু গেমসে অনধারিত ব্যর্থতা, আর সাম্প্রতিক সেক্স-লাইফের ক্ষণস্থায়ী অভিজ্ঞতার অভিশাপ।

একটা পিংক রঙের নিওন সাইনের কাছে দাঁড়ায় ডন। তার নিচেই একটা অন্ধকার বন্ধ জানলা। ওপরে লেখা রয়েছে: 'ল্যাব্যাথ'স্ লেগার'। ডন থামে। ভেতরে যাবে কি? দু'-এক বোতল বিয়ার খেলে দেহমন হয়তো একটু শান্ত হবে। অবশ্য, হয়তো দু'-এক বোতলে হবে না, বেশি লাগবে। তা হোক, মনটা চাঙ্গা হতে পারে।

জানলার সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ডন। লক্ষ্য করেনি, তার ডান দিকে একটু দূরে একটি মেয়ের চেহারা, আধা অন্ধকারে। মেয়েটা ওর দিকে এগিয়ে আসতেই টের পেল।

কে এই মেয়ে? সুগঠিত শরীর, কালো চুল টান করে পেছনে বাঁধা। বয়েস খুব বেশি নয়, তবু এই আলো-আঁধারিতে ঠিক বোঝা মুস্কিল। ডন প্রস্তুত হলো, আশা আছে মেয়েটা দেখতে খারাপ হবে না।

—অ্যাই!—নরম সুর শোনা গেল।

মেয়েটা এবার আলোর নিচে। হ্যাঁ, মোটামুটি সুন্দরী। একটা শান্ত ভদ্র ভাব আছে।

—হ্যালো!—ডনের গলার স্বর একটু জোরে।

—আমাকে চিনতে পারনি। তাই না?

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে এই ধাঁধার মতো প্রশ্নটা ভাবতে থাকে ডন।

মেয়েটি বসে—আরে, আমরা ইন্টারন্যাশনাল ব্রেকফাস্টে একসাথে ছিলাম। অবশ্য সেখানে কতখানি সম্প্রীতি গড়ে উঠেছিল জানি না, আমাদের মধ্যে যেহেতু বেশি কথা হয়নি।

এবার ডনের মনে পড়ল। হ্যাঁ, এই মেয়েটি সেখানে তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ডনের মন তখন ডেবির দিকে। তাই সে বিশেষ সাড়া দেয়নি।

—হ্যাঁ, মনে পড়েছে—ডন বলে—তুমি তো—

—রেনি ডাবলিয়ার। একবার দেখাতে নাম মনে রাখা কঠিন।

ডনের সামান্য অস্বস্তি—এখন সব ব্যাপারেই। মেয়েটির নাম মনে পড়েনি, তার সাথে সেই সময়ে হয়তো অভদ্র ব্যবহারই করে বসেছিল সে। এখন উচিৎ দু'জনে কোথাও একসাথে বসে একটু কিছু ড্রিঙ্ক করা, আলাপ করা। কিন্তু ডনের প্রধান প্রয়োজন একটি বেশ্যার, এই ফ্রেঞ্চ ট্র্যাক স্টার দিয়ে কি হবে? বরঞ্চ একে যত তাড়াতাড়ি ভদ্রভাবে কাটিয়ে দেওয়া যায়, ততই মঙ্গল।

কিছুক্ষণের অস্বস্তিকর স্তব্ধতা।

রেনি এবার হাসে—আমার একটা জিনিস স্বীকার করার আছে—

—স্বীকার! কি?

—যদিও হাসি পাবে, তবু বলছি। আমি কিন্তু তোমাকে ফলো করছি।

—ফলো করছ! কেন?

—ঠিক জানি না।...আমি দেখলাম তুমি ট্যাক্সি থেকে নামলে, আমি জানি—খুব সম্ভব কাল কি পরশু তোমার ডাইভিং-এর দিন। আমি জানি, এখন তোমার শহরের বাইরে যাবার কথা নয়। তবু কিছু একটা গোলমাল হয়েছে তোমার। তাই তুমি বিভ্রান্ত।..মনে হলো, আমি তোমাকে হয়তো সাহায্য করতে পারি।

রেনির কথায় ডন অবাক না হয়ে পারে না।

—হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ। গোলমাল আছে। কিন্তু মনে হয় না তুমি তাতে কোনও সাহায্য করতে পারবে।

রেনি মিষ্টি সুরে বলল, দেখ, বোধহয় তুমি আবার অবাক হবে। আমি খেলার জঙ্গলে বহু বছর রয়েছি। আমার মনে হয়, অ্যাথলেটদের যা কিছু সমস্যা হতে পারে—সেগুলো আমার জীবনেও কোনও সময় এসেছে। তাই, হয়তো আমি তোমায় কিছু পরামর্শ দিতে পারি। আচ্ছা, এটা তো ঠিক—তুমি মোটেই বারে ঢুকতে এই শহরের ধারে আসোনি?

—তুমি শহরের ধারে কি করছিলে?

ডন যেন পাল্টা প্রশ্ন করে রেনিকে দোষ দিতে চেষ্টা করে।—তোমারও তো এখানে আসার কথা নয়।

—কেন নয়? থ্যাংক গড, আমার ক্ষেত্রে অলিম্পিকের ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেছে। আমি এবার নিজের দৌড় দৌড়াব।

ডন জিজ্ঞেস করল—তা, তোমার ইভেন্ট কেমন হলো, তোমার পজিশন—

—আমি জিতেছি—রেনি শ্রাগ করে বলল, খুব খারাপ অবস্থা ছিল, ট্র্যাকটাও ভয়ঙ্কর। যাকগে ওইখানে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে, যদি ইচ্ছে হয় আমার ঘরে তুমি একটু ড্রিঙ্ক করতে পার। আমি লক্ষ্য রাখব যাতে বেশি না হয়। মনে হয়—এখন তোমার একটু আরাম, একটু বিশ্রাম দরকার। কারুর সাথে একটু মন খুলে কথা বলতে পারলে তোমার উপকার হবে।

তারপরেই ডন টের পেল—রেনি ওর বাহু ধরে টেনে ট্যাক্সিতে তুলে নিয়েছে। ইতোমধ্যেই তাদের গাড়ি রাস্তার ভিড়ের মধ্য দিয়ে ছুটছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্যাক্সিটা এসে দাঁড়াল একটি আধুনিক অ্যাপার্টমেন্টের সামনে। এলিভেটরে পা রাখার পর যেন ডনের হুঁশ এলো সে কোথায় এসেছে। লবিটা সুন্দর সাজানো, এটা বেশ পয়সাওয়ালা লোকদের বাসস্থান—ডন বুঝল।

সবই ভাল, সবই সুন্দর! কিন্তু এতে কি ডনের সত্যিই কোনও উপকার হবে? বরঞ্চ রেনি যেভাবে অতি-আগ্রহ নিয়ে ডনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, তাতে খুব একটা ভাল লাগছে না।

ডন বলে, তোমার এত ঐশ্বর্য কি করে হলো?

—কোনও এক ফ্রেঞ্চ-কানাডিয়ান এই পুরনো এলাকাটাকে খুব ভালবাসে। গেমসের আগে ওরা আমাকে সেই জায়গাটা দিয়েছে—একটু ফেবার এই আর কি!

এলিভেটর থেমেছে। এবার ওরা হাঁটছে প্রাইভেট লবি দিয়ে। রেনি চাবি বের করে নিজের ঘরের দরজা খুলল।

সুন্দর সাজানো ঘর। ডন পায়চারি করতে করতে সব দেখতে লাগল। অন্য সময় হলে এখানকার রাজকীয় আড়ম্বরে সে আরও বেশি মুগ্ধ হতো। কিন্তু এখন মুড অন্যরকম। মনে ঝড় বইছে, তাই, তত মনযোগ নেই।

রেনি কোট খোলে। একটা সোনালি ভেলভেট মোড়া চেয়ারের ওপর ছুঁড়ে ফেলে। খুশি মনে বলে—এবার একটু ড্রিংক দেব?

ডনের চোখে পড়ল রেনির ভরাট বুক, সুগঠিত দুই পা। এখন ওর যা বয়েস মনে হচ্ছে, সে তুলনায় ওর বয়েসী অনেকের চেয়ে ভাল, কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তার ফলে ডনের মনে সেই চিন্তাই ফিরে এলো। তার আসল উদ্দেশ্য তো এখনও সফল হয়নি—যার জন্য এই ডাউনটাউনে তার ছুটে আসা! কি হবে সে ব্যাপারে?

নিস্পৃহভাবে ডন বলল, একটা বিয়ার হলে ভাল।

রেনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, আর একটু পরে ফিরে এলো। তার দুই হাতে একটি ট্রের ওপর দুটি গেলাস এবং দুটি মনসন্-এর ক্যান। সোফার সামনে একটা ককটেল টেবিলের ওপর ট্রে-টা রাখল। ইশারায় ডনকে কাছে ডাকল।

ডন একটি ভরা গেলাস নিয়ে সোফার একটা কোণ ঘেঁষে বসল। আস্তে চুমুক, অদ্ভুত স্বাদ তো! কানাডিয়ান মদ তার ভাল লাগে না, এমন কি—এখন মনে হচ্ছে নিজের দেশের আমেরিকান ড্রিংকস্ তার তেমন ভাল লাগবে না।

ডন হঠাৎ প্রশ্ন করে—আচ্ছা, তুমি এসব করছ কেন বলো তো?

এবার রেনি বিস্মিত। ডনের গলার মধ্যে একটা অস্বাভাবিকতা, সামান্য অভদ্রতার সুর ফুটেছে। একবার ভাবল এখনই এসব পাট চুকিয়ে দেয়। যেমন সকালে ইন্টারন্যাশনাল ব্রেকফাস্টের সময় হয়েছিল। অনেকটা যেন নিজেকেই উত্তর দিল রেনি—ঠিক জানি না, সত্যি জানি না। মনে হলো তুমি...তুমি ভীষণ একা, মনে হলো আমি বোধ হয় তোমাকে সাহায্য করতে পারি—আগেই তো বলেছি।

ডনের গলায় অস্ফুট আর্তনাদ।

—না, তুমি পারবে না। আমি যাই—

সশব্দে গেলাসটা টেবিলে রাখে ডন।

—ফাইন—রেনি বলে—ওই তো দরজা! কিন্তু—

রেনি চুপ করে। ডন থমকে যায়।

রেনি বলে—কিন্তু তুমি বোধহয় ভুল করছ। অ্যাথলেটদের সমস্যা একান্ত নিজেদের। সেটা অন্যেরা বোঝে না। একমাত্র অ্যাথলেটরাই বোঝে। তাই, হয়তো তারা পরস্পরকে সাহায্য করতে পারে। এটা পরিষ্কার—তোমার একটা বড় সমস্যা আছে। কিন্তু তুমি যদি সেটার সমাধান না চাও, সেটা তোমার ব্যাপার!

রেনির সাদামাটা কথার সুরে ডনের চিন্তাভাবনা আবার গুলিয়ে গেল। দারুণ হীনমন্যতায় ভুগছে সে। ইচ্ছে করছে, গলার সব শক্তি দিয়ে চিৎকার করে ওঠে যাতে এই বাড়ির সব জানলার কাঁচগুলো ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। এই মেয়েটা আসার আগে থেকেই তার যথেষ্ট অন্তর্দাহ চলছে। অ্যান্ড দিস বিচ্—

দাঁতে দাঁত চেপে ডন বলে, হ্যাঁ, আমার একটা বড় সমস্যা আছে। আমি জানি না—ইফ আই ক্যান ওয়ার্ক ইট আউট, বাট আই ক্যান টেক ইট আউট!

বলতে বলতে প্যান্টের মাঝখানের জিপ্ খোলে ডন। রেনি বুঝতে পারে ডন কি করছে—হঠাৎ ক্ষেপে গেছে। একটু লজ্জা পেয়ে দু'হাতে মুখ ঢাকে সে।

ডন এখন বেপরোয়া। বৃথা সময় নষ্ট করে আর কথা খরচ করে লাভ নেই। সে প্যান্টের নিচে থেকে তার পুরুষাঙ্গ টেনে বের করে আনে। প্রকাশ্যে তুলে ধরে, তলপেট সামনে এগিয়ে দেয়।

কিন্তু এতে ফল হয় উল্টো। রেনির মনে উদ্রেক হয় তীব্র ঘৃণা—যে ঘৃণার চোখে সে এ পর্যন্ত সব পুরুষকে দেখে এসেছে। ছেলে বুড়ো সব এক—পুরুষ মাত্রই অল্ পিগস্।

রেনি চিৎকার করে—গেট আউট! যদি তুমি মনে করে থাকো আমি তোমাকে এখানে সেক্সের জন্য ডেকে এনেছি—তুমি মূর্খ! আমি—

—তুমি আমাকে ডেকে এনেছ কারণ আমার একটা সমস্যা আছে। ডন হাসে—তাই তো আমি আমার সমস্যাটা নিবেদন করছি। এখন তুমি সমস্যাটার দিকে মন দিচ্ছ না! আশ্চর্য, কি অন্যায়টা করলাম আমি? সমস্যা—হ্যাঁ, আমার সমস্যাটা এবার বোঝ, তাকাও—ভাল করে দেখ, কি আমার সমস্যা!

রেনির মন এবার ঘুরপাক খাচ্ছে। মনে হয়, এমন অবস্থায় পুরুষমানুষ বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। তাই একে চটানো ঠিক হবে না। বরঞ্চ, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করে কাটিয়ে দিতে পারাই সবচেয়ে ভাল।

চোখ তুলে সে ডনের উরুসন্ধিস্থলে তাকায়।

সাথে সাথে প্রচণ্ড চমকে তার দমবন্ধ হয়ে আসে। এক দীর্ঘতম, সবচেয়ে পুরু পুংলিঙ্গ তার সামনে ঝুলে রয়েছে। অলস মোটা সাপের মতো। হ্যাঁ, বিশাল, অতিবিশাল এক পুরুষাঙ্গ—কিন্তু এটা কি বাস্তব, এ কি সত্যি? এমন হতেই পারে না। রেনির বুকের মধ্যে দপদপানি শুরু হয়। জীবনে, কোনও আত্ম-রতির সময়েও তার উদ্দাম কল্পনাতেও আসেনি কোনও মানুষের ইন্দ্রিয় এত অতিকায় হতে পারে।

ডন যেন সকৌতুকে বলছে—ইয়েস, দ্যাট ইজ মাই প্রবলেম। এমন একটা পুরুষাঙ্গ যা কোনও মেয়ের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কেউ আমার প্রেমিকা হবে না, স্ত্রী হবে না, সুস্থ সঙ্গমের মধ্য দিয়ে পিতৃত্বলাভ সম্ভব নয় আমার পক্ষে। এই লিঙ্গ আমাকে কদাকার এক জন্তু বানিয়েছে।

এবার ডন দু'হাতে মুখ ঢাকে। চোখের জল আড়াল করতে চায়। হতাশার এই চোখের জল পুরুষের পক্ষে লজ্জার, গ্লানিময়।

—না, ওটা তেমন দীর্ঘ নয় যে পৃথিবীর কোনও মেয়েই গ্রহণ করতে পারবে না।

রেনির পরিষ্কার দ্বিধাহীন শান্ত উত্তর।

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না ডন। রেনি যেন ঘোরে পড়া মানুষের মতো কথা বলছে। সে এবার মুগ্ধ চোখে তার বিশাল লিঙ্গ ভাল করে লক্ষ্য করছে—যেন এটা একটা বশীকরণ যন্ত্র—আ হিপনোটিক ইনস্ট্রুমেন্ট।

রেনি এগিয়ে এসে ডনের পুরুষাঙ্গটি মুঠোয় ধরল। একটু টানাটানি, যেন সে পরীক্ষা করছে এর আকৃতিটা প্রকৃত সত্য, চোখের ভুল নয়। তারপরে লিঙ্গের সামনে সে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে। পোশাকের ভেতর থেকে সম্পূর্ণভাবে ইন্দ্রিয়টি বের করে সে, ফুলে ফেঁপে ওঠা লিঙ্গগাত্রের শিরা-উপশিরা-মাংসের ওপর আঙুল বুলোতে থাকে। বৃহৎ লিঙ্গমুখ তাকে সবচেয়ে অভিভূত করে। এত ভারী, এত পুরু অবিশ্বাস্য। বার বার আঙুলের মাথা দিয়ে ম্যাসেজ চালিয়ে যায় রেনি।

ডনের কথা জড়িয়ে যায়। সে একদিকে শোকাহত, আবার বিস্মিত। রেনির ব্যবহার ও আচরণের দ্রুত পরিবর্তনের কারণ ধরতে পারে না ডন।

—তুমি, তুমি এসব কি করছ? কেন করছ?

—কারণ তোমার এই অঙ্গ অপূর্ব! ইওর পেনিস ইজ ম্যাগনিফিসেন্ট!

এই প্রথম রেনি জীবনে কোনও পুরুষকে এভাবে প্রশংসাবাণী শোনাল।

হাঁ মুখ করে, যথাসাধ্য বৃহৎ, রেনি লিঙ্গকে গ্রহণে উদ্যোগী হলো। ধীরে, অতি ধীরে সে নিচের ঠোঁটে ছোঁয়ায়। এইবার অঙ্গটিকে না টেনে নিজের মুখগহ্বর এগিয়ে দেয় রেনি। যেন সমবেদনা নিয়ে আশ্রয়দানে তার অগ্রগমন।

ডন অনুভব করে রেনির জিভের ওপর তার পুরুষাঙ্গের আসন গ্রহণ। শিহরন জাগে। রেনির গ্রাসপ্রক্রিয়া চলতে থাকে, মুখের আরও গভীরে। দুই ঠোঁটে সর্বশক্তিতে কামড়ে ধরে, যতটা প্রবেশ, ততটা দশংন। সর্বক্ষণ চোখ খুলে রাখে রেনি, এই বন্দুকের ব্যারেলের গোড়াটা আর কতদূর!

ঠোঁটের খেলায় যাদু, মাথার আগু-পিছু, ডন এবার স্ফীত, মুখগহ্বরের মধ্যে স্ফীতি, পিচ্ছিল রসসিক্ত মুখ-গহ্বর। আশ্চর্য, ডন টের পায়, তার অঙ্গ উত্তেজিত, কিন্তু মন শান্ত হয়ে আসছে। রেনির আলাপকালীন প্রথম দিকের অভিব্যক্তিগুলো মনে পড়ে—শান্ত, নম্র, ভদ্র, আন্তরিক আহ্বান।

রেনির এই 'মৌখিক' আদর মনে হয় এক নিঃস্বার্থ ভালবাসার প্রকাশ। এই ধীর, শান্ত গতি-প্রকৃতির গতিবিধির মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যা ডেবি, ভ্যাল বা জ্যানির মধ্যে পায়নি সে। অবশ্যই এক অপূর্ব, অনাস্বাদিতপূর্ব বিশেষত্ব। কালো চুলের এই সুন্দরী কে? ডন লক্ষ্য করে রেনির আচরণ। এইবার মুখ থেকে ইন্দ্রিয়টি বের করে এনে ভাল করে পরীক্ষা করছে রেনি।

রেনির মুখের সামনে এই অঙ্গ এখন পূর্ণাকৃতি—এগার ইঞ্চি। রেনির হাতের দোলায় দোদুল্যমান। তার লিঙ্গমুখের সামনে রেনির সুন্দর মুখ।

—ইউ আর আ ফাইন ইয়ং ম্যান! তোমার তো ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

এক লহমায় উঠে দাঁড়ায় রেনি। পোশাক খুলতে থাকে, যেন নৃত্যভঙ্গিমায়। জিপার নামিয়ে ঊর্ধ্ববাস কটিদেশের কাছে নিয়ে আসে। ফ্রেঞ্চ ব্র্যাসিয়ারে বাঁধা তার দুই সুদৃঢ় স্তন। ডনের কণ্ঠনালি শুকিয়ে আসে, এক গ্লাস বিয়ার খাওয়া সত্ত্বেও। কারণ রেনির রূপমাধুরীর অনন্য শোভা। যৌন-আবেদনময়ী প্রলুব্ধ করা কিছু শরীর সে কাছে পেয়েছে। ডন দেখেছে বহু ফিল্মস্টার ও সৌন্দর্য-প্রতিযোগিতার মেয়েদের। কিন্তু আকর্ষণের সাথে এমন কবিতা মেশানো ছন্দভরা শরীর সে দেখেনি।

নিজেকে বিবসনা করছে রেনি, কিন্তু স্ট্রিপারের ভঙ্গি নয়। প্রেমিকের কাছে নারীর আত্মনিবেদন, তাই লজ্জা ও দুঃসাহস দুটোই প্রকাশ পাচ্ছে। অদ্ভুত, অপূর্ব। ডন যেন আকাশের গায়ে রঙিন মেঘের আনাগোনা দেখছে—এই মনোরম ঘরে, রাত্রিবেলা।

সুগোল উরু, দুই পায়ে ঘন লোম, ফর্সা শরীরে কোঁকড়া ঘাসের বাগান। শোভাময়ী অরণ্যানি। রেনির পোশাক পায়ের কাছে খসে পড়ল। বাতাসে শিরশির শব্দ।

রেনি অ্যাথলেট! সিল্ক স্টকিং সাপোর্টেড বাই ব্ল্যাক গার্টার। ধীরে ধীরে সেই ছন্দেই গার্টার ও স্টকিং-এর বিদায়।

সোজা হয়ে দাঁড়ায় রেনি। দেবীমূর্তির মতো। ব্র্যাসিয়ার খোলে। দুই নিটোল উদ্ধত বৃক্ষ তার সকল সুচারু শোভা নিয়ে আমন্ত্রণ জানায়—আমি এসেছি, প্রিয় আমার, আমায় ভালবাস তুমি! স্তনবৃন্ত স্তনের মাপে সু-আকৃতি, ডনকে তিলে তিলে বিমোহিত করছে

এক তিলোত্তমা। তার আমন্ত্রণে লালসার উগ্রতা নেই। যেন বহুদিন পরে প্রবাসী প্রেমিক ফিরে আসার পর রসবতী নারী তাকে নতুন করে নিজের রূপ-প্রদর্শন করছে। মণি-মুক্তায় সাজানো তার দেহ, সৌন্দর্যের রত্ন, ধাতুর রত্ন নয়। তার পূর্ণ সাজ-সজ্জা হবে পূর্ণ নগ্নতা।

ডনের হাত এবার আমন্ত্রণ গ্রহণ করে। প্রথমে পূজারীর হাত, তারপর প্রেমিকের হাত। হাতের ক্ষিপ্রতায় স্তনের বৃন্তদেশ আরও কঠিন হয়। সোজা দৃঢ় ঔদ্ধত্যে। রেনির প্রস্তুতির প্রতীক কোমল কুসুম এখন প্রেমের উত্তেজনার কঠোর হয়ে উঠছে।

প্যান্টি বিদায়। এইবার ঘন লোমের অরণ্য যেখানে সূর্যরশ্মি পর্যন্ত প্রবেশে পরাঙ্মুখ। একটি সুন্দর দেহ, কোমল-কঠিন, এক বিন্দু অতিরিক্ত মেদ নেই। সারা তলপেট ও নিম্নাঙ্গে এতো রোমরাশি এক অদ্ভুত আদরণীয় আবরণ। প্রকৃতপক্ষে নাভিমূল থেকে শুরু হয়ে নিচে নেমেছে, এক ঘন লতা ঝোপের মধ্যে হারিয়ে গেছে। হ্যাঁ, এতো রোমবতী মেয়ে ডনের কেন, বোধহয় কোনও পুরুষেরই দেখা নেই। নিশ্চয় সব ইউরোপীয়ান মেয়ে এমন নয়—ডন ভাবে!

—এসো এবার আমরা শুয়ে পড়ি।

রেনির সুরেলা গলা। নিচে কার্পেটের ওপর বসে রেনি আহ্বান জানায়। ডনের হাত ধরে টেনে নামিয়ে পাশে বসায়। ডনের পুরুষাঙ্গ এখনও প্যান্টের মধ্যে থেকে উন্মুক্ত, পতাকাদণ্ডের সাথে তুলনীয়। রেনি আবার তাকে গ্রহণ করে, এর প্রিয় অংশ মুখদেশ—গোল, রক্তবর্ণ, ওপরের ত্বক থেকে মুক্ত। লিঙ্গমুখ দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে কামরস—প্রি-সেমিনাল ফ্লুইড—রেনির আঙুলের ডগা ভিজছে—হ্যাঁ ডন বেশ উত্তেজিত।

—ডন, বিশ্বাস করো, সঠিকভাবে কোনও পুরুষ আমাকে কখনও উপভোগ করেনি, আমিও কাউকে পাইনি। সেই আর্থে আমি কুমারী, এই বয়সেও। আজ, বহুদিন বাদে এই সন্ধ্যেয় মনে হচ্ছে আমি আমার এই জন্মের পুরুষ, ভালবাসার সঙ্গীকে পাব। তুমি আমায় নাও, আমার সারা শরীর তোমার। আমার মন—

রেনি যেন প্রার্থনা মন্ত্র পড়ছে। রেনি যেন এক শিশু, তার প্রার্থনা, ভয় ভেঙে দাও প্রভু! প্রেমের স্বপ্নে বিভোর, সে একটি পুরুষকে সুখী করার জন্য দেহ দান করছে। ডন পতিতা খুঁজছিল, টাকার বিনিময়ে একটি নারীদেহ। ঠিক সেই মুহূর্তে এ যেন ঈশ্বর প্রেরিত, ডনের উদ্ধারে তার আগমন। পতনের ঠিক পূর্বক্ষণে—

প্রতিদানে কি চায় রেনি? কিছু না। বড়জোর একটু ভদ্র ব্যবহার, একটু মিষ্টি কথা। সামান্য কৃতজ্ঞতা ও স্বীকৃতি। ব্যস্, তাহলেই সে খুশি। আর কিছু সে চায় না।

না, তাও নয়। রেনি ভাবে—আমি কিছুই চাই না। কোনও কথারও দরকার নেই। কারণ কথার মধ্যে হয়তো ঠাট্টা, কৌতুক বা বিদ্রূপ প্রকাশ পেতে পারে। হে ঈশ্বর, আমি শুধু এক সাধারণ, স্বাভাবিক মেয়ে—এইটুকু সে বুঝুক, আমাকে বুঝিয়ে দিক—আমার সারা জীবনের যন্ত্রণা—আঃ, আমি যখন সব আশা ছেড়ে—আঃ—ডন কিংসলে, আমাকে বাঁচাও—কাছে এসো—

দুই পা দু' প্রান্তে প্রসারিত। ডনের বিস্মিত দৃষ্টি তার অতিরিক্ত লোমশ স্ত্রী অঙ্গে। যে মুহূর্তে কিছুতেই কাটছে না, তার অঙ্গের স্ফীতির সাথে তাল মিলিয়ে মনে এক রমণীয় প্রেমানুভূতির সৃষ্টি হচ্ছে। এই অনুভূতি কখনও আগে ছিল না। তাই কি হৃৎস্পন্দন—অন্য

ধরনের? তবে আজ এই মুহূর্তে আরেকটি নারী তাকে গ্রহণ করতে যাচ্ছে, কিন্তু সে যদি অন্যদের মতো তাকে অর্ধপথে থামায়, আংশিক স্বীকৃতি দেয়, পূর্ণ বরণে অসমর্থ হয়—তবে? তবে কি হবে, তা কল্পনা করতে পারে না ডন। সে কি করবে তখন জানা নেই। তবে এটা ঠিক তার জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে।

হাতের ওপর দেহভার রেখে ডন রেনির দেহের ওপর নিজেকে স্থাপন করে। চোখ নামিয়ে দেখে তার রক্তবর্ণ মাংসল দণ্ড এখন ক্রুদ্ধ, ক্ষিপ্ত, যোনিমুখে প্রবেশের জন্য অস্থির। যেন 'ফুয়েলড্ মিসাইল বেগিং টু বি গাইডেড টু দ্য রাইট প্লেস'।

ডন বলে—তুমিই আমাকে গ্রহণ করো।

রেনি সাগ্রহে নিজের হাতে ধারণ করে ডনের অস্ত্র। পুরুষাঙ্গের মধ্যদেশ তার হাতের মুঠোয়। আঙুল দিয়ে তাকে টেনে আনে, পথ দেখায়—ধীরে, কোমল হাতে। ডনের পুরুষাঙ্গের মুখদেশ সহজেই প্রবেশ করে। রেনি জোরে শ্বাস নেয়। স্ত্রী-অঙ্গের মুখে প্রবল চাপ, ঘন পুরু গুরুভার অসহনীয়, তবু আনন্দের। যোনিপার্শ্বের সমস্ত অংশ ফেটে যাচ্ছে। একটি প্রবল অস্ত্র গভীরতা সৃষ্টি করছে আয়তনের শক্তিতে—তার দীরগতি প্রবেশ, কিন্তু নিশ্চিত অমোঘ, অনিবার্য। রেনি প্রাণপণে নিজেকে সজ্ঞান রাখে।

ডন বলেছিল—'তুমিই আমাকে নাও।' তাই অবশ্যই রেনিকে উদ্যোগী হতে হবে। স্বহস্তে ডনকে প্রায় ছয় ইঞ্চি গভীরে টেনে নেয় সে। যন্ত্রণা ছাপিয়ে এবার পুলক আনন্দের সৃষ্টি হয়।

—আমি নিলাম। তোমার অর্ধাংশ। এবার বাকি অর্ধেক নিয়ে তুমি নিজে এসো।

হ্যাঁ, দু'জনে দু'জনকে গ্রহণ করছে। দু'জনেই দাতা ও গ্রহীতা, সম্মিলিতভাবে। এই পূর্ণমিলনের সম্ভাবনায় সমান অংশীদার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত—

রেনির স্ত্রী-অঙ্গের ঘূর্ণন এখন ক্রমশ দ্রুত হচ্ছে। ডনও যেন এবার বন্য হয়ে উঠেছে। সে বেশি দ্রুত এগোতে চায় না, কারণ সেই পুরনো ভীতি—মাঝপথে সমাপ্তি, বাধা! ব্যর্থতার ঝুঁকি নিতে চায় না ডন। স্লো অ্যান্ড স্টেডি উইন দ্য রেস। ডন এখন স্লো, এবং তাকে স্টেডি হতে হবে।

কিন্তু রেনি এখন দ্রুতগতি চায়, তার গভীরতা পূর্ণ হোক। ডনের অশান্ত অঙ্গ কে সে আকুল বেগে টেনে নেয়। অন্তরপ্রদেশের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে তার পূর্ণ প্রবেশের জয়যাত্রা নিশ্চিত করতে চায় রেনি।

এইবার আর ধীরগতি নয়। মনের সকল শক্তি দিয়ে শপথ নেয় ডন, এবং একটি বিশাল বেগে পূর্ণ এগারো ইঞ্চি পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করায় রেনির গহ্বরে। সজোরে, এবং সাথে সাথে নিজেকে অভিশাপ দেয়—বোধহয় এমন আচরণ করা উচিৎ হয়নি।

রেনির দমবন্ধ, অস্ফুট আর্তনাদ। মুখ হাঁ, গলার শিরা যেন ফেটে পড়বে। ডন প্রথমে শঙ্কিত, পরক্ষণেই বোঝে, রেনির এই প্রতিক্রিয়া ভয় বা যন্ত্রণার নয়। এটা সম্পূর্ণ প্যাসন; বিশুদ্ধ, নির্ভেজাল আবেগ। এইরকম আবেগের পরিচয় ডন আগে কখনও পায়নি।

ডন সবিস্ময়ে বুঝল—হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত সে সাফল্যমণ্ডিত। পূর্ণ অঙ্গের পূর্ণ প্রবেশ। সে এখন রেনির যোনিগুহায় আশ্রিত।

—ও মাই গড!—রেনির কণ্ঠস্বর প্রমাণ করে তার স্ত্রী-অঙ্গ পরিপূর্ণ। দীর্ঘ পুরু লিঙ্গ সুদৃঢ় অবস্থায় তাকে পূরণ করেছে। এর মুখাগ্র তার গর্ভদেশ স্পর্শ করেছে। যা এ পর্যন্ত কখনও হয়নি। হওয়ার আশা ছিল না।

ডনের কণ্ঠে সাফল্য সত্ত্বেও অবিশ্বাস—আমি, আমি কি—অ্যাম আই অল দ্য ওয়ে ইনসাইড ইউ?

—হ্যাঁ, তুমি সম্পূর্ণভাবে আমার মধ্যে—অল দ্য ওয়ে ইনসাইড মি! মাই কান্ট ইজ ফিলড্ উইথ ইওর ডিক!

রেনি ডনের মুখের দিকে তাকায়। নিজের বাষ্পায়িত চোখে সে দেখে ডনের দুই চোখের জল গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। এই চোখের জল অবশ্য আনন্দাশ্রু!

আনন্দিত ডন তবু বলে—আমার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। আমরা একবার দেখি, দু'জনেই বুঝে নিই আমরা পরস্পরকে সম্পূর্ণভাবে পেয়েছি।

ডন মাথা নামায়, রেনি মাথা তোলে। দু'জনে একসাথে তাকায় তাদের দুই দেহের সঙ্গমকেন্দ্রে।

—এবার সরে যাও, তোমার বিশাল অঙ্গ এবার বের করে নাও। ধীরে, যাতে আমি এর প্রতিটা ইঞ্চি লক্ষ্য করতে পারি। তারপর আবার এসো। সেই রকমই ধীরে—তোমার প্রবেশ আমি লক্ষ্য করব। অল দ্য ওয়ে ইনসাইড মি এগেইন।

ডনের ইন্দ্রিয় বহিরাগত। যেন ঝকঝকে খাপখোলা তলোয়ার।

রেনি উল্লসিত—এত বিরাট, বিশাল, এত সুন্দর! আমাকে আবার পূর্ণ করো। প্লীজ।

এবার দু'জনে একসাথে লক্ষ্য করে একটা পূর্ণ এগারো ইঞ্চি প্রেমদণ্ডের পুনঃপ্রবেশ। আবার নতুন পুলক, সদ্য সফল আনন্দের পুনরাবৃত্তি। দু'জনের দেহমন হর্ষদোলায় দুলতে থাকে।

ডন বলে, এইবার আমরা বুঝেছি, উই আর সাকসেসফুল। এমন মেয়ে আমি আগে পাইনি। এমন নারীদেহে আমি আশ্রয় পাব বিশ্বাস ছিল না। অপূর্ব!

রেনি দু'হাতে ডনের গলা জড়ায়। ডন চোখ বুজে ওকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে। পশ্চাদদেশের পেশি হাল্কা করে রেনি। ডনের স্পঞ্জের মতো ইন্দ্রিয় এখন নতুন করে ক্রিয়া শুরু করে। রেনির অভ্যন্তরে সে চারপাশে সক্রিয়। রেনির কামরসে সিক্ত সে। রেনির ভেতরে সারা পরিমণ্ডল উত্তপ্ত, সিক্ত। লিঙ্গমুখ থেকে লিঙ্গমূল পর্যন্ত প্রোথিত।

সঙ্গমের চরমক্ষণ আগত। ডনের কঠোর দুই অণ্ডকোষ এবার রেনির রোমশ যোনিমুখে ঘর্ষণ সৃষ্টি করে। হিজ বলস্ প্রেস এগেইনস্ট হার হট হেয়ারি ক্র্যাক্, ডন বোঝে এবার দ্রুতগতি অবশ্যম্ভাবী।

দু'পাশে মেঝেতে হাতের চাপে নিজেকে তুলে ধরে ডন। পুরুষাঙ্গকে অর্ধেক বের করে এনে আবার প্রবেশ করায়। অণ্ডকোষে টান ধরে। পুরুষাঙ্গ বিস্ফোরণ-পূর্ব অতিরিক্ত ভয়ংকর আকৃতি—ভূগহ্বরে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস।

রেনির মুখে এবার জপমন্ত্র—আঃ আঃ আঃ!

আরেক জগতে ভাসমান রেনি। এই পৃথিবীতে সে একমাত্র নারী যে এই অনুভূতির জোয়ারে এমন ভেসে যেতে পারছে। এইভাবে চরমানন্দ—অরগ্যাজম্—কেউ পায় না।

—তোমার এই বিশাল দণ্ড আমার গর্ভে আঘাত করছে। রেনির কণ্ঠে উল্লাস ও কৃতজ্ঞতা। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ডন ঈশ্বরপ্রেরিত। ডনকে ধন্যবাদ, সে এমন এক বিশাল লিঙ্গের অধিকারী। এই পুরুষাঙ্গকে ধন্যবাদ, সে তার স্ত্রী-অঙ্গ পরিপূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছে, রেনিকে বুঝিয়ে দিয়েছে সে স্বাভাবিক নারী। নারী হওয়া কি জিনিস, পূর্ণ নারীর অর্থ কি।

রেনির প্রাণান্তকর চিৎকারের মধ্যে চরমানন্দ আগমনের ইঙ্গিত।—ফাক্ মি গুড—

পিঠ বেঁকে গেছে রেনির, থরথর কম্পিত সারাদেহ, চরমানন্দের পূর্বমুহূর্ত। দীর্ঘ অ্যাথলেটিক প্র্যাকটিসে ও ব্যায়ামে রেনির গায়ে প্রচণ্ড শক্তি। সেই জোরেই ডনের দেহকে প্রায় শূন্যে তুলে ধরল রেনি। দুই ইন্দ্রিয়ের সংযোজন অটুট। শূন্য থেকে ডনের দেহ ছেড়ে দিলে সে সবেগে নিচে নেমে এসে রেনির গর্ভকে স্পর্শ করবে। প্রায় মুষল-আঘাতের মতো। আঘাতে আঘাতে আনন্দে চৌচির হয়ে যাক রেনি, তার ক্লিট ও যোনিমুখের যন্ত্রণা শেষ, তার রসধারা উৎসারিত হোক।

ডনের লিঙ্গমুখ সবেগে নেমে এসে আবার গভীর গর্ভদেশ স্পর্শ করে। যন্ত্রণায় নয়, আনন্দে এবার অস্থির রেনি। তার যোনিমণ্ডল এবার কুঞ্চিত করে সে পিষ্ট করতে চায় ডনকে। নরম জেলির মতো অংশ ধুইয়ে দেয় ডনের পুং-ইন্দ্রিয়কে। ডন বোঝে এইবার অণ্ডকোষের বেদনা তার লিঙ্গমুখে উঠে আসছে।

—মাই গড, আই অ্যাম কামিং—

এবার রেনির গগনভেদী চিৎকার। যেন তার শ্বাসযন্ত্র ফেটে যাচ্ছে। তার সারা দেহ উঠছে-নামছে। আনন্দ যেন ছুরিকাঘাতের মতো, তাকে, তার নিম্নাঙ্গকে—বলা যেতে পারে যোনির অভ্যন্তরে ক্রমান্বয়ে স্ট্যাব্ করে চলেছে। তার ক্লিটরিচ টুকরো হয়ে যাবে মনে হয়। আনন্দ-যন্ত্রণা ভরা অদ্ভুত মুখ এখন। তার গর্ভস্থল যেন আকাশে উঠছে, উঠছে, উঠছে। কোনও আতসবাজি আগুন খুঁজছে বিস্ফোরণের জন্য, যাতে রাতের কালো আকাশ আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে।

ডন চাইছে এই ক্রমাগত আঘাত দিয়ে সে নিজে আগে ফেটে পড় ক। কিন্তু রেনির এই নতুন, নিয়ন্ত্রণের বাইরে প্যাসনের পাল্টা আঘাতে সে ক্ষমতা হারাচ্ছে। নড়তে পারছে না। রেনি গায়ের জোরে ডনকে মেঝে থেকে শূন্যে তুলে ধরছে, ডন পায়ের তলায় জমি পাচ্ছে না, যেখানে ভর দিয়ে সে নিজেকে নিঃশেষে ঝরিয়ে দেবে।

তাই এক জানোয়ারের মতো অন্ধকার গহ্বরে এলোপাথাড়ি ভ্রমণ ছাড়া তার কিছু করার নেই এখন। কিন্তু মরিয়া হয়ে এবার নিজের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আঘাত হানল ডন।...আর সেই সঙ্গে প্রথম এক ঝলক বীর্যরস সবেগে প্রবাহিত হলো। মনে হলো তার পুরুষাঙ্গে এতক্ষণ একটা বঁড়শি বিঁধে ছিল। সেই যন্ত্রণার একটু অবসান হচ্ছে।

এইবার দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত ঝলকে বীর্যপাত হচ্ছে। রেনি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করছে সবটুকু তার অন্তরতম প্রদেশে—এই প্রবল বর্ষণ। মুখে সহর্ষ আর্তনাদ। এপাশ-ওপাশ ঘুরছে সে, কোনও সময় দুই হাঁটু মুড়ছে, কোনও সময় দুই পা দু'পাশে ছড়িয়ে দিচ্ছে—যতখানি প্রসারণ সম্ভব—ব্যালে ডান্সারের মতো, উরুর পেশি টনটন করলেও। ঝলকে ঝলকে গভীর গর্ভে এই ঔরসপতন সে তিল তিল করে অনুভব করছে, সেই সুখে তার চোখে জল টলমল।

শেষ সজোর উত্থান রেনির, তারপরেই কার্পেটের ওপর ভারী পতন। রেনির দেহের ওপর ডন।

সব শান্ত, স্থির।

দু'জনের মুগ্ধ দৃষ্টি দু'জনের দিকে, সহাস্য মুখ।

ক্ষণপরেই দু'জনে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। উচ্ছল আনন্দের হাসি, দৃঢ় আলিঙ্গন। বাহুপাশে আবদ্ধ দুই শরীর একত্রে কার্পেটের ওপর এপাশ-ওপাশ গড়াতে থাকে। যুগ্ম জয়। যৌথ গর্ব।

দু'জনে এবার শায়িত অবস্থায় মুখোমুখি। দু'জনের ওষ্ঠপুটের ব্যবধান দু'ইঞ্চি।

ডন বলে, আমরা দু'জনেই সফল, জয়ী। আমাদের অলিম্পিক ভিলেজে সোনার মেডেল নিজেরাই জয় করলাম—একসাথে। উই উইল শেয়ার ইট।

—আবার চাই, আরও জয়, আবার মেডেল।

বলতে বলতে রেনি ডনের মাথা বুকে জড়িয়ে ধরে। উঠে দাঁড়ায়। ডনের হাত ধরে টেনে দাঁড় করায়। ডনের পুরুষাঙ্গ এখন দীর্ঘ লাল সসেজের মতো ঝুলছে। পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে ডনের ঠোঁটে চুমু দেয় রেনি। তারপর ডনের এক হাত ধরে আচমকা বেডরুমের দিকে ছুটে যায়।

এটা একটা স্যুইট্—ডন বুঝতে পারে। বেশ বড় শয্যাগৃহ। প্রকাণ্ড বিছানা—ভেলভেটের চাদরে ঢাকা।

রেনি হাসে—এবার ওইখানে—

ডনকে হাত ধরে বিছানার কাছে নিয়ে আসে রেনি। তিনপাশে মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত আয়না, ওদের ছায়া পড়ে। আয়নায় প্রতিফলিত দুটি নগ্ন দেহ, বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে—তারা যেন আদম-ইভের মতো খুশি। হাতে হাতে, গালে বুকে লাল আভায় প্রমাণিত দেহসঙ্গমে কত তৃপ্ত তারা। তারা কৌতুকে পরস্পরকে আদর করে। আয়নার কাছে আরও এগিয়ে এসে নিজেদের দেখতে চায়।

রেনি খুশি—ওই তো আমরা।

আনন্দে তার দুই স্তন নাচতে থাকে।

ডনের পুরুষাঙ্গ দোদুল্যমান—হ্যাঁ, আমাদের কত সুন্দর দেখাচ্ছে এখন! তাই না?

—তোমার ওই যন্ত্র, তার বিশেষ সৌন্দর্য! রেনি এখন অবনত লিঙ্গের প্রশংসায় মুখর।

—তোমার ওই লোমভরা গুহা—এত বিস্ময়কর সৌন্দর্য আমি কখনও দেখিনি—

বলতে বলতে ডন সহসা রেনির সামনে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে। দুই পশ্চাদদেশ টেনে ধরে তার লোমশ যোনিকে নিজের মুখের কাছে টানে।

—এখানে একটা চুমু দেব। আমার জন্য এ যা করল, তাকে এই ভাবে ধন্যবাদ জানাব।—ডন বলে।

ডনের জিভ খেলা শুরু করে। ফাটলের মধ্যে দিয়ে সে খুঁজে পায় লাভ বাটন্। জিভের সমস্তটা দিয়ে তাকে লেহন করে ডন। ডনের আচরণে অবাক রেনি আয়নায় নিজের মুখ দেখে। তার মুখ ক্রমশ শিশু থেকে নারীতে রূপান্তরিত।

ডনের মুখ এবার যেন সর্বভুক। রেনির এই দেহাংশ খাদ্য ভেবে সে উদরস্থ করতে চায়। তার লেহন ও চোষণ এখন উন্মাদপ্রায়। জিভ আর ঠোঁট—আঃ, এই দুই অঙ্গ যেন যথেষ্ট নয় রেনিকে পেতে হলে। রেনি সাড়া দেয়। দু'হাতে ডনের মাথা ধরে নিজের তলদেশে ঘূর্ণিপাক জাগায় রেনি।

হঠাৎ বলে, এবার তুমি!

ডনকে ঠেলে সরিয়ে দেয় রেনি।

এবার ডন দণ্ডায়মান। রেনি হাঁটু মুড়ে বসে তার সামনে। ডনকে পাশ ফিরিয়ে দাঁড় করায়, যাতে আয়নায় তার ছায়া স্পষ্ট দেখতে পায় সে। প্রোফাইল ভিউ।

দুই অণ্ডকোষের ওপর স্থাপিত আট ইঞ্চি এই অঙ্গ, অনুত্তেজিত অবস্থায়। পাশ থেকে বেশ বড়ই দেখায়। রেনি তাকে হাতে তুলে নেয়, সোজা করে ধরে, আয়নার সামনে এর চেহারা পরীক্ষা করে রেনি।

এবার মুখ খোলে। বিনা ভূমিকায় মুখে ভরে নেয় এই পুরুষাঙ্গ। চোখ খুলে আয়নায় দেখে কি ভাবে তার মুখের মধ্যে প্রবেশ করেছে—দিস ফ্রেশ্‌ সিলিন্ডার। ডন শুরু করে পাম্পিং প্রক্রিয়া। রেনি মুখের সমস্ত লালায় ভরে দেয় ডনের ইন্দ্রিয়। ক্ষুধার্ত হয়ে আলতো দংশনে অস্থির করে তোলে ডনের ক্রমশ বর্ধিষ্ণু এই প্রিয় দণ্ড।

দু'জনেই দেখছে—ডনের আকৃতির স্ফীতি।

দু'জনেই উপভোগ করছে আয়নায় প্রতিফলিত দৃশ্য।

সঠিক পরিমিত এগারো ইঞ্চি দৈর্ঘ্য প্রাপ্তির পর রেনি মুখ সরায়, এর সারা গায়ে চুমু দিয়ে লক্ষ্য করতে থাকে—পরম স্নেহে।

—অনেক চুমু আর মুখের আদর হয়েছে—নাও, ইটস্‌ মাই টার্ন টু সি হাউ উই ফাক্‌।

উঠে দাঁড়িয়ে ডনকে বিছানায় বসায়। খাটের কিনারায়। কপালে চুমু দেয়, ঘুরে দাঁড়ায়। আয়নায় সেই বিশাল পুরুষাঙ্গের ছায়া—সম্পূর্ণ উত্তেজিত, উত্থিত, এই দৃশ্যই যথেষ্ট। রেনির ক্লিট আবার শিহরিত, স্ফীত।

রেনির পশ্চাদদেশ ডনের সামনে। দুই পা প্রসারিত। লোমশ উরু সরে গিয়ে যতটা সম্ভব জায়গা তৈরি করে।

—এইবার এসো, এইভাবে, পেছন থেকে—

দুই পশ্চাদদেশ টেনে ধরে ম্যাসেজ করে ডন, তারপর সঠিক স্থানে এগিয়ে যায়। রেনি হাসতে হাসতে বসে পড়ে ডনের কোলে, আয়নার দৃশ্য ভেসে ওঠে, ডনের ইন্দ্রিয় তার অভ্যন্তরে, গোড়ার অংশটুকুতে রেনির হাতের আদর। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়, সেই অংশটুকুও ক্রমশ গহ্বরে বিলীন হয়ে যায়।

—একটু পিছিয়ে যাও, আমি তোমার বুকে শোব। আমার পিঠের নিচে তোমার বুক—ইউ উইল সাপোর্ট মি—রেনি বলে।

—কি করবে তুমি?

—আমি দেখব তোমার বিশাল দণ্ড কিভাবে আমায় পূর্ণ করে, আয়নাই আমার চোখ।

কনুই ভর দিয়ে শোয় ডন, তার দুই উরুতে বসে পা ছড়ায় রেনি, পায়ের পাতা কার্পেট ছোঁয়। নিজেকে একটু তুলে দেখে, ডনের তলপেটের নিচে তার দণ্ড কিভাবে রেনির অঙ্গে প্রবিষ্ট। ক্রমশ আবার ক্ষুধার্ত রেনি। ইঞ্চি ইঞ্চি করে সে গ্রাস করে ডনকে—এক ক্ষুধার্ত পশু যেন একটি ওভারসাইজড শিকারকে ধীরে ধীরে গিলছে। আবার চোখের তারায় নাচ, নয়নপত্র ঢুলুঢুলু, দেহের সাথে মন, মনের মধ্যে প্রেম।

—তুমিও দেখ, ডন, কি করছি আমরা!

রেনি এখন মাস্টার। ডন ছাত্র।

আয়নায় তাকিয়ে দেখা যায় কি ভাবে ভক্ষ্যদ্রব্য গ্রহণ করছে রেনি। ডন ভাবে, একেই বলে—হাংগ্রি কান্ট। রেনির হাত এখন কঠোর। ডনের দুই উরু পীড়ন করছে। কিন্তু ডনকে নড়তে দিচ্ছে না। ডন শুধু দেখতে পারছে—রেনি ইজ ডুইং অল দ্য ফাকিং! তার কোলের ওপর রেনির কোমরে বেলি ডান্সারের মুভমেন্ট। ঠোঁট কামড়ে আছে সে, নিজেকে খুঁড়ে চাষ করতে চাইছে রেনি, ডনের অঙ্গ তার খননকার্যের হাতিয়ার মাত্র। চালক নয়।

আর সহ্য হয় না, নিজের এই নিশ্চলতা।

বিছানায় ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে পড়ে ডন।

রেনি কাছছাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। সাপোর্ট নেই। তাই এবার সামনে ফিরে ঝাঁপ দেয় রেনি। শী মাস্ট স্কোয়াট অন দিস এনরমাস ফাকিং মেশিন। ডনের উরুর ওপর হাত রেখে সাপোর্ট নেয় রেনি। আয়নার দিকে তাকায়, হাসি পায়, একটি লাজুক কিশোরী যেন জঙ্গলের মধ্যে গোপনে বসে পড়েছে—মূত্রাশয় খালি করতে।

কিন্তু জঙ্গল বলা ভুল। রীতিমতো আলোকোজ্জ্বল ঘর। দুই স্তন এবার দ্রুত উঠছে-নামছে—সে লক্ষ্য করছে কিভাবে একটি অস্ত্র সম্পূর্ণ ডুবে যাচ্ছে এক গহ্বরে, কিভাবে তার ভেতরটা চিরে যাচ্ছে, কিভাবে তার গর্ভদেশে আঘাত লাগছে আবার, কিভাবে তার যোনিদেশ মাঝখান থেকে দু'টুকরো হয়ে যাচ্ছে—আজ পর্যন্ত কোনও পুরুষাঙ্গ যা পারেনি। এই অভিজ্ঞতার ধারে কাছে আসতে পারেনি।

দুই স্তন ফুলে উঠছে, দুই স্তনের বোঁটা আবার কঠিন। এবার নিজের হাতে দুই স্তন ও বোঁটাকে মর্দন করতে লাগল রেনি। বুকের যন্ত্রণা শান্ত করতে হবে। নিজের করতল ও আঙুল দিয়ে নিজের সুন্দর বুকে নিষ্ঠুর দলন শুরু করে রেনি।

চোখের পাতা ভারী। চোখ খুলে রাখা যাচ্ছে না। তবু জোর করে চোখ মেলে আয়নায় প্রতিফলন দেখতেই হবে।

মনে পড়ে—এর আগে কতবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়েই নিষ্প্রাণ সেই কঠোর মোমবাতিটাকে নিম্নাঙ্গের অভ্যন্তরে ধারণ করতে হয়েছে। মানুষ তাকে সঙ্গ দেয়নি, সেই প্রাণহীন প্রেমিক তাকে চরমানন্দ দিয়েছে।

এখনও কি সেই রকমই আনন্দ? সেই প্রেমিক মোমদণ্ড যা নিয়ে আসত? হ্যাঁ, তখন নির্গত হতো কামরস। কিন্তু এখন তার চেয়ে বহুগুণ বেশি আনন্দ। ইনফিনিটলি বেটার! একটি জীবন্ত মানুষের সজীব অঙ্গ—মাংসল দণ্ড, তার মধু বর্ষিত হচ্ছে রেনির অন্তিম প্রদেশে।

রেনি পৃথিবীর চরম সৌভাগ্যবতী নারী।

তাই আবার তার চরম পুলক, চরম সেবা দান ও প্রাপ্তি! দুটি শরীর একটি সত্তায় পরিণত। তাই পরক্ষণেই তার প্রেমিকেরও চরম-আনন্দের লগ্ন। পরিপূর্ণ দু'জনে, আনন্দ সলিলে স্বর্গসুখে অবগাহন।

স্বর্গ নয়, পৃথিবীতেই এই সুখ সম্ভব। এই ছোট ধরাধামে। প্রেমিকের ভালবাসার প্রতিটি রসবিন্দু সে পেয়েছে, নতুন বসন্ত এলো তার জীবনে, আজ রাতে।

এবার ওরা মুখোমুখি নিজেদের মুখ দেখছে। চেষ্টা করছে মুখের আয়নায় যে ভাষা ফুটে উঠছে তাই পড়তে। ফেস ইজ দ্য ইনডেক্স অব মাইন্ড।

স্তব্ধতা, কেউ কথা বলছে না। কিন্তু মন মুখর। হৃদয় উত্তাল, সব দাবদাহ জ্বালা, সারাজীবনব্যাপী ক্ষোভ ও হতাশার অবসান।

পৃথিবীর মানুষ বলতে চেয়েছিল—ওরা নাকি মানুষ নয়, ওরা নাকি কিম্ভূত এক সৃষ্টি, বিধাতার নিষ্ঠুর কৌতুক। ওরা সাথী পাবে না, পূর্ণতা পাবে না।

ভুল, ভুল, সম্পূর্ণ মিথ্যা ওই অপবাদ, ওই রটনা, ওই অপমান। ওরা সঙ্গী পেয়েছে—মনুষত্ব পেয়েছে—ওরা একজন পূর্ণ পুরুষ, আরেকজন পূর্ণ নারী। বিরল হতে পারে—কিন্তু ওরা মেড ফর ইচ আদার। পথ-ভোলা পথিক ও পথ-হারানো পথিকিনী নিজেদের খুঁজে পেয়েছে, নিজেদের আবিষ্কার করেছে। ওরা ভিন্ন জাতি, ভিন্ন দেশি। ঈশ্বর আজ তাদের একত্র করলেন। ওরা বুঝল এই দেহ ওদের পরস্পরের জন্য তৈরি। এই দেহের বিচিত্রতা—এক অতিবিশালতা ও অতিগভীরতা কেবল ওদের জন্য! ওদের সম্পদ।

না, আজ অন্বেষণের শেষ।

আজ সব খোঁজার অবসান।

আজ ওরা পরস্পরকে প্রশ্ন করবে ও উত্তর দেবে—আমায় চেন কি! হ্যাঁ, তোমায় চিনি ক্লান্ত পান্থ।

ডাক্তার কি বলবে? বিজ্ঞান কি বলবে? ডাক্তার ও বিজ্ঞান আজ বোকা বনে গেছে ভালবাসার কাছে, ভাগ্যের কাছে।

ওরাই ওদের জগৎ। সেখানে ওরা একসাথে থাকবে, ওদের স্বর্গ খেলনা নিয়ে ওরা খেলবে।

ভীষণ ঘুম পাচ্ছে, দু'জনেরই।

রেনি বলে, আমার দারুণ ঘুম পাচ্ছে ডন!

ডন উত্তর দেয় না।

কি করে দেবে? রেনির দুই কোমল বুকের মাঝখানে মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে পড়েছে ডন। বিশাল ডন এখন শিশু ডন।

১১

অলিম্পিক পুলের পাশে ভেজা বেঞ্চের ওপর চুপচাপ বসেছিলেন ডাঃ স্যাম স্কেলি। দু' হাত ঘষে ঘষে, দুই পায়ের পাতায় টোকা মেরে মেরে নিজেকে পরীক্ষা করছিলেন। যে ট্যাবলেটটি (অ্যামফিটামাই খেয়ে নিজেকে চুয়াত্তর ঘণ্টা জাগিয়ে রেখেছেন, খুব সম্ভব তারই ফল তাঁর শরীরের ভেতরে এই নতুন অস্থিরতা।

এখন অনুশোচনা হয়। অন্ধের মতো এক যান্ত্রিক কর্তব্যের তাগিদে তিনি এতদিন যা করে গেছেন তা অর্থহীন। আমেরিকান টিমের পারফরম্যান্স সফল করার জন্য একজন ডাক্তারের যেটুকু দায়িত্ব, তার চেয়ে অনেক বেশি মাথাব্যথা স্বেচ্ছায় বহন করে কাজ করে গেছেন তিনি। বোকার মতো। নিজেকে সাহায্য না করে, নিজের শরীর-স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা না করে, তিনি একদল আমেরিকান কর্তাব্যক্তি, অ্যাথলেট, কোচ ও কমিটির লোকদের জন্য পরিশ্রম করে খুব দেশপ্রেমিক আত্মপ্রসাদ অনুভব করছিলেন। টিম যেন অলিম্পিকে মাথা উঁচু করে শীর্ষস্থানে থাকে। হ্যাঁ, ডাঃ স্কেলির মধ্যে কোনও রাজনীতি,

ফাঁকিবাজি বা অমানবিক কিছু নেই। শুধুমাত্র এক প্রাচীনপন্থী তাগিদ—তাই তিনি বিরামহীন একটানা কাজ করে গেছেন।

এবং আরেকটি সাহসী কাজ তাঁকে দেখতে হবে। এবার ২০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল ব্যাপারটা।

তিনি দেখতে পেলেন, ডেবি উইলি ডাইভিং বুক নয় ৮-এ দ্বিধাগ্রস্ত মনে পায়চারি করছে। দমভরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে নিজের নার্ভ ঠিক রাখার জন্য। দু'পাশে হাত টান রেখে মাথা নিচু করে হাঁটছে সে। তার পরনে কালো বেদিং কস্ট্যুম। উরুর ওপর আঙুল রেখে নিজেকে পরীক্ষা করছে ডেবি।

ডেবি ফাইনালে উঠেছে। সে নিজে তাতে তেমন আশ্চর্য হয়নি, কিন্তু ডাঃ স্কেলি যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না ব্যাপারটা। মাত্র ছ'দিনের ট্রেনিং বা অনুশীলনের সুযোগ পেয়েছে ডেবি, এবং সেইটুকু সুযোগেই বিশ্বের খ্যাতনামা কয়েক ডজন চ্যাম্পিয়নকে—যারা বছরের পর বছর প্র্যাকটিস করেছে—তাদের হারিয়ে দিল ডেবি!

আসলে, ডেবি উইলি জন্মগত সাঁতার প্রতিভার অধিকারী। স্কেলি তাকে যতই দেখছেন, ততই মনে হচ্ছে—কি দুঃখ ও লজ্জার কথা! এমন একটা ট্যালেন্ট এতদিন কাজে লাগানো হয়নি!

ওয়ার্নিং হুইসিল বাজল। ডেবি ধীর সুন্দর পদক্ষেপে ব্লকের ওপর এসে দাঁড়াল। ডেবির শরীরের চলনে-ভঙ্গিমায় কেমন যেন হায়-হায় করে উঠল ডাঃ স্কেলির অন্তর—কত কিছু হতে পারত! ডাঃ স্কেলির-কোনওরকম সাহায্য ছাড়াই ডেবি নিশ্চই আগেই গোল্ড মেডেল আনতে পারত। কিন্তু মনে পড়ে, ডাঃ স্কেলি সেই দৃশ্যে সংযমী হতে পারেননি। অনাঘ্রাত কুসুমের মতো কিশোরীর সেই যোনি—সোনালি লোমে ভরা—তাঁর সামনে উন্মুক্ত! তাই—

এবং তারপর যে ডেবির জীবনধারা বদলে গেল।...

পুলের দু'পাশে ব্লকের ওপর বিচারকের দল সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। ভাল করে লক্ষ্য করছেন, কোনও মেয়ে যেন লাইন পেরিয়ে পজিশন না নেয়। তাঁদের চোখ সজাগ রাখতে হবে, ঘোষণার আগেই কেউ যেন ঝাঁপ না দেয়—নো প্রিম্যাচিওর ডাইভ। ডাঃ স্কেলির মায়া হয় এই বিচারকদের জন্য। এখন ওঁদের ভূমিকার তত গুরুত্ব নেই। ইলেকট্রনিক যন্ত্র বেরিয়েছে যা নিখুঁতভাবে যেকোনও খুঁত ধরতে পারে—উইথ দেয়ার অল-সিয়িং, অল-নোয়িং আই।

এমনকি স্টার্টিং গানটিও ইলেকট্রনিক টাইমার। সেটা শীতলভাবে শুনে চলে—দশ, নয়, আট—আর পুলের পাশে বিরাট বোর্ডের ওপর নম্বরগুলো ঝলমল করে ওঠে—সেভেন, সিক্স, ফাইভ! ধন্যবাদ বিজ্ঞানকে। এই যন্ত্রদের কোনও টেনশন নেই যাতে ডাঃ স্কেলি ভুগছেন। মানুষের গলায় স্বরে কাউন্ট-ডাউন যাতে স্পষ্ট হয়, তার জন্য সাবধানতা ও কসরৎ দরকার। স্টার্টিং গান শব্দ করে যখন 'গো' জানিয়ে দেয়, তখন কোনও শারীরিক-মানসিক পরিশ্রমের দরকার হয় না। হিউম্যান স্টার্টার এখন নিষ্প্রয়োজন।

দুই, এক, শূন্য—এগুলো শুধু সংখ্যা। কিন্তু এই শেষ উচ্চারণের সাথে তরুণ-তরুণী দেহ জলে ঝাঁপ দেবে। বাহু ও পদযুগলের সঞ্চালনে তীরবেগে ছুটবে জলে দাগ কেটে।

অনুশোচিত মনে স্কেলি লক্ষ্য করছেন।

ডেবি লিড্ করছে। তার ডাইভ নিখুঁত। জল কেটে সে বেরিয়ে যাচ্ছে জলবিমান—হাইড্রোপ্লেনের মতো। সবাই ওকে জানে গোল্ডেন গ্লাইডার বলে। যারা নাম জানতো না, আজ তারা ওর নাম জেনেছে—ডেবি উইলি!

ডেবি সাঁতরাচ্ছে, সর্বাগ্রে। অতি দ্রুত সন্তরণ।

হ্যাঁ, ডাঃ স্কেলি এবার স্বাভাবিক হন, মনে পড়ে—ডেবি তো এসেছিল, তার সকল ট্রেনারকে তুচ্ছ করে। ওরা সব অপদার্থ—অল অ্যসহোলস্—ডেবি গালাগাল দিয়েই বলেছিল। ডাঃ স্কেলিকে কিছু প্রশ্ন করেছিল ডেবি—কার্ডিভ্যাসকুলার সিস্টেম সম্পর্কে।

ডাঃ স্কেলি জানিয়েছিলেন—দুটো পথ আছে।...

ইতোমধ্যে দেখা যাচ্ছে ডেবির কাছাকাছি এসে পড়েছে কার্টিনা কাচেংকা—যে রাশিয়ান স্যুইমার চান্স পেয়েছে রোয়েনা গোল্ডস্টেইন বাদ পড়ার পর। ডেবি এখন কি করবে? হয় একটু বেশি দম নিয়ে মার্জিন বাড়াবে, অথবা ফিনিশিং-এর জন্য এনার্জি সঞ্চিত রাখবে। ডেবি তীব্রবেগে সাঁতরাতে পারে, শেষ পর্যন্ত দম বজায় রাখবে সে। যখন কার্ডিভ্যাসকুলার বিষয়ে অসুবিধে নেই, ডেবির ভয় কিসের? ফুসফুসে কতখানি অক্সিজেন ধরবে, সেটাও ভাবা আছে। কিন্তু এতে একটু সমস্যা আছে, ডেবির এই দিক দিয়ে একটু কষ্ট হতে পারে।

প্রথম রানে ডেবি দশ মিটার কভার করেছে, রাশিয়ান মেয়েটাকে আরও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সত্যি সাহস আছে মেয়েটার—কি তীব্র লড়াই লড়ছে—ডাঃ স্কেলি অবাক হন। এইবার একটা ল্যাপ্ শেষ হবে। কিন্তু আরও চারটে বাকি! এই মুহূর্তে দ্বিতীয়টার অর্ধেক শেষ হয়েছে। মনে হচ্ছে, সেই অক্সিজেন সমস্যাটা শুরু হয়েছে। ডেবির কি দম নিতে কষ্ট হচ্ছে?

কিন্তু ডেবি জানে—তার একটাই চিন্তা। যেতে হবে, এগোতে হবে, লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে। যে করেই হোক।

মাথা ডুবিয়ে দম নেয় ডেবি। মাথা তুলে দেখে নীল পুলের দেয়াল মাত্র দশ-বারো হাত দূরে। তাহলে যতটা তাড়তাড়ি সম্ভব—

ডেবি হাঁসের মতো সাঁতার কাটে। এগিয়ে যায়, এবং অবশেষে দেয়াল ছুঁয়ে ফিরে আসে। তার ঘুরপাকটা দর্শনীয়। এবারও সে সবার আগে। ডেবি যত এগিয়ে আসছে, জনতার গুঞ্জরন বাড়ছে। কিন্তু এই টার্ন-এর ব্যাপারে ডেবি বরাবরই দক্ষ। যেন জন্মগত দক্ষতা।

ডেবির মাথা এবার ডান দিকে কাত হয়ে আছে, যাতে সে রাশিয়ান প্রতিযোগীর দিকে লক্ষ্য রাখতে পারে। এই মুহূর্তে ডেবি রাশিয়ান মেয়েটির থেকে দেড় গজ এগিয়ে। রাশিয়ানের অনেক পেছনে তৃতীয়জন—এক ওরিয়েন্টাল স্যুইমার। বাকিরা অনেক অনেক পিছিয়ে।

এবার লাস্ট ল্যাপ্। আর একবার। শেষবার!

ডেবি ভাবতে থাকে—আমি সাঁতরাচ্ছি ফোর-ওয়ান ল্যাপ রেস। প্রথমটা সহজেই জিতেছি, দ্বিতীয়টাও জিতছি। তারপর—

পুলের জলের মাঝামাঝি ডেবি। দুই বাহু যেন গ্লাইডারের মতো তীরবেগে জল কেটে উড়ছে। অন্যেরা প্রপেলারের মতো ঘুরছে শুধু। ডেবি অনায়াসেই বুঝতে পারছে

অন্যদের অবস্থান কোথায়, ওরা বিভ্রান্ত, তিমি মাছের মতো সমুদ্রের ঢেউয়ের সামনে পথ খুঁজছে।

ডেবি দেখল স্টার্টিং ওয়াল এসে গেছে। এবার আরেকটা ঝুঁকি নিতে হবে। স্ট্রোক চলছে স্বাভাবিকভাবে, তবু পিঠ আর্চ করে জলের ওপর ভেসে উঠল সে। তারপর আবার এক বিস্ময়কর টার্ন—প্রায় অলৌকিক। সাথে সাথে জনগণের উল্লাস, অভিনন্দন। সে বুঝল, দর্শকের দল সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে—বাঁ দিকে মাথা সরিয়ে সে তাদের আড়াআড়ি দেখতে পাচ্ছে। আবার প্রতিযোগীদের দিকেও নজর রাখতে হচ্ছে।

এবার ডেবির দু' বাহু যেন বর্শা। এক পলকের জন্য জলের ওপর চোখ তুলে সে দেখে রাশিয়ান মেয়েটা আড়াই গজ পেছনে। আর ওরিয়েন্টাল মেয়েটা বহু পিছিয়ে গেছে। ডেবি এবার অতিরিক্ত জোর দেয়, দর্শকের চিৎকার তাকে উদ্বুদ্ধ করে। জয় সমাগত।

এবং ঠিক এই সময়ে—

অপ্রত্যাশিত আঘাত!!

দুই বাহু, বিশেষ করে বাহুর ওপরের অংশ, মনে হয় ভীষণ ভারী হয়ে ছিঁড়ে পড়ছে। কেউ যেন তার দেহের ভিতরে বিশাল ইস্পাত খণ্ড ঢুকিয়ে দিয়েছে। তার বাইসেপ ও ট্রাইসেপকে পাথর করে দিচ্ছে।

কিছু আসে যায় না—ডেবি নিজেই নিজেকে বোঝাল। আর অর্ধেকের কম ল্যাপ্ রয়েছে। আমি তৃতীয় রেস জিতছি। আর কয়েকটা স্ট্রোকের পর ডেবি দেয়ালটা দেখল, তাই সে আবার একটা লং-ডিসট্যান্স টার্নের জন্য মরিয়া হয়ে উঠল, কিন্তু কি যেন একটা তাকে ছেড়ে যাচ্ছে। তার কি মনের জোর কমছে, নাকি শরীরের জোর? নাকি দুই-ই হারাচ্ছে সে? একটি অতিরিক্ত স্ট্রোক, দ্বিতীয়টাও অতিরিক্ত। দেয়ালটা আর মাত্র পাঁচ ফুট দূরে।

জলের নিচে নেমে পা ছুঁড়ে, দু'হাত প্রসারিত করে সে আবার ওপরে উঠল, হ্যাঁ, এই মুভমেন্টের সময় পা দুটো ঠিক জায়গায় আছে। কিন্তু—

ডান হাত তুলতে খুব কষ্ট।

আরও দু'ক্ষেপ বাকি—এখনও সে রাশিয়ান মেয়েটার চেয়ে দু'গজ আগে—কিন্তু তার মানে আধগজ দূরত্ব কমেছে। ওরিয়েন্টাল মেয়েটার প্রশ্ন ওঠে না।

মনের জোরে এগোল ডেবি, কিন্তু আবার দেহ অসাড় হয়ে আসছে। পায়ে জোর আছে, কিন্তু দু'হাত লোহার মতো ভারী। শুধু পায়ের জোরে কতটা এগোবে সে?

আপ স্ট্রোক। এবার দম বন্ধ হয়ে আসছে।...আর একটি রেস জিতলে আমি জয়ী। আর অর্ধেক পথ বাকি। তার চোখে পড়ল—কার্টিনা, সেই রাশিয়ান মেয়েটি এগিয়ে আসছে। কিন্তু ও ডেবিকে ধরতে পারবে না।

হঠাৎ এক ঘূর্ণিঝড়!

কার্টিনা মেরু প্রলয়ের মতো দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে এলো। ডেবির কাছাকাছি—যেন এক বিরাট আকৃতির জলের পোকা। এবার তার দারুণ স্পীড, ডেবির মতো, এমন কি তার চেয়ে বেশি সে সাঁতরাচ্ছে। দ্রুত, দ্রুততর, আরও দ্রুত। হাই স্পীড।

ডেবি দু'পায়ের জোরে শেষ ফ্লিপের চেষ্টা করল, কিন্তু কাজ হলো না। তার গতি এখন ক্রমশ ধীর, শ্লথ হয়ে আসছে। পাশ দিয়ে কার্টিনা এগিয়ে যাচ্ছে। চোখের পর্দায়

সে দেখছে পুলের কিনারা এখন দূরে, বেশ দূরে—ফার অ্যাওয়ে। ডেবি নড়ছে, কিন্তু এগোচ্ছে না। এ কি অদ্ভুত ব্যর্থতা!

কি এর রহস্য!

চুলোয় যাক! কাল যদি—

এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ডেবি পিছিয়ে পড়েছে। তার স্ট্রোক, কিক্, ফ্লিক—সব ব্যর্থ! এমনকি সেই ওরিয়েন্টাল মেয়েটাও কাছে এসে গেছে। ইস্, এ তো অনেক পেছনে ছিল।

আর দশ গজ! যেতে পারলেই জয়। পারবে না?

ডেবি প্রাণপণ যুঝছে। যেন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা।

আর পাঁচ গজ! শুধুমাত্র পাঁচ গজ! আঃ—

বাঁ হাতে একটা স্ট্রোকের চেষ্টা করল ডেবি। এই বোধহয় তার শেষ স্ট্রোক। কারণ, পরমুহূর্তেই তার বুকের পাঁজর যেন ভেঙে পড়ল। অসীম যন্ত্রণা। পাঁজরের হাড় বুক চেপে ধরে তার ফুসফুস ফাটিয়ে দিচ্ছে। বুক ফেটে যাচ্ছে। এইবার পায়ের জোরও হারিয়ে গেল।

জলের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে ডেবি।

অন্ধকার।

চারপাশে ঘন কালো অন্ধকার।

১২

তার অণ্ডকোষের ওপর পুরুষাঙ্গ এখন ঝুলে আছে। ডান উরুর সাথে যুক্ত। কারণ সে এখন মাটিতে বসে আছে, দুই পা দু'পাশে মেলা।

জ্যান কার্টরাইট ভাবল—লোকটি ইচ্ছে করেই তার ড্রেসিং গাউনের আবরণ সরিয়ে রেখেছে, যাতে তার গোপনাঙ্গ চোখে পড়ে! মুখের দিকে তাকিয়ে তার মতলব বোঝার উপায় নেই। ভাবলেশহীন, বিবর্ণ মুখ। বাঁ দিকে টিভি সেটের ওপর তার দৃষ্টি।

না, তার ওই অসভ্য ভঙ্গি ইচ্ছাকৃত নয়। লোকটা সত্যিই এখন অন্য জগতে। অলিম্পিকস্-এর ইভেন্টগুলো এমনভাবে দেখছে, এত মগ্ন উত্তেজনা নিয়ে, যেন এটা দ্বিতীয়বারের চরমানন্দের উৎক্ষেপ।

জ্যান ভাবে, লোকটা তো আন্ডারওয়্যার পরতো। সে নিজেও পরে। কিন্তু হসপিটাল তাদের গায়ে শুধু এই গাউন জড়িয়ে থাকতে বলল। তলায় কিছু পরা বারণ। এর মানে কি!

জ্যানের দৃষ্টি আবার ফিরে আসে লোকটার গোপন অঙ্গে। ফ্যাসিনেটিং! এটা ত্যানসেঙের চেয়ে দীর্ঘ ও পুরু—এতই বড় যে ভয়ের উদ্রেক করে। এবং অবশ্যই তার ক্লিটরিচের চেয়ে অনেক বড়। কিন্তু তাতে আর উচ্ছ্বসিত হবার ব্যাপার নেই। আর সে ভুল করে বলে ফেলবে না—আরে, তোমারটা যে আমার চেয়ে বড়। এই 'তোমার-আমার' উক্তির মূর্খামির যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছে তাকে।

হ্যাঁ, পরবর্তীকালে ডাঃ স্কেলি তাকে দেহের ব্যাপারে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। সেও বুঝেছিল—কোথায় গলদ! কিন্তু ইতোমধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে। নার্ভাস ব্রেকডাউনের জন্য জ্যানকে যখন হসপিটালে ভর্তি হতে হয়েছে, তখন ডাঃ স্কেলি তার বিশদ ব্যাখ্যা শুনিয়েছিলেন।

সব ঘটনা দ্রুত ঘটে গেল। এত দ্রুত, যে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় এর মধ্যে ন'টা দিন কেটে গেছে। মানে, ত্যানসেঙের সাথে জঙ্গলের ধারে সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতার আঘাতের পর ন'টা দিন কখন পার হয়ে গেছে! মনে পড়ে, ত্যানসেঙ যখন তাকে ফেলে চলে যাচ্ছে, তার মুখে কী নিষ্ঠুর হাসি! কীভাবে সে জামাকাপড় দু'হাতে জড়িয়ে নগ্ন শরীর কোনওমতে আড়াল করে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে কত কষ্টে অলিম্পিক ভিলেজে ফিরে আসে! দৌড়ে স্কেলির অফিসে ঢুকে সে কান্নায় ভেঙে পড়ে, সবকিছু অকপটে ব্যক্ত করে। সে জিজ্ঞেস করে—কেন, ক্যামেরা কেন? কি করছিল ত্যান ক্যামেরা নিয়ে, কিসের ছবি তুলছিল, কেনই বা তুলছিল, তার মুখে বিদ্রূপের হাসি কেন? পৃথিবীর সব পুরুষই কি ত্যানসেঙের মতো? অন্তত জ্যানের প্রতি এমনই আচরণ করবে সবাই? এই আচরণের মানে কি?

তখনই স্কেলির অফিসে অজস্র ফোন আসে এবং যায়। প্রথমে মা-বাবা, তারপর VSOC, তারপর IOC। যদি জ্যান কার্টরাইট গেমস্ থেকে বিদায় নেয়, সব গোপন রাখা হবে। নয়তো—

কিসের গোপনতা? জ্যান বোঝে না। এর সাথে গেমস্-এর কি সম্পর্ক? কেন সে মিছিমিছি অলিম্পিকস্ থেকে সরে যাবে? কি তার দোষ?

এরপর রিপোর্টারদের কল। অজস্র, একের পর এক। ডাঃ স্কেলির মুখ ফ্যাকাশে, যখন গুজব শোনা যায়, জ্যানের গোপন ফটো নিউ ইয়র্কের একটা সেক্স ম্যাগাজিনে বিক্রি করা হয়েছে। সব শুনেও জ্যান ঠিক বোঝে না, সে উদ্ভ্রান্ত। চিৎকার করে সে স্কেলির কাছে জানতে চায়—ব্যাপারটা কি, কিসের রহস্য, সে এবং সকলে কি পাগল হয়ে যাচ্ছে?

তখন ডাঃ স্কেলিকে বলতেই হয়। জ্যান চুপ করে শোনে, কারণ স্কেলি এখন সব কথাই খুব খোলাখুলি স্পষ্টভাবে জানান। হ্যাঁ, জ্যান ইজ আ ডিফারেন্ট ওম্যান। অন্য মেয়েদের থেকে আলাদা, খুবই ভিন্ন তার শরীর। তার গোপনাঙ্গ অদ্ভুত, এমন দেখা যায় না, বিকৃত—প্রায় পুরুষ সদৃশ—

সব শুনে জ্ঞান হারিয়েছিল জ্যান।

তারপর ন'দিন ধরে নানা ট্রিটমেন্ট। স্নায়ু শান্ত করা সিডেটিভ, নানা ঘুরপাক, সাইকিয়াট্রিক টেস্ট। স্কেলি দেখলেন প্রায় উন্মাদ অবস্থা জ্যানের। ক্রমশ এক সপ্তাহ পরে—জ্যানের মনে শুধু লজ্জা, অসম্ভব আত্মগ্লানি যা সহ্য করা তার পক্ষে অসম্ভব। জ্যান বুঝেছে—ডাঃ স্কেলির কথা কত নির্মম সত্য।

হসপিটালের লোকেরা ওকে এক সকালে র‍্যাপিড থেরাপি প্রোগ্রামে ভর্তি করে নিল। সেই বিকেলেই আবার ওকে ঘর থেকে ছুঁড়ে ফেলা হলো বাইরে ঘাসের ওপর। তারা বলল, বেরোও, মাঠে ঘুরে বেড়াও, খেলার ঘরে যাও, পিংপং খেল বা টিভি দেখ, লোকের সাথে মেলামেশা করো—যা মনে চায় করো—কিন্তু বিছানায় শুয়ে থাকতে পারবে না।

তাই এখন জ্যানের দৃষ্টিতে একটি ভাল আকৃতির পুরুষাঙ্গ। এটাই কি থেরাপি নাকি? এইবার দেখা যাচ্ছে লোকটির বলস্—অণ্ডকোষ। এটা জ্যানের মানসলোকে একটা ঘটনা বটে। কারণ, ত্যানসেঙের বলস্ ওয়ার সো স্মল, প্রায় চোখেই পড়তো না।

জ্যান জানে তার নিজের জায়গায় থেকে তার ওঠা শোভা পায় না। কিন্তু কি করবে? প্রায় অন্ধ পতঙ্গের মতো আগুনের শিখার দিকে ছুটতে হচ্ছে তাকে। উঠে গিয়ে সে সোফার অন্য কোণায় বসে, লোকটির পাশে, যে তার গোপনাঙ্গ প্রদর্শন করে তাকে এতক্ষণ অস্থির করে তুলেছে।

—অ্যাই—জ্যান ওকে ডাকে। একটা রোগা বিবর্ণ লোক। এ ব্যাটা হসপিটালে কেন ভর্তি হয়েছিল?

লোকটা সাড়া দেয়—অ্যাঁ, আমায় কিছু বলছ?

—হ্যাঁ।

লোকটা একবার জ্যানকে দেখে, পরক্ষণেই টিভির দিকে চোখ ফে ায়।

—আরে, তুমি দেখছি অলিম্পিক্সে ভীষণ ইন্টারেস্টেড!

জ্যান আবার ওর উরুসন্ধিস্থলে তাকায়, লোকটা যদি দুই পা আরেকটু প্রসারিত করে, তবে এই নতুন কোণ থেকে সে ইন্দ্রিয়টি বেশ ভাল করে দেখতে পাবে।

এই লোকটি অন্য কেউ নয়, সেই ফ্র্যাঙ্ক মাইলস্।

ফ্র্যাঙ্ক বলে, হ্যাঁ, তুমি তা বলতে পার। আমি এখন একটা রেস দেখছি—এবং দেখতে চাই আমাকে বাদ দিয়ে এই রেসে শেষ পর্যন্ত কি ঘটে!

এবার জ্যান বোঝে। এ ব্যাটাও নিশ্চয় ওই হেপাটাইটিস ভিক্টিমদের একজন।

—বুঝেছি!...শোন, আমার অবস্থাও তোমার মতো, আমিও গেমস্-এ থাকতাম। অবশ্য দৌড়ে নয়, জিমন্যাস্টিকে।

জ্যানের কণ্ঠস্বর এখন মৃদু। কাটাকাটা।

ফ্র্যাঙ্ক একটু চমকে ফিরে তাকায়।

—কিন্তু তোমাকে তো হেলদি লাগছে। তুমি বোধহয় অলরেডি ফিট্ হয়ে গেছ।

—আমার হেপাটাইটিস নেই। আমার...যাই হোক, তুমি কি আমায় চিনতে পেরেছ?

ফ্র্যাঙ্ক এবার ভাল করে তাকায়। একটি টিনএজার ফেস্। সুন্দর দুই ভরাট ঠোঁট, গালে গোলাপি আভা, চোখ দুটি অপূর্ব।

—না, আমি তোমায় চিনি না। চেনার কথা কি?

জ্যান অবাক। শহরের দেয়ালে, টিভির পর্দায়, সর্বত্র তার ছবি জ্বলজ্বল করছে দু' সপ্তাহ ধরে। শী ইজ আ বিগ নিউজ। মনে মনে ভাবে জ্যান—আমরা কত তাড়াতাড়ি অনেক কিছু ভুলে যাই।

—শোন, তুমি আমাকে একটা ফেবার করবে?

—ফেবার?

—হ্যাঁ, সোজাসুজি বলছি—আই ওয়ান্ট টু সি ইওর পেনিস বেটার। ঘরের কোণা থেকে এতক্ষণ দেখছিলাম। তোমার পরনে তো কোনও আন্ডারওয়ার নেই—তাই না?

ফ্র্যাঙ্ক চমকে ওঠে। দুই পা মুড়ে ফেলে। মুখে বিড়ম্বনার চিহ্ন।

—না, কিন্তু আমার দ্বারা ওই কাজ হবে না।...তা ছাড়া তুমি একটা বাচ্চা মেয়ে—তুমি ওইসব! আচ্ছা—তুমি কি! তুমি সেক্স-ম্যানিয়াক নাকি? অদ্ভুত কিছু!

জ্যান হাসে, অনেকটা মানসিক রোগীর হাসি।

—ইয়েস, ইয়েস আই অ্যাম। কিন্তু তাতে তোমার যা দেখতে চাইছি, তা দেখাতে বাধা কিসের? আমি তো শুধু দেখতে চাইছি, তার বেশি কিছু নয়।...আসলে ঘরের কোণ থেকে ওটা বিশাল দেখাচ্ছিল। সত্যিই কি—

—কি বলছ তুমি!

—বলছি—কোণা থেকে ওটা বেশ বড় লাগছে। আমি জীবনে আর একটি মাত্র পুরুষাঙ্গ দেখেছি, সেটা তোমার তুলনায় ভীষণ ছোট। তাই দেখতে চাই—

ফ্র্যাঙ্ক মাইলসের ভুরুতে এখন বিন্দু বিন্দু ঘাম। আবার মনে পড়ে যায় সৎমার পরিহাস, বালক বয়েসে তার যৌনাঙ্গ নিয়ে বন্ধুদের বিদ্রূপ, ক্রমশ কমপ্লেক্স-এর জন্ম। সাথে সাথে সাম্প্রতিক ঘটনাও মনে পড়ে। জীবনে প্রথম একটি মেয়ে তার পুরুষাঙ্গের প্রশংসা করে। এই প্রশংসাই তার জীবনের চরম বিপর্যয় ডেকে আনে। সেটা সে তখন বোঝেনি। অলিম্পিক্সে তার সুযোগ বিনষ্ট করে সে পালিয়ে যায়। তার প্রশংসা তার প্ররোচনা দৃশ্যের অভিনয়ের মতোই এক বিরাট মিথ্যা।

কিন্তু এই সুন্দরী টিনএজারটা অভিনয় করছে বলে মনে হয় না। এ বেশ সরল, নিষ্পাপ, বোকা-বোকা। এর কথা অনভিজ্ঞ কিশোরীর মতো। সত্যি, তার ইন্দ্রিয় একে হয়তো কৌতূহলী করেছে। ফ্র্যাঙ্ক বোঝে—এটা ওর বয়েস ও অনভিজ্ঞতাপ্রসূত। এবার এই অভিজ্ঞতা কি যথার্থ, অকৃত্রিম হবে? দ্বিতীয়বার কোনও নারী তার পুরুষাঙ্গে আকৃষ্ট—এর আকৃতি, এর বিশেষত্ব তাকে মুগ্ধ করছে। এটা কি সত্যি?

—তুমি তাহলে যা করতে চাও করো।—ফ্র্যাঙ্ক বলে।

—তার মানে? টু টেক আউট ইওর পেনিস?

—ইয়েস।

—ও. কে.—লেট মি সি! ইট শুড বি নাইস! সিওর।

—তুমিও তো আমার নাম জানো না।

—কি নাম তোমার?

—ফ্র্যাঙ্ক মাইলস্।

—ও, আচ্ছা।...আরে ফ্র্যাঙ্ক মাইলস্, এবার আমি তোমার পেনিস দেখতে পাচ্ছি।

এবার ফ্র্যাঙ্ক টের পায় তার টেরিকটন ড্রেসিং গাউন উরুর ওপর উঠে যাচ্ছে—দু'পাশে সরে যাচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে তার পুরুষাঙ্গ ও অণ্ডকোষ প্রকাশ্য। জ্যানের দৃষ্টিতে আরও মুগ্ধতা—কি সুন্দর! কত বড়! ফ্র্যাঙ্ক নিচু হয়ে নিজেকে দেখে। এখন তার মনে বিশ্বাস জন্মেছে—তার লিঙ্গের দৈর্ঘ্য মধ্যম, গ্রহণযোগ্য, মোটামুটি সাত ইঞ্চি পুরুষাঙ্গ আকর্ষণীয়ভাবে স্বাভাবিক। অতিদীর্ঘতাই বরঞ্চ সমস্যার সৃষ্টি করে। কিন্তু মনের দিক থেকে সে শান্তিতে নেই। সেই রাতের দুই নারীর সাথে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। কি লাভ হলো সেই কিছুক্ষণের দৈহিক মিলনে? বরঞ্চ চিরকালের মতো অভিশপ্ত হয়ে গেল তার জীবন। এখন তার সামনে এই মেয়েটির উপস্থিতি, আবেদন ও কামনা যদি অকৃত্রিম হয়, যদি এর পেছনে কোনও মতলব না থাকে—তবে শুধু তার শরীরে নয়, মানসিক ক্ষতে প্রলেপ পড়বে।

দ্বিধাগ্রস্ত ফ্র্যাঙ্ক—কি ভাবছ?

—ও ইয়েস! জ্যান এগিয়ে এসে হাত দিয়ে পরীক্ষা শুরু করে—বেশ বড়! সুন্দর! আচ্ছা, এই পেনিসকে সহজ ইংরেজিতে আর কি বলে? মানে কথায় কথায়—

ফ্র্যাঙ্ক হাসে—অনেক চলতি স্ল্যাং শব্দ আছে—প্রিক্, ডিক, কক। তুমিও এর একটা নাম দিতে পার। কোনও বাধা নেই।

—হ্যাঁ, তোমার প্রিক দারুণ। তোমার ডিক সুন্দর। তোমার কক এখন বেশ নরম, সুন্দর। মার্বেলের মতো মসৃণ, আমি জানতাম না এসব কিছু।

ফ্র্যাঙ্ক ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না—তুমি কি প্রথম এইভাবে এই জিনিস দেখছ?

—ইয়েস, ইয়েস, ইয়েস।

—কিন্তু তুমি নিশ্চয় আগেও দেখেছ?

—দেখেছি? হ্যাঁ। টাচ্ করিনি কখনো।

জ্যানের আঙুল এবার ম্যাসেজ শুরু করে। ফ্র্যাঙ্ক এবার শিহরিত হয়।

জ্যান আবার প্রশ্ন করে—আচ্ছা, এই যে চেঞ্জ হচ্ছে! শুনেছি কক বেড়ে ওঠে যখন পুরুষেরা উত্তেজিত হয়। আগের চেয়ে বড় হচ্ছে এটা? তাই কি—তুমি কি উত্তেজিত?

—ইয়েস! দ্যাটস্ রাইট!—ফ্র্যাঙ্ক স্বীকার করে।

—আমায় দেখতে দাও, কেমনভাবে এটার পরিবর্তন হয়, কি রূপ নেয়।

জ্যানের গলায় কেমন উচ্ছ্বাস! মনে হচ্ছে, স্বপ্ন ভেঙ্গে সে বাস্তবের মুখোমুখি হচ্ছে এবার।

ফ্র্যাঙ্ক তলদেশ ওপরে তুলে ধরে। তার ক্রমবর্ধমান অঙ্গ যাতে সোজা দণ্ডায়মান হয়ে তার পূর্ণরূপ প্রকাশ করে যতখানি সম্ভব। যেন আপন খেয়ালে জ্যানের হাত তার দণ্ড ধরে পাম্পিং প্রক্রিয়া শুরু করে। এটা তার জানা নেই। তার নারীসত্তা, ইনস্টিংকট্ তাকে কাজ করায়। ওপর-নিচ পাম্পিং প্রক্রিয়া—জ্যান স্পষ্ট বোঝে তার হাতের মধ্যে বিশাল কলেবর দৃঢ় হয়ে উঠছে।

—মাই গড! ইওর কক ইজ হিউজার দ্যান এভার—জ্যান চরম বিস্মিত দণ্ডের পূর্ণ আকৃতি পাওয়াতে।

ফ্র্যাঙ্কও প্রদর্শনে উৎসাহী—ইউ লাইক ইট?

—ও, ইয়েস।

—অন্য যে কক দেখেছিলে—সেটা নরম না শক্ত?

—দুই-ই। প্রথমে শক্ত, পরে নরম—অর্থাৎ ত্যানসেন্ডের কথা বলতে চায় জ্যান—কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে ঠিক উল্টো। প্রথমে নরম, পরে শক্ত।

হাত সরিয়ে ইন্দ্রিয়টাকে এই অবস্থায় ভাল করে দেখতে চায় জ্যান। তার যেন আশ মেটে না। কিন্তু অস্থির ফ্র্যাঙ্ক তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে আবার নিজের প্রিয় অঙ্গে স্থাপন করে।

—তোমার হাতের আদর দারুণ লাগছে। হাত সরিও না।

—না, আমি শুধু একবার দেখতে চাইলাম এটা কত বড় হয়েছে—আরও কত বড় হতে পারে।—পাম্পিং প্রক্রিয়া চালায় জ্যানের হাত।—আসলে হাতের আড়ালে একে দেখতে পাচ্ছিলাম না।

ফ্র্যাঙ্কের অঙ্গ এখন পূর্ণ সাত ইঞ্চি। এর মুকুট কাঁপছে, জ্যানের মিষ্টি হাত এর গোড়ায় টান দিচ্ছে। দু'জনেই দেখতে পায়—প্রাথমিক কামরস দেখা যাচ্ছে লিঙ্গ মুখে।

—ওঃ, এই তো স্পার্ম, তাই না! তার মানে তোমার ক্লাইমেক্স আসছে। আমাকে ডাক্তার বলেছে।

ফ্র্যাঙ্ক একটু হাঁপাচ্ছে—না, এটা ক্লাইমেক্সের অনেক আগে থেকে বেরতে থাকে। তুমি কি কখনও বীর্যপাত দেখনি—আ ম্যান শুটিং হিজ লোড?

—না, আই হ্যাভ নট সিন বিফোর আ ম্যান শুটিং হিজ লোড। আমি মাত্র একটি কক দেখেছি—বাকি কথা ডাঃ স্কেলির মুখে শোনা। গত সপ্তাহে তিনি আমাকে সব বুঝিয়ে দিয়েছেন।

—তাহলে আমিই প্রথম পুরুষ যার বীর্যস্খলন তুমি দেখতে পাবে?

—ও, ইয়েস।

ফ্র্যাঙ্ক এবার আত্মসমীক্ষায় ব্যস্ত। তার পুরুষাঙ্গ এখন শূন্যে সাত ইঞ্চি। সুন্দরী মেয়েটি পাম্পিং হিম উইথ হার ভার্জিন হ্যান্ডস—যা আগে কোনও পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করেনি। মেয়েটির চোখ মুগ্ধতায় জ্বলজ্বল, ও ভাবছে—সত্যি বিশেষ কিছু ও পেয়েছে। তাই ফ্র্যাঙ্কেরও এটা বড় সুযোগ, তার জীবনে এখন এক সুবর্ণ সুযোগ।

ফ্র্যাঙ্ক ভাবে, তাহলে এই অনভিজ্ঞ মেয়েটির স্পর্শে বীর্যপাত দেখানোই ভাল। তার ঔরস উৎসারিত হোকা বাতাসে—জ্যানের পক্ষে অদ্ভুত নতুন অভিজ্ঞতা হিসেবে। সে এখন তার—নতুন, এই মেয়েটা কোনও সেকেন্ড হ্যান্ড পদার্থ নয় যে অন্য কারুর সাথে সে ফ্র্যাঙ্ককে তুলনা করবে। ফ্র্যাঙ্ক প্রথম এবং নতুন।

শুয়ে পড়ে উরুর পেশি শক্ত করে ফ্র্যাঙ্ক।

—আই অ্যাম গোয়িং টু শুট ফর ইউ।

—ওঃ, রিয়েলি? প্লীজ ডু। আমি দেখতে চাই।

জ্যানের হাতে ওঠা-নামার আদরে মনোসংযোগ করে ফ্র্যাঙ্ক। কিন্তু জ্যানের হাত এখন অত জোরে কাজ করছে না। আরও বেশি জোরে পাম্পিং প্রক্রিয়া প্রয়োজন। কিশোরীর নরম হাতে শক্তি নেই, যদিও সে এক দক্ষ জিমন্যাস্ট। তাই শুধু গায়ের জোরে নয়, মনের জোর দিয়ে ক্লাইমেক্স-এ পৌঁছতে হবে। মন তৈরি করে ফ্র্যাঙ্ক। মনের তেজ-পুলকে তার বীর্যরস ছিটকে বেরিয়ে শূন্যে ঝর্ণাধারা রূপ ধরে চমকে দেবে জ্যানকে।

কয়েক মুহূর্তের চেষ্টায় তাই হলো।

এক ঝলক ঔরস উৎসারিত হয়ে যেন উড়ে গেল, তারপর লিঙ্গের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। জ্যানের হাতে গরম বীর্যের ছোঁয়া, পুলকে-চমকে অস্থির জ্যান—আঃ! হাউ ওয়ান্ডারফুল! পরক্ষণেই আরেক ঝলক। দুগ্ধ-শুভ্র রস এবার ফ্র্যাঙ্কের উরুদেশ প্লাবিত করছে। জ্যান জানতে চায়—শেষ হয়েছে কিনা। সাথে সাথে তৃতীয় বর্ষণ, তারপর আবার, আবার, পাঁচটি উৎক্ষেপে বীর্য বর্ষণ সমাপ্ত হয়।

—ওয়ান্ডারফুল থিংগ্। সত্যি তোমার প্রিক্ দারুণ খেলা দেখাল। থ্যাংক ইউ।

—থ্যাংকস্ শুধু আমার প্রাপ্য না, তোমারও।

—তার মানে?

—তোমার সাহায্য ছাড়া, মানে তোমার হাতের ওই আদর ছাড়া এই প্রিক্ তোমাকে এমন শো দেখাতে পারত না।

নরম ইন্দ্রিয়কে জ্যান এখনও আদর করছে।

—রিয়েলি? কিন্তু আমি কি করলাম?

—তুমিই আমায় উত্তেজিত করেছ, আমার দেহে, মনে গর্ব, আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করেছ। খুব কম মেয়েই আমার প্রিক্ দেখেছে, কারণ আমি কাউকে দেখাইনি...কিন্তু তুমি, তোমার কথা আলাদা। ইউ লাইক ইট, অ্যান্ড আই শোড ইট টু ইউ!

—আমিও গর্বিত।

—কেন?

—কারণ আমি জানলাম, আমি তোমাকে উত্তেজিত করতে পেরেছি। তার মানে, একটা মেয়ের যা পারা উচিত—

—হ্যাঁ—তুমি একটা মেয়ে, খুব সুন্দর, খুব ভাল মেয়ে।

ফ্র্যাঙ্কের আলিঙ্গনে আবদ্ধ জ্যান।

ফ্র্যাঙ্ক জিজ্ঞেস করে—আচ্ছা, মেয়ে হয়ে তুমি কি কিছু উত্তেজনা বোধ করছ না?

—হ্যাঁ, অবশ্য করছি, আমার সারা শরীর উত্তেজিত।

—বিটুইন ইওর লেগস অলসো?

—হ্যাঁ, ওখানেই সবচেয়ে বেশি।

—আমি কি তোমার সে জায়গাটা একটু দেখতে পারি?

এইবার আলিঙ্গনের মধ্যে যেন স্থির হয়ে যায় জ্যান। যেন ভয় পেয়েছে। তার অস্ফুট স্বরে উৎকণ্ঠা।

—না, না, সেটা ঠিক হবে না।

—কেন? তুমি আমায় দেখলে, যদিও আমি প্রথমে রাজি ছিলাম না, তবু দেখা গেল ব্যাপারটা কত সুন্দর। কিন্তু তুমি কেন—

—আমার কথা আলাদা। আমি অন্যরকম। আই অ্যাম ডিফারেন্ট।

—ডিফারেন্ট! কি বলছ তুমি?

—মাই ক্লিটরিচ ইজ ডিফারেন্ট! ডাঃ স্কেলি আমাকে সব বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমি খুব স্বাভাবিক মেয়ে, শুধু আমার ক্লিটরিচ অতিরিক্ত বড়। এটা জন্মগত, আমাকে এটা মেনে নিতে হবে, আর কিছু নয়।

ফ্র্যাঙ্কের কৌতূহল বেড়ে গেল। তার পুরুষাঙ্গে আবার শিহরন।

—আমি সেটা দেখতে চাই, তোমার সবকিছু দেখব।

—না—জ্যানের গলায় মৃদু প্রতিবাদ, সামান্য উদ্বেগ।

জ্যানের ড্রেসিং গাউন সরাতে যায় ফ্র্যাঙ্ক—তুমি ঠিক এইভাবে আমায় দেখেছিলে। তাই আমিও তোমাকে একইভাবে—

গাউন সরে যায়। জ্যান দুই পা বদ্ধ রাখে—তাই শুধু নিম্নাঙ্গের বাদামী লোমরাশি ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। ফ্র্যাঙ্ক জ্যানের চোখের দিকে তাকায়। জ্যানও তাকে লক্ষ্য করছে। নার্ভাস, কাঁপছে জ্যান।

—অল রাইট। আমি দেখাচ্ছি।

তলপেট এগিয়ে দিয়ে দুই পা প্রসারিত করে জ্যান। ফ্র্যাঙ্ক দেখতে পায়—একটি শক্ত লাল ইন্দ্রিয় ত্রিকোণ লোমের মুখ থেকে উঁকি দিচ্ছে। সাথে সাথে আবার দৃঢ়-লিঙ্গ ফ্র্যাঙ্ক।

—তুমি কি বলতে চাইছ—আমি তোমায় উত্তেজিত করেছি?

জ্যান দু'হাতে মুখ ঢাকে। ফ্র্যাঙ্কের প্রতিক্রিয়া দেখতে চায় না সে। ফ্র্যাঙ্কের কথা শুনে সে হাত নামায়।

—ইয়েস, তোমার কক খুব বড়, বেশ সুন্দর। আমি তো উত্তেজিত হবই।

—তোমার ক্লিটও খুব সুন্দর। বেশ বড়। তাই আমিও উত্তেজিত হচ্ছি। স্বাভাবিক।

জ্যানের ক্লিটে হাত দেয় ফ্র্যাঙ্ক—আমি আদর করলে তুমিও ক্লাইমেক্সে আসবে।

—জানি না, আমি কখনও ক্লাইমেক্স অনুভব করিনি।

—তাই নাকি! তুমি জান না চরম পুলক—অরগ্যাজম কাকে বলে?

—না। আমার ষোল বছর বয়সের তুলনায় আমি ভীষণ অনভিজ্ঞ। কিন্তু যতক্ষণ না ডাঃ স্কেলি আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, আমি জানতাম না কি আমার করা উচিৎ। হসপিটালে থাকার সময় আমার কিছু ভাল লাগত না। আজ হঠাৎ এখানে তোমার বিগ প্রিক্ দেখে এই প্রথম—

—হ্যাঁ, সেইরকমই তোমার প্রথম ক্লাইমেক্স বিশেষ ধরনের হবে।

হাঁটু মুড়ে বসে জ্যানের যোনিদেশের কাছে মুখ নিয়ে যায় ফ্র্যাঙ্ক। মসৃণ লোমের আবরণ, মধ্যে চেরা দাগ, তার মধ্যে সেই অদ্ভুত ক্লিটের অস্তিত্ব ওপর থেকেই দেখা যায়। সেখানে ঠোঁট ছোঁয়ানো মাত্র বিদ্যুৎ-শক পাওয়ার মতো ছিটকে যায় জ্যান।

—তোমার ভাল লাগছে?

—ভীষণ ভাল, কিন্তু আমি তো অভ্যস্ত নই। তাই—

—জাস্ট ওয়েট।

ক্লিটের ওপর চুম্বন। কঠিন ক্লিট। জিভের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে তার পরিমাপ, সঠিক আকৃতি বুঝতে চায় ফ্র্যাঙ্ক। জিভের ডগা তার ভালভা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। জ্যানের পশ্চাদদেশ কাঁপছে, দুই পা যেন শক্তি হারাচ্ছে।

—আঃ, কি করছ তুমি!—জ্যান আনন্দে কাতর।

ফ্র্যাঙ্ক উত্তর দেয় না। মনে মনে বলে—আই অ্যাম রোয়িং আ উওম্যান।

—থামো প্লীজ, থামো, আমি সহ্য করতে পারছি'না।

ফ্র্যাঙ্কের মাথা দু'হাতে ধরে ঠেলে সরাতে চায় জ্যান।

—পারবে, পারবে। সহ্য হবে, আই অ্যাম সাকিং ইউ অফ্, তোমার ভাল লাগবে। বিশ্বাস করো জ্যান, আই প্রমিজ। আমার মাথা টেনে নাও, ঠিক যেখানে ভাল লাগছে, সেখানে নিয়ে যাও। আমায় জানতে দাও—ঠিক কোথায় কতখানি আরাম লাগছে তোমার।

এইবার দু'হাতে ফ্র্যাঙ্কের মাথা নিজের কাছে টানে জ্যান। তার প্রায় বার্স্ট করার উপক্রম। ক্লিটের ওপর ফ্র্যাঙ্কের ঠোঁট।

—হ্যাঁ, এইখানে। সাক মি স্লোলি, আস্তে, আরও আস্তে—চোখ বুজে বলে জ্যান।

শম্বুক গতিতে নিম্নাঙ্গে মৃদু ঢেউ তোলে জ্যান। ক্লিটের ওপর ফ্র্যাঙ্কের ওষ্ঠপুট—হি ইজ লাইক আ সাকিং মেশিন।

—আস্তে, বি জেন্টেল, প্লীজ, ধীরে, নরম করে—প্লীজ—

ফ্র্যাঙ্ক অনুভব করে ক্লিটটা যেন পিছু হঠছে, তার মুখ ফসকে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে, তাই মরিয়া ফ্র্যাঙ্ক দুই ঠোঁটে শক্ত করে তাকে চেপে ধরে, টেনে বাইরে আনার চেষ্টা করে।

জ্যান কেঁপে ওঠে—আঃ, হ্যাঁ, ঠিক ওইভাবে, শুধু ঠোঁট দিয়ে, ঠিক ওইরকম, ওইরকম—

ফ্র্যাঙ্কের চুলের মুঠি ধরে টেনে নেয় জ্যান। আরেক হাত তার মাথার পেছনে, কানের পাশে, মাথার ঝাঁকুনি, জিভের আক্রমণ, জ্যানের ক্লিটও কখনো এহেন আক্রমণের সম্মুখীন হয়নি। সে এবার হার মানছে, আনন্দের পরাজয়। জ্যানের কণ্ঠস্বরে জপমন্ত্রের মতো একটিই শব্দ—সাক মি, ফ্র্যাঙ্ক সাক মি আউট, সাক মি গুড, গুড এনাফ সাকিং—সাক মি ইফ ইউ লাভ মি। ডু ইউ লাভ মি?

ফ্র্যাঙ্কের মাথার সঞ্চালন এসব প্রশ্নের উত্তর।

ফ্র্যাঙ্কের সারা মাথাকে নিজের নিম্নাঙ্গে আঘাত হানতে বাধ্য করায় জ্যান।

—ও, মাই গড! দিস ইজ দিস—ক্লাইমেক্স—আমি এবার ফেটে পড়ছি।

নার্ভ-শ্যাটারিং ক্লাইমেক্স।

বিদ্যুতের শক এবং জার্কিং।

সারা দেহে—কিন্তু সবচেয়ে বেশি ক্লিটে। জ্যানের মনে হয়—এক হাজার দৈত্য তার শরীর ও মনের ওপর দিয়ে দৌড়াচ্ছে। তার ক্লিট পরিপূর্ণভাবে ফ্র্যাঙ্কের মুখের ভিতর, উন্মাদের মতো লেহন চলছে। আইসক্রীমের মতো শোষণ, যাতে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ পদার্থটা শেষ হয়ে যায়। কিন্তু জ্যান তা মানতে পারে না।

—স্টপ্, স্টপ প্লীজ। আমার এখন যন্ত্রণা হচ্ছে। আমি তো চরমানন্দ পেয়েছি, শেষ হয়ে গেছে, আর কেন! স্টপ, নইলে আমি মারা যাব—তুমিই আমায় খুন করবে।

চুলের মুঠি ধরে টানে জ্যান। ফ্র্যাঙ্ক এবার বিশ্বাস করে তার কথা। এমন একটা কষ্ট যা জ্যানের সহ্য হচ্ছে না। সে মুখ সরায়। জলভরা চোখে জ্যান তার দিকে তাকায়, কৃতজ্ঞতার অশ্রু তার গাল বেয়ে গড়াচ্ছে—থ্যাংক ইউ, অনেক ধন্যবাদ।

—তোমাকেও ধন্যবাদ, আমিও কিছু কম উপভোগ করিনি।

ফ্র্যাঙ্ক কোচের ওপর এলিয়ে পড়ে।

জ্যান দেখে—ফ্র্যাঙ্ক এখনও দীর্ঘ ও সুদৃঢ়। লাল এবং কাঁচা মাংসের মতো পুরুষাঙ্গের চেহারা। এখনও শান্ত নরম হয়নি। মাথা নিচু করে জ্যান জিভের আদর ছড়ায়।

কোচে বসে চোখের কোণা দিয়ে ফ্র্যাঙ্ক টিভির দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে। রানাররা এবার দশ হাজার মিটার দৌড়ে ছুটে চলেছে। সে এবার তার শত্রু, পরিচিত সেই চেহারাটা দেখতে পাবে আশা করছে—নোকোমুচি! কিন্তু কই, তাকে তো দেখা যাচ্ছে না। নাকি সে অনেক আগে এগিয়ে গেছে? ক্যামেরার রেঞ্জের বাইরে? কিন্তু এবার ক্যামেরার লং শট। নোকোমুচি তো নেই—কোথায় গেল সে?

ফ্র্যাঙ্কের মনোযোগে ছেদ পড়ে। জ্যানের মুখে তার পুরুষাঙ্গ অর্ধপ্রবিষ্ট এবং এই মুহূর্তে জ্যান মুখ সরিয়ে নিয়েছে।

—আমি তোমাকে ঠিক মতো বড় করতে পারছি?

—ইয়েস, ফাইন।

এবার জ্যানের মুখের আদরের নয়া আক্রমণ।

ফ্র্যাঙ্ক চোখ বোজে।

চুলোয় যাক নোকোমুচি, টু হেল উইথ অলিম্পিক গেমস।

১৩

ডাঃ স্কেলির মিনতি—জাস্ট আ লিটিল ফ্রেন্ডলি ফাক্। অতীতের দিন স্মরণ করে—কেমন?

ডেবি শ্রাগ করে। তারপরে মাথার ওপর টেনে সোয়েটার খুলে ফেলে। প্রকাশ করে তার বুলেট-শেপের ব্রা-কাপ আর তার ওপর দিয়ে উপচে পড়া সোনালি বুকের মাংসল সৌন্দর্য। এবার লাফ দিয়ে একজাম টেবিলে উঠে বসে ডেবি, সুগঠিত পা দুটো দোলাতে থাকে। কিছুটা নার্ভাসনেস আছে অবশ্য।

ডাঃ স্কেলি আবার বলেন—অতীত বললাম বটে, কিন্তু তবু মনে হচ্ছে সেই হিসেবেও বেশ দেরি হয়ে গেছে।

স্টেথোসকোপটা একপাশে ছুঁড়ে ফেলেন স্কেলি।

ডেবির গালে লাল আভা। সে বন্ধ দরজার দিকে তাকায়।

—স্যাম, আই অ্যাম সরি। তখন আমি অন্যরকম ছিলাম। আমি তখন বেরিয়েছি শুধু নিজের খোঁজে। আর তোমাকে তো আমি তখন একবারের বেশি কিছু প্রমিজ করিনি।

ডাঃ স্কেলি বলেন, টেকনিকালি, সে কথা ঠিক, কিন্তু ডেবি আসলে তুমি অনেক বেশি প্রমিজ করেছিলে, মাচ মোর।

—বেশ, আমি এখন আমার প্রমিজ রাখব।

—এখন নয়, ডেবি। তুমি অনেক দেরিতে ফিরেছ, আমিও ক্লান্ত। গত ছয় দিনে আমি মাত্র দশ ঘণ্টা ঘুমিয়েছি।

দীর্ঘ স্তব্ধতা। ডেবি দেখে—স্কেলি ডেস্কের ওপর কি যেন খুঁজছেন।

—তুমি কি জিনিসপত্র গোছাচ্ছ?

—ঠিক ধরেছ।

—শুনলাম, তুমি নাকি চলে যাবে?

—দ্যাটস্ রাইট। আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি টানা এক মাস ঘুমোব বলে। তারপর আবার অল্প করে প্র্যাকটিস শুরু করব। এতদিন অ্যাথলেটদের শরীর নিয়ে কাটল, তাদের অদ্ভুত শরীর, বিচিত্র যৌনাঙ্গ—এই সমস্ত।

—আঃ, বেচারি ডাঃ স্কেলি, সত্যি তুমি ক্লান্ত।

—তোমার ক্লান্ত হতে চার বছর লেগেছে। তোমায় যতদূর জানি, তুমি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছ।

—যদি সেক্সের কথা বলো, তবে ঠিক—ডেবি স্বীকার করে—হ্যাঁ, চার বছর ধরে অনেক কিছু ঘটেছে। ইউ হ্যাভ সিন আ লট অব কান্টস্, অ্যান্ড আই হ্যাভ সিন আ লট অব্ ককস্। তাতে কি!

স্কেলি উত্তর দেন না। সেই একগোছা কাগজ বাক্সেটে ফেলে দেন।

ডেবি হাসে—কিন্তু তোমার পুরুষাঙ্গই আমার প্রথম দেখা। তুমি স্মরণ করো, ফার্স্ট টাইম বেস্ট?

স্কেলি জবাব দেন না। IOC ফাইলের মেমোগুলো দেখতে থাকেন।

ডেবি তবু একা একাই সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে স্বপ্নের ঘোরে বলে চলে—কিন্তু আমার মনে হয় সেটা যেন অতীত নয়, যেন কালকের ব্যাপার। তুমি যে বের করলে—

ইওর প্রিক্ সিমড্ সো হিউজ। লাল, ফুলে-ওঠা, কেমন যেন রাগী, রাগী। আমি বহু বছর পুরুষের সাঁতারের পোশাকের ভেতরটা বোঝার চেষ্টা করি, ওপর থেকে দেখেই। কিন্তু আমি তেমন কিছু দেখিনি। আমি কখনও দেখিনি ওয়ান নেকেড হার্ড কক। আমি ভয় পেতাম, যেন আমাকে মারতে আসবে। হাঃ হাঃ, আমি দাঁতে দাঁত চেপে দৌড়ে পালাতাম।

ডাঃ স্কেলির চোখ ফাইলে, একমনে পাতা উল্টে যাচ্ছেন।

ডেবি বলে, সেটা ছিল কিশোরী অবস্থা। এখন বড় হয়ে, নানা অভিজ্ঞতার পর বুঝেছি—তোমার পুরুষাঙ্গ এমন কিছু দীর্ঘ নয়—বোধ হয় ছ'ইঞ্চির মতন হবে। কিন্তু বেশ পুরু। হ্যাঁ, স্যাম, ইওর কক ইজ ভেরি থিক্। ওয়ান অব দ্য থিকেস্ট আই হ্যাভ এভার সিন। মাথার কাছে মাংসল অংশটার ভাঁজগুলো সুন্দর, বেশ মজার।

স্কেলি তবু নির্বাক।

—স্যাম, এখন কেমন অবস্থা? একবার দেখতে পারি, শেষবারের মতো, অন্তত? আমার স্মরণশক্তিটা যাচাই করার জন্য?

ডাঃ স্যাম স্কেলির মন এবার ছুটছে। বহু বছর কেটেছে শুধু গাধার মতো পরিশ্রম করে। কি পেয়েছেন, বলা মুস্কিল। মন-দেহ সবই ক্লান্ত। তবু ডেবির টাইট পুসির মধ্যে একবার প্রিক প্রবেশের কিছু সার্থকতা নিশ্চয় থাকতে পারে। শেষবারের কথা মনে পড়ে। সে সময় ডেবি তাঁকে ব্যবহার করেছিল—ব্যস্, সেইটুকুই। এক বিশাল মিথ্যে বলার জন্য ডেবির তাঁকে প্রয়োজন হয়েছিল। যেই কাজ হয়ে গেল, ডেবি তাঁকে ভুলে গেল। আশ্চর্য, সেই ডেবি আজ কি চাইছে?

ডেস্ক থেকে উঠে তিনি একজাম টেবিলের দিকে কোমরে হাত রেখে এগিয়ে গেলেন।

—তুমি এসব কি করছ, কেন?

ডেবি এবার সোজাসুজি হাত বাড়িয়ে স্কেলির উরুসন্ধিস্থল স্পর্শ করে। হাতের তালুর চাপ দিয়ে তাঁর পুরুষাঙ্গ অনুভব করে।

—বোথ অব আস নিড টু বি ফাকড্!—ডেবি বলে, এর চেয়ে সরল কথা আর কি বলব!

—সেটা ব্যাপার নয়।

ডেবির হাত এবার স্কেলির প্যান্টের মধ্যে—আদর চলতে থাকে। বোথ ডিক অ্যান্ড বলস্। স্কেলির মুখে তখনও ক্লান্তির ছাপ।

—শোন স্কেলি, তুমি বিশ্বাস করো, এখন তোমার সামনে এক নতুন ডেবি উইলি, সে মিথ্যে বলছে না। আমি এখন শুধুমাত্র আমার কথা ভাবছি না, দু'জনের কথা ভাবছি। আমরা অনেক দূরে ফিরে যাব, কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা বিষয়ে বিশেষ মিল থাকছে।

স্কেলির প্যান্টের জিপার খুলে ফেলে ডেবি।

স্কেলি জিজ্ঞেস করেন—কিসের মিল?

—আমরা দু'জনেই ক্লান্ত। তাই না স্যাম?

—হ্যাঁ, হয়তো তাই।

স্কেলি ভাল করে বুঝতে চান ডেবির কথার অর্থ। ইতোমধ্যে ডেবির আঙুল স্কেলির ইন্দ্রিয়কে সম্পূর্ণভাবে ধরে ফেলেছে।

ডেবি বলতে থাকে—আমি মিথ্যে বলে বলে ক্লান্ত। আমি এত প্রচারের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ক্লান্ত—কারণ এসব অর্থহীন, মিথ্যে। অল বুলশিট। মডেলিং বা সিনেমা আমাকে আর কোনও আনন্দ দেয় না।...এই গেমস আমাকে জরুরি শিক্ষা দিয়েছে। স্যাম, আমি একসময়ে পৃথিবীর শীর্ষে উঠতে চেয়েছি—কিন্তু এটা জঘন্য দুনিয়া, আবর্জনার দুর্গন্ধ স্তূপের ওপর উঠে আমি কি করব! তার চেয়ে নতুন করে জীবন তৈরি করে—বাকি সময়টা সেই সত্যপথে থাকার চেষ্টা করব।

এইবার স্কেলির পুরুষাঙ্গ সে বের করে আনে। দু'হাতের নরম ম্যাসেজ চলতে থাকে।

স্কেলি বলেন, ডেবি, ইউ আর ইয়ং। তোমার এই মুড কেটে যাবে একসময়। এখন তোমার অনেক কিছু দেখা-শোনার বাকি। তোমার নতুন প্রেমিকরা আসবে। অভিজ্ঞ-অনভিজ্ঞ—

—স্যাম, আমি পৃথিবীটাকে ইতোমধ্যেই অনেকখানি চিনে ফেলেছি। আমার আঠারো বছর বয়সের মধ্যেই অনেক দেখা হয়ে গেছে। আমি আর সেক্স-এ তেমন ইন্টারেস্টেড নই। যদি বা হই, আমি বাছ-বিচার করব, উপযুক্ত কাউকে চাইতে পারি।

ডেবি এবার হাঁটু মুড়ে বসে। ইন ফ্রন্ট অব হিজ স্টাবি কক। ভাঁজপড়া ইন্দ্রিয়ের মুখটুকু সে মুখে নেয়, চোখ বোজা। ডেবির ঠোঁট স্কেলির নরম পুরুষাঙ্গকে ঘিরে ধরে।

স্কেলি বলেন, বহুদিন বাদে—

ডেবির হাতের আদরও চলে—বহুদিন বাদে তোমাকে উত্তেজিত করা হচ্ছে।

—হ্যাঁ, আমিও অনেকদিন ধরে এমনই চাইছিলাম হয়তো—স্কেলি স্বীকার করেন।

স্কেলির ইন্দ্রিয়ের ওপর চুম্বন বৃষ্টি। সমান তালে জিভ ও ঠোঁটের আদর। স্কেলির লিঙ্গ স্ফীত হয়েছে এবার অন্তত ছ'ইঞ্চি। ডেবির প্রস্তাব পরিষ্কার—লেট আস ফাক, স্যাম্, অতীতের কথা ভেবে।

আবার টেবিলে উঠে বসে ডেবি—পোশাকের নিচে হাত গলিয়ে একটানে নিজের প্যান্টি খুলে ফেলে। ছুঁড়ে দেয় মেঝের ওপর। দুই পা মেলে কোমর পর্যন্ত স্কার্ট তুলে ধরে। স্কেলি এবার পরিষ্কার দেখতে পান—হার বিউটিফুল পুসি। স্কেলির ভুরুতে বিন্দু বিন্দু ঘাম। এই পুসি চার বছরের আগের মতোই—বেস্ট সো ফার। যত তিনি দেখেছেন এ পর্যন্ত।

ডেবি কাছে টানে তাঁকে। নিম্নাঙ্গ মেলে ধরে। মুখে দুষ্টু হাসি। নিজের হাতে লিঙ্গমুখ যোনির মধ্যে প্রবেশ করায়। এইবার সন্তুষ্ট স্যাম।

—আমি তাহলে সারা পথ যেতে চাই ডেবি। অল দ্য ওয়ে।

—ইয়েস, অল দ্য ওয়ে।

স্যাম হাসেন—এটা কিন্তু হাসির ব্যাপার। একজন প্রৌঢ় ডক্টর, আজ এক আঠারো বছরের সাথে। চার বছর পরে।

—ঠিক আছে, সব ঠিক আছে, কোনও অসুবিধে নেই।

স্কেলির বুকে মাথা রাখে ডেবি।

স্কেলি বলেন, তোমার মধ্যে আমি স্থির থাকতে চাই। নড়তে চাই না। নট ইভেন ফর অ্যান আউট স্ট্রোক। তুমি আমার শান্ত আরামের নিরাপদ আশ্রয়।

—তোমার হয়ে আমি মুভ্ করছি—ফর বোথ অব আস। খুব ধীরে। আমরা বন্ধু—তাই তো! উই উইল এনজয় আ ফ্রেন্ডলি ফাক্।

ডেবির নিম্নাঙ্গ ঘুরছে, ধীরে। স্কেলি যেন শান্তি পান—নিশ্চেষ্টভাবে তিনি ডেবির ঘূর্ণিতাল উপভোগ করেন। বহুদিনের উপবাসী, অনভ্যস্ত স্কেলির ইন্দ্রিয়।

—ডেবি, ঠিক বলেছ, ঠিক করছ। আমি বহুদিন ক্লান্ত, খুব ক্লান্ত। অ্যাথলেটদের অদ্ভুত শরীরগুলো দেখে দেখে আমি আরও ক্লান্ত হয়ে গেছি। তাই এখন একটি সুস্থ সুন্দর শরীরের আশ্রয় পেয়ে খুব ভাল লাগছে।

ডেবি ফিসফিস করে—জ্যান কার্টরাইট তোমায় পেয়েছে।

—হ্যাঁ, একবার। বেচারা। মনে হয় না ও কখনও স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাবে। শেষবার ওকে হসপিটালে দেখেছি। সে বলেছে আমাকে আর যেন দেখা না হয়। সে আরও বলেছিল—তার জীবন ঠিক হয়ে যাচ্ছে—আর কোনও ডাক্তারের প্রয়োজন হবে না কখনও।

স্কেলি বলতে থাকেন—হোয়াট আ ব্লাফ! শী ইজ ডুমড্। 'জীবন ঠিক হয়ে গেছে' কথাটার মানেই হচ্ছে—কতখানি মানসিক আঘাত পেয়েছে মেয়েটা। অথচ শী ইজ আ ভেরি প্রেটি গার্ল। বড় লজ্জার ব্যাপার—ওর জীবনে কোনও পুরুষ জুটবে না।

ডেবি আশাবাদী—জানি না স্যাম! তবে হয়তো কেউ আসতে পারে। হয়তো কাউকে সে ইতোমধ্যেই পেয়েছে। কে বলতে পারে? বহু সময় অদ্ভুত লোকেরা পরস্পরকে খুঁজে পায়। যেমন, আমাদেরই দেখ না—

স্কেলির গালে ডেবির চুমু। নিম্নাঙ্গে ঘর্ষণ।

—মাই গড, দ্যাট ইজ গুড।

—এর আগে কাদের পেয়েছ?

—ও, সে এক বিদেশী অ্যাথলেট। নামটা বলব না—গোপন রাখার কারণ আছে। বাট শী হ্যাভ দ্য বিগেস্ট কান্ট—আমি জীবনে যা দেখেছি। সে বেচারিও খুব একা, জ্যানের মতোই। তার অন্তহীন গহ্বর। কোনও পুরুষের পক্ষে তা পূর্ণ করা সম্ভব নয়।

ডেবি উৎসাহভরে বলে, আমি অবশ্য তাকে চিনি না। তবে একজন অ্যাথলেটের সাথে আমার কয়েক সপ্তাহের অ্যাফেয়ার হয়েছিল। তার নামটাও গোপন রাখা দরকার। হিজ প্রিক্ ওয়াজ ওয়ান ফুট লঙ।

—রিয়েলি? ওয়ান ফুট!

—ইয়েস, আমিও কিছু বিচিত্র মানুষ দেখেছি। আমি বাজি রেখে বলতে পারি তোমার সেই গভীরতম কান্টের মেয়েটিকে ওই এক ফুট লিঙ্গের ছেলেটি অবশ্যই পূর্ণ করতে পারত। দুঃখের ব্যাপার, ওদের পরস্পরের সাথে দেখা হবে না। এটাই দুর্ভাগ্য।

—আচ্ছা ডেবি, তুমিও কি সেই এক ফুটের যন্ত্রটাকে ভালবেসেছিলে?

—আমার বেলায়? শোন, অতবড় জিনিসের অর্ধেকটা কাজে লাগেনি। বাইরে থেকে গেল, অর্ধেকটা পেয়েছিলাম, তার মানে, আমার পক্ষে—হি ইজ আনফিট, এটা এক ধরনের অপচয়, বরঞ্চ, ইওর কক ইজ মাচ বেটার ফর মি।

—কেন, আমি বেটার কেন?—স্কেলি উৎসুক।

—কারণ ইওর কক ইজ ইওরস। এটা স্যাম স্কেলির অঙ্গ। আমার ভালবাসার লোক স্কেলি, তাই একেও ভালবাসি।

এবার দৃঢ় আলিঙ্গন। সঙ্গম অবস্থায় এত বার্তালাপ। ডেবি নিয়ত চলমান, ধীর নৃত্য। স্কেলি স্থির, শুধু অনুভূতি! কৃতজ্ঞ ভালবাসার অনুভূতি।

—স্যাম, তোমায় দেখে আমার মনে হতো—এই লোকটা তিন হাজার লোকের দৃষ্টির সামনে, পোশাক পরিহিত অবস্থায় জলে ডুবে যাচ্ছে। আই অ্যাম নাউ এনজয়িং সাচ আ গুড ফাক ফ্রম হিম। খুব মজা লাগছে।

—কিন্তু আমার কাছে এটা হাস্যকর দৃশ্য।

—তুমি কোনও রিপ্লে দেখনি?

—না।

—ওঃ, দেখা উচিৎ ছিল। দেখতে, আমি সাঁতরে ফিনিশ লাইনে এসে গেছি। হঠাৎ মনে হলো, আমি মরে গেলাম। আমি কোনওমতে এক মিনিটের জন্য ভেসে উঠলাম। আবছা দেখলাম, পুলের ধারে সুট-টাই পরা একটা চেহারা ছুটে এলো। তারপর আরও অনেকে। নিজেকে মনে হলো কাঁটায় গাঁথা একটি ছোট তিমি মাছ যাকে পাড়ে টেনে তোলবার জন্য সবাই ঘিরে ধরে চিৎকার করছে। আমি জ্ঞান হারালাম। তারপর ওরা অবশ্য আমাকে বাঁচাল।

স্কেলি বলেন, তার মানে বোঝা যাচ্ছে, আমার উদ্দেশ্য ভাল ছিল।

—কিন্তু স্যাম, তুমি তো সাঁতার দিতে পার না। দশ ফুট জলের নিচে ডুবে যাওয়া একটা মানুষকে সাঁতার না-জানা লোক বাঁচাবে কি করে?

—তাতে কি হয়েছে! আমি যা পারতাম করতাম।

—যাই হোক, ওই রিপ্লে দেখার পর মনে হলো—তোমার আমার ব্যাপারটা একটা বৈশিষ্ট্য আছে।

স্কেলির ঠোঁটে চুমু দিল ডেবি। এবার তার নিম্নাঙ্গ দ্রুত ঘুরছে। স্কেলির মুখের মধ্যে এবার জিভ ঢোকায় ডেবি, তারপর মুখ সরিয়ে স্কেলির মাথা বুকে জড়িয়ে ধরে।

স্কেলি বলেন—দারুণ লজ্জার ব্যাপার—তোমায় জিততে দেওয়া হলো না। জয় তোমার প্রাপ্য ছিল, মাত্র কয়েক গজের ব্যাপার—

—আমি জিতেছি, স্যাম। আমি আসলে নিজেকে জয় করেছি। যে 'আমি'কে আমি চিনতাম না এতদিন।

স্যাম স্কেলি হাসলেন। ডেবি ঠিকই বলছে। কত পাল্টে গেছে ডেবি, মনে হচ্ছে যেন নতুন কেউ।

—তাছাড়া, স্যাম, তুমি কি জানো কিভাবে আমি মেডেল না-পাওয়াটা মেক-আপ করেছি।

—তার মানে?

ওয়েল, টিট ফর ট্যাট্—বলা যায়!

—বুঝলাম না।

—ফ্র্যাঙ্ক মাইলসের সাথে আলাপ করলাম। সেও একজন যে আমার জন্য একটু ফিল করেছিল, আমি ওর কাছে ঋণী।

স্কেলি হাসেন—ইউ মিন...

—দ্যাটস্ রাইট। নোকোমুচি। তারা আমেরিকানদের সিডুইস করতে এত ব্যস্ত, তারা নিজেদের লোকদের বাঁচানোর কথা ভাবার সময় পায়নি।

—তার মানে তুমি নোকোমুচিকে পাল্টা মার মেরেছ?

—হ্যাঁ। হোয়েন ইউ ওয়ান্ট টু ব্রো সামবডি, তাকে দুর্বল অবস্থায় পাওয়া দরকার। আমি নোকোমুচির কোনও স্থায়ী ক্ষতি করিনি—কিন্তু তাকে রেস থেকে আউট করেছি অবশ্যই।

স্কেলি মাথা তুলে হাসলেন।

ডেবি বলে—মজার ব্যাপার, তাই না! কিন্তু সিরিয়াস। আমি ফ্র্যাঙ্কের কাছে ঋণী।

—কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক তোমার এই প্রতিদানের কথা জানে?

—কিছু আসে যায় না...কেমন লাগছে?

—টেরিফিক, ইওর কান্ট ইজ...

—থ্যাংক ইউ, ডক্টর। ডু ইউ প্রেফার সাকিং?

—নো।

—আর কি চাও তুমি? আবার যা চাও, পরেও আমি তাই করব।

—আমি এখনকার কথা ভাবছি।

—কি ভাবছ এখন?

—তোমার ভেতরে নিজেকে ঢেলে দেব, বাট আই উইল নট মুভ। এক ইঞ্চি মুভমেন্ট ছাড়াই আমি তোমার সুন্দর পুসিকে ভাসিয়ে দেব।

—তাহলে আই উইল ওয়ার্ক মাই কান্ট ফর ইউ।

ডেবির গলায় প্যাশন। নিম্নাঙ্গের গতি এখন অতি দ্রুত। ঘূর্ণন প্রক্রিয়া। তার স্ত্রী-অঙ্গ যেন তার মন, তার আত্মা। সে স্বাধীন মুক্ত, কোনও বাধা নেই।

—আঃ,—পরিতৃপ্ত স্বর স্কেলির গলায়।

ডেবির স্কার্ট কোমরের কাছে ছড়িয়ে উড়ছে।

—ইটস্ গুড—ডেবি বলে।

—ইয়েস, গুড ফাকিং—নরম্যাল, ডিলাইটফুল।

—দ্যাটস্ রাইট—শান্ত, স্বাভাবিক, সুন্দর।

—ইয়েস!

কিন্তু মুখে বললেও ডেবির শরীর—নিম্নাঙ্গ মোটেই শান্ত নয়। স্বাভাবিক ও সুন্দর অবশ্যই। স্কেলি বরঞ্চ স্থির, স্থিতপ্রজ্ঞ, নিশ্চল, গতিহীন, অপেক্ষারত। যেন ধ্যানস্থ।

হঠাৎ ডেবির চোখে জল, আনন্দাশ্রু। যেন এক শোকচিহ্ন ধীরে ধীরে পুলকে রূপান্তরিত হচ্ছে।

—আই অ্যাম কামিং স্যাম! আমার ক্লাইমেক্স আসছে।

স্যাম স্কেলির শান্ত হাসি।

এইবার কথা না বলে ডেবির অন্তরতম প্রদেশে নিজেকে নিঃশেষে ঢেলে দেন স্কেলি। স্থির ভঙ্গি, দণ্ডায়মান, শুধু উরুর পেশি সামান্য নড়ে, সমস্ত ওঁরস কয়েক পশলা বৃষ্টির মতো ঝরতে থাকে।

—আমার যা কিছু সম্বল, তোমায় উজাড় করে দিচ্ছি। এই মুহূর্তের সকল সঞ্চয়। দেহের সব ভালবাসা, সব শক্তি।

ডেবির ছোট প্রতিক্রিয়া মুখে ও মাই গড! মাই স্কেলি!

দেহে বিশাল আন্দোলন! ভূমিকম্প।

ডেবির উদ্দাম দেহ শান্ত না হওয়া পর্যন্ত স্যাম স্কেলি তাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে জড়িয়ে রাখেন। তার কম্পন যেন শান্ত করতে চান স্কেলি। তাঁর শেষ বীর্যকণা উৎসারিত। তাঁর বুকে ডেবির মাথা।

সেই মাথা অনেকক্ষণ থাকে পরম তৃপ্তির আশ্রয়ে। ডাঃ স্যাম স্কেলির বুকের মধ্যে দিয়ে যেন তাঁর হৃদয় স্পর্শ করতে চায় ডেবি। কোনও কথা নেই। শুধু এই নীরব আলিঙ্গন।

অবশেষে স্তব্ধতা ভাঙে ডেবি।

—স্যাম!

স্যাম নিশ্চুপ।

—স্যাম, আমি তোমার সঙ্গে যাব। আমায় নিয়ে চলো।

স্কেলি নিরুত্তর।

—প্লীজ!

এইবার ডেবির সোনালি চুলে হাত বোলান ডাঃ স্যাম স্কেলি।

চার বছর পর আজ।

এই 'আজ' হোক চিরকাল—চিরজীবন।

চিরন্তন অনুভূতি। যা দেহ ছাই হয়ে গেলেও বোধহয় বেঁচে থাকে।